

নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 39 ■ Issue 02 ■ April 2023 ৩৯ বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ এপ্রিল ২০২৩

দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির যাত্রা শুরু
বানৌজা শেখ হাসিনা
কমিশনিং করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

নৌ-সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল

চীন সাগরে টাইফুন
বিজয়ী দুর্ধর্ষ বানৌজা নির্ভর্য

৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের বাজার হবে
জাহাজনির্মাণ খাত



নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

নাবিক হৃদয়ে



২২

চীন সাগরে টাইফুন বিজয়ী দুর্ধর্ষ বানৌজা নির্ভয়

বানৌজা নির্ভয়ের কমান্ডিং অফিসার চিফ জিআইকে (বোটসোয়াইনমেট) নির্দেশ দিলেন, চিফ কোয়ার্টার মাস্টার যেন মনোবল না হারিয়ে ফেলেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে। জাহাজের বো ঘোরানোর সময় পানি যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে। চিফ জিআই নিজেও কোয়ার্টার মাস্টারের মনোবল বাড়াতে কমান্ড ব্রিজে অবস্থান নিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তিনি বিধ্বংসী উর্মিমালার মাঝখানে ক্ষুদ্র জাহাজের খোলা ব্রিজ থেকে চারপাশের প্রলয়কাণ্ড দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এর মধ্যেই একটা ঝোড়ো হাওয়া এক খাবলা দিয়ে ব্রিজের শামিয়ানাটি চোখের পলকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

নৌশক্তি দেশে দেশে



১৮

৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের বাজার হবে জাহাজনির্মাণ খাত

যুদ্ধজাহাজসহ অন্যান্য নৌ-জাহাজের বৈশ্বিক বাজার ২০৩৩ সাল নাগাদ ৬ হাজার ৫৮০ কোটি ডলারে উন্নীত হবে। বর্তমানে এই বাজারের আকার ৪ হাজার ৪২০ কোটি ডলার। এক দশকের এই প্রবৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেবে দেশীয়ভাবে নৌ-জাহাজ তৈরির কর্মসূচি। গ্লোবালডেটার সাম্প্রতিক 'দ্য গ্লোবাল নেভাল ভেসেল অ্যান্ড সারফেস কন্সট্রাক্টস মার্কেট ২০২৩-২০৩৩' শীর্ষক বাজার গবেষণা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। দেশে দেশে নৌশক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে বহুরের আধুনিকায়নের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া পুরনো নৌ-জাহাজগুলোকেও প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।





প্রধান রচনা বানৌজা শেখ হাসিনা নৌঘাঁটির কমিশনিং করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির যাত্রা শুরু পেকুয়ায়

কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলায় বিশ্বায়কর দ্রুতগতিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে সংবেদনশীল সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন নৌঘাঁটি বানৌজা শেখ হাসিনা, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি। সাবমেরিন বহরের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপদ জেটি সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে এখানে। একই সাথে ছয়টি সাবমেরিন ও আটটি যুদ্ধজাহাজ বার্থিং নিতে পারবে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটিতে। ২০ মার্চ প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পেকুয়ার সাথে যুক্ত হয়ে ঘাঁটির উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

০৮

সম্পাদকীয় ■ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ■ ০৫

নৌবাহিনীর প্রধান সংবাদ

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ১৮

আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী ও নৌবিষয়ক সংবাদ

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ২৫

নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন সংবাদ

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ২৬

দেশ ও আন্তর্জাতিক জলসীমার নিরাপত্তায় মহড়া ও প্রশিক্ষণ সংবাদ

জনস্বার্থে নৌবাহিনী ■ ৩১

জাতীয় জীবনে নৌবাহিনীর কল্যাণ তৎপরতার খবর

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৩

নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৮

ক্রীড়া, সংস্কৃতি, স্কাউট ও শিক্ষা

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪২

নৌপরিবার কল্যাণ সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৬

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

ইয়ালু নদীর যুদ্ধ

ব্যটল অব ইয়ালু রিভার বা ইয়ালু নদীর যুদ্ধ হলো চীন-জাপান প্রথম যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌযুদ্ধ। ১৮৯৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এই যুদ্ধে পরস্পর মুখোমুখি হয় চীনের বেইয়াং ফ্লিট ও ইম্পেরিয়াল জাপানি নেভি। এর ঠিক একদিন আগেই পিয়ংইয়ংয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করে জাপান। ইয়ালুর যুদ্ধে দুইপক্ষের নৌবহরের প্রকৃত সংখ্যা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও দুইপক্ষ প্রায় সমান শক্তির ছিল বলে ধারণা করা হয়। ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভির বিখ্যাত বিজয়গুলোর অন্যতম এই ইয়ালু নদীর যুদ্ধ।



শীর্ষ সংবাদ



০৭

নৌবাহিনী প্রধানের সাথে সৌদি নৌপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

চারদিনের সরকারি সফরে বাংলাদেশে আসেন রাজকীয় সৌদি নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল ফাহাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-গোফায়েলি। সফরকালে ৬ মার্চ তিনি ঢাকায় বনানী নৌসদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নৌসদরে এসে পৌঁছলে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান তাকে স্বাগত জানান। এ সময় নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এর আগে সকালে রাজকীয় সৌদি নৌবাহিনী প্রধান শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে একান্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সমুদ্র তরঙ্গ



১৪

নৌ-সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল

ভারত থেকে কোরিয়া অবধি বিস্তৃত ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলটি এ সময়ে বিবেচিত হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে। কিন্তু এই সম্ভাবনাটি জন্ম দিচ্ছে দুটি বিপরীতমুখী পরিস্থিতির। একটি হচ্ছে, সুপ্ত সম্ভাবনা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে দেশগুলো সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে; অন্যদিকে সুপ্ত সম্ভাবনা নিজের কুক্ষিগত করতে অবিশ্বাস ও অনাস্থা নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতে পারে দেশগুলো। নিঃসন্দেহে এই সংশয় কাটিয়ে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (আইওআর) নৌ-সহযোগিতার শক্তিশালী অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হলে উপকৃত হবে উপকূলীয় (লিটোরাল) প্রতিটি দেশ।



উপদেষ্টা

রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন,
এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমান্ডার এম মনিরুজ্জামান, (ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন

উপপ্রধান সম্পাদক

কমান্ডার মোহাম্মদ তামিজুল আলম, (এইচ১), পিএসসি, বিএন

সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার বরণ কুমার সরকার, (শিক্ষা), বিএন

সহকারী সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার এস এম বাদিউজ্জামান, (শিক্ষা), বিএন

সম্পাদনা সহকারী

রাসেল রানা, পিও (রাইটার)

এম মোরশেদ আলম, রাইটার-১

মোঃ শাহিনুর রহমান, এলএমই

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার গফুর মিয়া, (শিক্ষা), বিএন

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার সাখাওয়াত হোসেন, (শিক্ষা), বিএন

খুলনা নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার মোঃ আনোয়ার হোসেন, (শিক্ষা), বিএন

কমান্ডার বিএন ফ্রিটঃ কমান্ডার এম লোকমান হাকিম, (এনডি),

পিএসসি, বিএন

কমান্ডার ফোটিলা ওয়েস্টঃ লেঃ কমান্ডার এস এম আর-রাহবারুল

ইসলাম, (শিক্ষা), বিএন

বিএন ডকইয়ার্ডঃ লেঃ উম্মে ফারহানা এলিন, (শিক্ষা), বিএন

কমসোয়াডসঃ লেঃ কমান্ডার সৈয়দ আব্দুস সামাদ, (এস), বিএন

কমান্ডারঃ লেঃ কমান্ডার এহতেশাম মুহতাদী, (এক্স), বিএন

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিঃ লেঃ মোঃ রুহুল কুদ্দুস, (শিক্ষা), বিএন

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমঃ লেঃ নুসরাত জাহান, (শিক্ষা), (এইচ৮),

বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নৌ গোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,

ঢাকা-১২১৩

ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com

dninp2@gmail.com

ওয়েব: www.navy.mil.bd

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

ফোন: +৮৮০২৪৮৯৫৬৭৪৮

ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সমুদ্রসীমা সুরক্ষায় এবং অতলান্ত সাগররাজ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পদচারণায়
সাবমেরিনের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠবে বানৌজা শেখ হাসিনা

২০২৩ সালের ২০ মার্চ বাংলাদেশের সামরিক ক্যালেন্ডারে একটি বিশেষ দিন হিসেবে পরিগণিত হবে। এই দিনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি বানৌজা শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলায় বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে সংবেদনশীল সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন এই নৌঘাঁটি। সাবমেরিন বহরের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপদ জেটি সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে এখানে। ছয়টি সাবমেরিন ও আটটি যুদ্ধজাহাজ যেকোনো সময়ে বার্থিং নিতে পারবে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটিতে। ঐতিহাসিক উদ্বোধন উপলক্ষে ২০ মার্চ উৎসবের আবহে বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত হয় বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি। প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পেকুয়ার ঘাঁটিতে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানস্থলের সাথে সংযুক্ত হন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর হাতে কমিশনিং হওয়া বানৌজা ঈসা খান এবং বানৌজা তিতুমীর ঘাঁটি এবং তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে সংগৃহীত স্বল্পসংখ্যক রণতরী নিয়েই যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

কালের পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব আর ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষকতায় সেদিনের বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক যুদ্ধজাহাজ, মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্র্যাফট, হেলিকপ্টার, সাবমেরিন, আধুনিক সমরাস্ত্র এবং সুদক্ষ নৌসেনাসমৃদ্ধ এক ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য সাবমেরিন সংগ্রহের ঘটনাটি দেশের সামরিক কৌশলগত বিবেচনা তথা নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। মূলত এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই প্রতিফলন। সংবেদনশীল ও কৌশলগত রণতরী হিসেবে সাবমেরিনের সর্বোত্তম ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষায়িত ঘাঁটির গুরুত্ব বিবেচনায় বিগত ২০১৭ সালের ১২ মার্চ বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণের প্রথম ধাপে বিভিন্ন অবকাঠামো ও সুবিধাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঘাঁটির উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের মধ্যে রয়েছে সাবমেরিনের বার্থিং সুবিধা, সাবমেরিনের সহায়ক অন্যান্য যুদ্ধজাহাজের বার্থিং সুবিধা, সাবমেরিন ফ্রিট হেডকোয়ার্টার্স, ট্রেনিং স্কুল ও সিমুলেশন সেন্টার এবং সাবমেরিন-সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার প্রাথমিক সুবিধাদি। এছাড়া এই ঘাঁটিতে একটি বৃহৎ ড্রাইডকের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। কর্মকর্তা ও নাবিকদের বসবাসের জন্য সকল ধরনের নাগরিক সুবিধাদি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে-মসজিদ, স্কুল-কলেজ ও হাসপাতালসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ কার্যক্রম। নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে এই সাবমেরিন ঘাঁটি একটি আধুনিক সামরিক স্থাপনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

বঙ্গোপসাগরের সাগরের নিকস অন্ধকারে প্রতিনিয়ত অবিরাম টহলদারি করে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন দৃষ্টি; পাহারা দিয়ে রাখছে সাগরের জানা-অজানা সম্পদ। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার অত্যন্ত প্রহরী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নৌবহরে প্রথম এ দৃষ্টি সাবমেরিন যুক্ত হওয়ার সুবাদে ইতিমধ্যে সূচিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের অতল গহ্বরে বাংলাদেশের কার্যকর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যুগ। সে প্রেক্ষাপটে বানৌজা শেখ হাসিনার দুর্ভেদ্য এ ঘাঁটি আগামী দিনে নৌবাহিনীর সাবমেরিন বহরের নিরাপদ আশ্রয়স্থলের পাশাপাশি হয়ে উঠবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিনারদের প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সুরক্ষায় এবং সমুদ্র উপকূলের পাশাপাশি অতলান্ত সাগররাজ্যে বৃদ্ধি পাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পদচারণা।

বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় এলাকা ভারত মহাসাগর। তিনটি মহাদেশের ৫৬টি দেশের সীমারেখা ছুঁয়ে বিস্তৃত এই বিশাল জলরাশি। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ এই মহাসাগরের অতলে মজুত রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম তেলের ভাণ্ডার। এই বিশাল এলাকায় তেল নিঃসরণের দরুণ তৈরি হওয়া দূষণের হুমকি, অবৈধ অভিবাসন, চোরচালান, সশস্ত্র দস্যুতা, যোগাযোগের নিরাপত্তা, সম্পদের সম্ভাব্যহার-এসবের কোনোটারই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা একক কোনো দেশের পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশকে এগিয়ে আসতে হবে। উপকূলীয় দেশগুলোর নৌবাহিনীর মধ্যে নৌসহযোগিতার মনোভাব এবং আস্থার সম্পর্ক তৈরি হলেই একমাত্র সম্ভব হবে এতদাঞ্চলের সামগ্রিক নৌনিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের আশু করণীয় হবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপকূলীয় দেশগুলোর মধ্যে নৌসহযোগিতার একটি বলিষ্ঠ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা, তার সম্প্রসারণ ও বিস্তার ঘটাতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং আগামী বিকাশের পথে তাকে এগিয়ে নেওয়া।



মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

২৬ মার্চ সারা দেশের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫২তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করেছে। দিবসের শুরুতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে

পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ, ঘাঁটি ও স্থাপনায় জাতীয় কর্মসূচির সাথে মিল রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। নৌঅঞ্চলসমূহের মসজিদগুলোতে ফজর নামাজের পর শহীদদের আত্মার

মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এ ছাড়া নৌঅঞ্চলসমূহের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য নৌবাহিনীর জাহাজ উন্মুক্ত রাখা হয় এবং সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে শ্রীতিভোজ এবং হাসপাতালে রোগীদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

যথাযোগ্য মর্যাদায় ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে নৌবাহিনী। রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির শুরুতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষাশহীদদের প্রতি পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় সেনা ও বিমানবাহিনী প্রধানসহ সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। নৌঅঞ্চলসমূহের সকল জাহাজ ও ঘাঁটি যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করেছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রেখে সর্বস্তরের সামরিক কর্মকর্তা ও নাবিকগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেন। নৌঅঞ্চলসমূহের মসজিদগুলোতে ফজর নামাজের পর ভাষাশহীদদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডারগণ, সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, নাবিক এবং কর্মচারীগণ স্ব-স্ব অঞ্চলে কর্মসূচিতে অংশ নেন।

গণহত্যা দিবস পালন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালন করেছে। দিবসটি উপলক্ষে ২৫ মার্চ এশার নামাজের পর মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের রুহের মাগফিরাত

নৌঅঞ্চলের মসজিদসমূহে বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালন





বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

এবং বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে নৌবাহিনীর সকল কর্মকর্তা ও নাবিকগণ অংশ নেন। একই দিন সকালের সমাবেশে স্ব-স্ব জাহাজের অধিনায়কগণ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং নৌবাহিনী প্রধানের বাণী পড়ে শোনান এবং গণহত্যা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে নৌবাহিনীতে এক মিনিটের জন্য প্রতীকী 'ব্ল্যাকআউট' করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল জাহাজ এবং ঘাঁটিতে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে জাতির পিতার জীবনীর ওপর আলোচনা ও বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে নৌবাহিনীর সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা এবং নাবিকগণ অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ আলোচনা ও প্রামাণ্যচিত্র সকল নৌসদস্যকে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ ও

মুজিবুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় সেনা ও বিমানবাহিনী প্রধানসহ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও

খুলনা নৌঅঞ্চলে আলোচনা সভা এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। পাশাপাশি বিএন লেডিস ক্লাবের তত্ত্বাবধানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকল নৌঅঞ্চলের মসজিদগুলোতে জুমার নামাজের পর জাতির পিতার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে দিবসটি উপলক্ষে দুপুরে প্রীতিভোজেরও আয়োজন করা হয়।

নৌপ্রধানের চীন সফর

সরকারি সফরের অংশ হিসেবে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল চীন সফর করেছেন। ২৯ মার্চ তিনি চীনের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) এবং কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে নৌপ্রধানকে বিদায় জানান। সফরকালে নৌপ্রধান চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, পিএলএ নৌবাহিনী প্রধানসহ উচ্চপদস্থ নৌকর্মকর্তাগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া তিনি চীনের নেভাল লজিস্টিক একাডেমি এবং চীনের নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ পরিদর্শন করেন। নৌপ্রধানের এ সফর দুই দেশের নৌবাহিনীর বিদ্যমান পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্কে আরও জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সফর শেষে নৌপ্রধান ও এপ্রিল দেশে ফেরেন।



চীন সফরকালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধানকে গার্ড অব অনার প্রদান করে দেশটির নৌবাহিনী



নৌসদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন রাজকীয় সৌদি নৌবাহিনী প্রধান

নৌবাহিনী প্রধানের সাথে সৌদি নৌপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

চারদিনের সরকারি সফরে বাংলাদেশে আসেন রাজকীয় সৌদি নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল ফাহাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-গোফায়েলি। সফরকালে ৬ মার্চ তিনি ঢাকায় বনানী নৌসদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

করেন। নৌসদরে এসে পৌঁছলে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান তাকে স্বাগত জানান। এ সময় নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। তিনি গার্ড পরিদর্শন এবং সালাম গ্রহণ করেন। এর আগে সকালে রাজকীয় সৌদি নৌবাহিনী প্রধান শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে

শাহাদতবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে তিনি পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন।

সৌজন্য সাক্ষাৎকালে নৌবাহিনী প্রধান বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের ঐতিহ্যবাহী সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশ সফরের জন্য সৌদি নৌপ্রধানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নৌপ্রধানগণ দু'দেশের নৌসদস্যদের

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। সাক্ষাৎ শেষে সৌদি নৌপ্রধানকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনাল কার্যক্রমের ওপর ব্রিফিং করা হয়। এ সময় নৌসদরের পিএসওগণ, সফররত প্রতিনিধিদলের সদস্যরা, বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত এবং নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিকালে রাজকীয় সৌদি নৌপ্রধান ধানমন্ডি ৩২ এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এছাড়া সফরকালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামরিক উপদেষ্টা, সেনা ও বিমানবাহিনী প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সফর শেষে সৌদি নৌবাহিনী প্রধান ৮ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন

সারা দেশের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক ডকুমেন্টারি এবং ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রদর্শন করা হয়। এ সময় নৌবাহিনীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতার জীবনভিত্তিক ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীতে নৌবাহিনীর সকল স্তরের কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক সদস্যবৃন্দ





গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি 'বানৌজা শেখ হাসিনা' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিষেক গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বানৌজা শেখ হাসিনা নৌঘাঁটির কমিশনিং করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির যাত্রা শুরু পেকুয়ায়

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন ঘাঁটি হিসেবে বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী কক্সবাজারের পেকুয়া থেকে ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করল বানৌজা শেখ হাসিনা। বিগত ২০ মার্চ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০১৭ সালের ১২ মার্চ নৌবাহিনীর রণতরী বহরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম দুটি ০৩৫জি টাইপ মিং ক্লাস অ্যাটাক সাবমেরিন, বানৌজা নবযাত্রা এবং বানৌজা জয়যাত্রা কমিশনিং করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বে মর্যাদাপূর্ণ সাবমেরিন শক্তির দেশের তালিকায় ৪১তম দেশ হিসেবে অভিষিক্ত হয় বাংলাদেশ। একই দিনে সাবমেরিন দুটির সূচু পরিচালনা, নিবিড় রক্ষণাবেক্ষণ ও নিশ্চিত নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বর্তমান এবং আগামীর সাবমেরিনারদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি।





গণভবনে ঘাঁটির ছবি সংবলিত নামফলক উন্মোচন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গোপসাগরের কোলে নিরিবিবি ছোট দ্বীপ কুতুবদিয়া। দ্বীপের তিনদিকে অঁথে সাগর। একদিকে কুতুবদিয়া চ্যানেল দেশের মূলভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করেছে দ্বীপটিকে। কক্সবাজার জেলা সদর থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরবর্তী জনবিরল এলাকাটি পেকুয়া উপজেলার মগনামা ইউনিয়ন নামে পরিচিত। এখানেই প্রায় ৩৩৩ একর জায়গার ওপর বিশ্বায়কর দ্রুতগতিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে সংবেদনশীল সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন নৌঘাঁটি বানোজা শেখ হাসিনা, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি।

সাবমেরিন বহরের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপদ জেটি সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে এখানে। ছয়টি সাবমেরিন ও আটটি যুদ্ধজাহাজ যে কোনো সময়ে বার্থিং নিতে পারবে বানোজা শেখ হাসিনা ঘাঁটিতে।

ঐতিহাসিক উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২০ মার্চ উৎসবের আবহে বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত হয় বানোজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি। প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পেকুয়ার ঘাঁটিতে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানস্থলের সাথে সংযুক্ত হন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা, সম্মানিত জনপ্রতিনিধিবর্গ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, নৌ কমান্ডোবৃন্দ, দেশি-বিদেশি কূটনীতিক ও নৌবাহিনীর শীর্ষস্তরের কর্মকর্তার পাশাপাশি উর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তারা আয়োজনে অংশ নেন।

ঘাঁটির নামফলক উন্মোচন

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নৌপ্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবালের নেতৃত্বে বানোজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির সকল সাবমেরিনার নৌকর্মকর্তা ও নৌসদস্যবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সশস্ত্র সালাম প্রদান করেন।

এরপর স্বাগত বক্তব্যে নৌপ্রধান সাবমেরিন ঘাঁটি উদ্বোধনের এ দিনটিকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন হিসেবে অভিহিত করে নৌসদস্যদের মাঝে উপস্থিত হওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন তিনি। তাঁর সংগ্রামী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্জন করেছে মহান স্বাধীনতা, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের বুকে। তিনি আরো স্মরণ করেন স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা।

নৌপ্রধান বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় একটি আধুনিক নৌবাহিনী গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর হাতে কমিশনিং হওয়া বানোজা ঈসা খান ও বানোজা তিতুমির ঘাঁটি এবং তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে সংগৃহীত স্বল্পসংখ্যক রণতরী নিয়েই যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

কালের পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব আর ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষকতায় সেদিনের বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ, মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্র্যাফট, হেলিকপ্টার, সাবমেরিন, আধুনিক সমরাস্ত্র এবং সুদক্ষ নৌসেনাসমৃদ্ধ এক ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

নৌপ্রধান বলেন, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য সাবমেরিন সংগ্রহের ঘটনাটি দেশের সামরিক কৌশলগত বিবেচনা তথা নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। মূলত এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই প্রতিফলন।

সংবেদনশীল ও কৌশলগত রণতরী হিসেবে সাবমেরিনের সর্বোত্তম ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষায়িত ঘাঁটির গুরুত্ব বিবেচনায়





সাবমেরিন ঘাঁটি 'বানোজা শেখ হাসিনা' কমিশনিং অনুষ্ঠানে নৌসদস্য ও আগত অতিথিদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

বিগত ২০১৭ সালের ১২ মার্চ বানোজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতার পর গণভবন হতে ভিডিও টেলিকনফারেন্স (ভিটিসি) এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল বানোজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির অধিনায়ক কমন্ডার মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের হাতে কমিশনিং ফরমান তুলে দেন।

এরপর প্রথমবারের মতো বানোজা শেখ হাসিনা সাবমেরিন ঘাঁটির পতাকা উত্তোলন করা হয়। নৌবাহিনীর পরিভাষায় এ অনুষ্ঠানটি 'কালারস' নামে পরিচিত। এ সময় অভ্যাগত সকল অতিথি উঠে দাঁড়িয়ে এবং সকল ইউনিফর্ম পরিহিত ব্যক্তিবর্গ পতাকার প্রতি সালাম জানিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এরপর নৌবাহিনীর চিরায়ত রীতি অনুযায়ী দূরনিয়ন্ত্রিত একটি ইলেক্ট্রনিক বোতামে চাপ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বানোজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির নামফলক উন্মোচন করেন। এ সময় পেকুয়ার সাবমেরিন ঘাঁটিতে প্রথাগত রীতিমত ফিফি সাবমেরিন বানোজা নবযাত্রা ও বানোজা জয়যাত্রার ওপরিভাগে বেরিয়ে আসে সাবমেরিনের কমান্ডো নেভিগেশন পেরিস্কোপ এবং নেভিগেশন রাডার।

এর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয় বানোজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সামরিক ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় সূচিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হতে যাচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং অত্যাধুনিক সাবমেরিন ঘাঁটি।

বানোজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির কমিশনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূরাজনৈতিক এবং সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সে কারণেই তিনি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বেই ১৯৬৬ সালে তাঁর প্রণীত ঐতিহাসিক ৬-দফায় নৌবাহিনী সদর দপ্তর চট্টগ্রামে স্থানান্তরের দাবি জানিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই নৌবাহিনী আত্মপ্রকাশ করে এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে সফল অভিযান পরিচালনা করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রারম্ভিক উন্মোচনকালে বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, জাতির পিতা স্বাধীন দেশে একটি দক্ষ, শক্তিশালী ও আধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। তাঁর পরামর্শে নারায়ণগঞ্জ ড্রাইডক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯৭২ সালে প্রথম যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করে। তিনি যুগোশ্লাভিয়া ও ভারত থেকে পাঁচটি আধুনিক রণতরী সংগ্রহ করেন। ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে 'নেভাল এনসাইন' প্রদান করেন। নৌবাহিনীর বৃহত্তম প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানোজা সিসা খানসহ ৩টি ঘাঁটি এবং ৩টি জাহাজ কমিশনিং করেন। একই দিনেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বানোজা সুরমায় প্রথম নৌবাহিনীর মহড়া পরিদর্শন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় যুক্তরাজ্য হতে যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৯৮২ সালে জাতিসংঘের আনক্লজ প্রণয়নের অনেক আগেই জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে 'টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যান্ড' প্রণয়ন করেন।

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সমুদ্রআইন বিষয়ক সংবিধান, আনক্লজ, অনুস্বাক্ষর করি। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকারে আসার পর মিয়ানমার এবং ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমুদ্র সীমানা বিরোধ সমাধানের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্র এলাকার ওপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রথমবার সরকার গঠনের পর থেকেই নৌবাহিনীকে যুগোপযোগী করতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়। নৌবাহিনীর সামর্থ্য বৃদ্ধিকল্পে আমরা বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন, যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ এবং বিদ্যমান জাহাজসমূহের অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধি করি। খুলনা শিপইয়ার্ডসহ অন্যান্য শিপইয়ার্ডগুলো নৌবাহিনীকে হস্তান্তর করি। শুধু নিজেদের জন্য জাহাজ নির্মাণ নয়, তারা জাহাজ রপ্তানি করে বর্তমানে স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

২০০৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা প্রণীত প্রতিরক্ষানীতির আলোকে 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করি। সে ধারাবাহিকতায় গত ১৪ বছরে নৌবাহিনীতে ৪টি ফ্রিগেট, ৬টি করভেট, ৪টি লার্জ প্যাট্রোল ক্র্যাফট, ৫টি প্যাট্রোল ক্র্যাফট এবং ২টি ট্রেনিং শিপসহ মোট ৩১টি যুদ্ধজাহাজ সংযোজন করি। পাশাপাশি, দক্ষ কমান্ডো ও উদ্ধারকারী দল হিসেবে 'স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ' কমান্ড এবং নৌবাহিনীর অভিযোজন উইং প্রতিষ্ঠা করি।

চলমান আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে আরো দুটি নতুন মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট



বানোজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির কমিশনিং অনুষ্ঠানে অধিনায়কের হাতে কমিশনিং ফরমান তুলে দিচ্ছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

সংযোজন করেছে। তাছাড়া, দুটি ইউটিলিটি হেলিকপ্টার অচিরেই সংযোজন করা হবে। আমাদের নৌবাহিনীর জন্য খুলনা শিপইয়ার্ডে ৩টি ল্যান্ডিং ক্র্যাফট ট্যাংকের নির্মাণ কাজ চলছে। যুদ্ধজাহাজ, অস্ট্রিয়ারি জাহাজ, অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি নৌবাহিনীতে প্রতিনিয়ত সংযোজিত হচ্ছে।

২০১৭ সালের ১২ মার্চ দুটি সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ

ত্রি-মাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। একই সাথে সংবেদনশীল ও কৌশলগত রণতরী হিসেবে সাবমেরিনের সর্বোত্তম ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে একটি বিশেষায়িত ঘাঁটির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তারই প্রতিফলনস্বরূপ সাবমেরিন দুটি কমিশনের পরপর বানোজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়।

সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণের প্রথম ধাপে বিভিন্ন অবকাঠামো ও সুবিধাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঘাঁটির

উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের মধ্যে রয়েছে সাবমেরিনের বার্থিং সুবিধা, সাবমেরিনের সহায়ক অন্যান্য যুদ্ধজাহাজের বার্থিং সুবিধা, সাবমেরিন ফ্লিট হেডকোয়ার্টার্স, ট্রেনিং স্কুল ও সিমুলেশন সেন্টার এবং সাবমেরিন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার প্রাথমিক সুবিধাদি।

এছাড়া, এই ঘাঁটিতে একটি বৃহৎ ড্রাইডকের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কর্মকর্তা ও নাবিকদের বসবাসের জন্য সকল ধরনের নাগরিক সুবিধাদি

দেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি 'বানোজা শেখ হাসিনা' এর কমিশনিং অনুষ্ঠানে জয়ধ্বনি জ্ঞাপন করছেন নৌসদস্যবৃন্দ





সাবমেরিন ঘাঁটি 'বানোজা শেখ হাসিনা' কমিশনিং উপলক্ষ্যে আগত দেশি-বিদেশি অতিথিবৃন্দের সাথে কেক কাটছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে মসজিদ, স্কুল-কলেজ ও হাসপাতালসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ কার্যক্রম। নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে এই সাবমেরিন ঘাঁটি একটি আধুনিক সামরিক স্থাপনা হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার নির্দেশিত পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে, সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়। এই নীতি অনুসরণ করে আমরা প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের সকল দেশের সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট। ২০১৭ সালে প্রথম দুটি সাবমেরিনের কমিশনিং অনুষ্ঠানে আমি বলেছিলাম, “আমরা কারো সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাই না। কিন্তু যদি কেউ আমাদের আক্রমণ করে তার সমুচিত জবাব দেবার প্রস্তুতি আমাদের সবসময় থাকবে।” আমি সে কথাই আজ পুনর্ব্যক্ত করছি এবং আজ এই সাবমেরিন ঘাঁটি দেখে আমার এই প্রত্যয় আরও সুদৃঢ় হয়েছে। সেভাবেই আমরা আমাদের বাহিনীগুলো তৈরি করছি। আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তারা সব ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করুক সেটাই আমরা চাই।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বিশাল ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। সেখানে কর্তব্য পালনে তারা যেন কোনোভাবে পিছিয়ে না থাকে সেভাবেই আমরা এই বাহিনীগুলো প্রস্তুত করছি।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার গুণমাত্র সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নয়, সামরিক সদস্যদের জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিয়েছে বহুমুখী পদক্ষেপ। আমরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলাসহ সারাদেশে অবস্থিত নৌঘাঁটিসমূহে কর্মকর্তা ও

নাবিকদের জন্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ, নৌ-সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদনের সুব্যবস্থা করেছে।

সামরিক সদস্যদের সন্তানদের সর্বস্তরে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে স্থাপন করা হয়েছে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। আমি আশা করি দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নৌবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

সমুদ্র সত্তাবনা কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমুদ্র এক বিশাল সম্ভাবনার ক্ষেত্র। সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্রে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্জিত হয়েছে বিশাল এক অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র। মৎস্য সম্পদ আহরণ এবং সমুদ্রপথে মালামাল পরিবহনের প্রচলিত কর্মকাণ্ডের পরিধি বিস্তারে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বন্দরের সংখ্যা ও সক্ষমতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। প্রচলিত এসব কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সমুদ্রকে পর্যটন শিল্পের মূল আকর্ষণ, খনিজ সম্পদ ও জ্বালানির উৎস হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

সুনীল অর্থনীতির যে মূল ভাবনা আমরা গ্রহণ করেছি তাতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেসব ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে তা মূলত সমুদ্র ও সমুদ্র সংশ্লিষ্ট খাত হতে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে হলে সমুদ্র সম্পদের টেকসই ও বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কাজেই সমুদ্রসীমায় আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ

রক্ষায় নৌবাহিনীকে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটের সাথে মিল রেখে সক্ষম রাখার বিষয়ে আমরা সবসময় সচেষ্ট রয়েছি।

নৌবাহিনীর প্রয়োজন শুধু যুদ্ধকালীন সময়ে নয়, বরং শান্তিকালীন সময়েও এই বাহিনী প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে জনসাধারণের দৃষ্টিসীমার আড়ালে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক উন্নতির জন্য যে ধরনের জাহাজ, ঘাঁটি ও অস্ত্রাদির প্রয়োজন হবে আমাদের সরকার তা নিশ্চিত করবে।

সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সমৃদ্ধির সোপান ধরে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমরা দেশকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ে তুলেছি। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ এখন আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য। আর এই অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে প্রতিটি নৌসদস্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকবে এই আমার প্রত্যাশা।

সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণের প্রাক-প্রস্তুতি

জাতীয় সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় দেশের সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধিকল্পে ২০০৯ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ‘ফোর্সেস গোল ২০৩০’ এর আলোকে সুদূরপ্রসারী কর্মতৎপরতা শুরু করে সরকার।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাবমেরিন সংগ্রহের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। সাবমেরিনের জন্য দ্রুততম সময়ে নতুন একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং সে লক্ষ্যে সঠিক স্থান নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ কাজও শুরু হয়।

সমুদ্রচারী অন্যান্য জাহাজের তুলনায় সাবমেরিনের গাঠনিক এবং ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে থেকেই উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। সম্ভাব্য এলাকায় সমুদ্রতলের গভীরতা, সমুদ্র তলদেশের ভূগঠন ও স্রোতের গতিপ্রকৃতি সবই পর্যালোচনা করা হয়। যথাবিধি যাচাই-বাছাইয়ের পর বিশেষায়িত এ প্রকল্প বাস্তবায়নে চূড়ান্তভাবে স্থান নির্বাচিত হয় কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার মগনামা ইউনিয়নের কুতুবদিয়া চ্যানেল সংলগ্ন এলাকাটি।

২০১৩ সালের দিকে কুতুবদিয়া চ্যানেল ঘিরে পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটি স্থাপনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। পাশাপাশি, সাবমেরিন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে নৌকর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

২০১৪ সালে চীনের সঙ্গে দুটি সাবমেরিন ক্রয়ের চুক্তি করে বাংলাদেশ। টর্পেডো ও মাইন সজ্জিত ৭৬ মিটার দৈর্ঘ্য ও সাড়ে ৭ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট মিং ক্লাসের এ দুটি সাবমেরিন ঘটায় ১৭ নটিক্যাল মাইল গতিতে শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিনের ওপর আক্রমণ চালাতে সক্ষম। প্রতিটি সাবমেরিনের ক্রু ধারণক্ষমতা ৫৭ জন।

প্রয়োজনীয় আধুনিকায়নের পর ২০১৬ সালের ১৪ নভেম্বর চীনের দালিয়ান প্রদেশে লিয়াওয়ান শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। সাগরে নির্ধারিত মহড়ার পর ওই বছরের ২২ ডিসেম্বর সাবমেরিন দুটি বাংলাদেশে আনা হয়।

দেশে আসার পর থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন দুটি এতদিন রাখা হচ্ছিল কর্ণফুলী নদী সন্নিহিত বানৌজা ঈসা খানের নৌজেটিতে। এ নৌজেটির অদূরে দেশের ব্যস্ততম চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সংকট তৈরি হচ্ছিল। সাবমেরিন দুটি চ্যানেলে যাতায়াতকালে অন্যান্য সব জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখার প্রয়োজন হচ্ছিল।

পেকুয়াতে বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি নির্মাণের ফলে অবসান ঘটল এ সমস্যা।

তাহাড়া, ঘাঁটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার প্রাক্কালে কক্সবাজারের কাছে গড়ে ওঠা মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও এলএনজি পাওয়ার প্ল্যান্টসহ উক্ত এলাকার সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়। নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ এ ঘাঁটি নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে গণচীন সরকারের চুক্তি হয় ২০১৯ সালে। পরবর্তীতে নির্মাণ প্রকল্পের শুভ সূচনা ঘটে ২০২১ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। দেশি-বিদেশি পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় মহাকর্মযজ্ঞ। নৌসদস্যদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশাল বিরান ভূমিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে আধুনিক যোগাযোগ ও সামরিক সুবিধা সংবলিত এ নৌঘাঁটি।

নির্মাণকাজ দুই পর্বে

বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটির নির্মাণকাজ শুরু হয় দুটি পর্যায়ে। প্রথম ধাপে নির্মিত হচ্ছে সাবমেরিন ফ্লিট হেডকোয়ার্টার্স বা ডুবোজাহাজ বহরের সদর দপ্তর। পাশাপাশি নির্মিত হচ্ছে সাবমেরিন বেসিন, ঘাঁটিতে সাবমেরিনের ঢোকা ও বের হওয়ার জন্য চ্যানেল, সাবমেরিন পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ স্কুল ও সিমুলেশন সেন্টার, যুদ্ধজাহাজের বার্ষিকের জন্য জেটি সুবিধা ও বিভিন্ন ধরনের মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ। এছাড়া নৌঘাঁটির জনবলের জন্য নির্মিত হচ্ছে বাসস্থান, মসজিদ, স্কুল ও হাসপাতাল এবং অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধাদি।

সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় এ ঘাঁটি নৌবাহিনীর অপারেশনাল কার্যক্রমে গতিশীলতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি, এর ফলে নৌবাহিনীর সাবমেরিন ও যুদ্ধজাহাজগুলো দ্রুততম সময়ে সমুদ্রে গমনাগমনে সক্ষম হবে। ফলে সম্ভব হবে দেশের সুবিশাল সমুদ্রসীমায় সার্বক্ষণিক নজরদারি, অবৈধ মৎস্য

আহরণ ও চোরাচালান প্রতিরোধসহ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন

প্রত্যন্ত পেকুয়ায় বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি নির্মাণের ফলে পেকুয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত আরো উন্নত হবে। নৌবাহিনীর স্কুল কলেজ ও হাসপাতালের সুবিধা পাবে স্থানীয় জনগণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের ফলে এ অঞ্চলে অবকাঠামো নির্মাণ ও শিল্পোন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আগামীর প্রত্যয়

বঙ্গোপসাগরের নিকস অঞ্চলকারে প্রতিনিয়ত অবিরাম টহলদারি করে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন দুটি; পাহারা দিয়ে রাখছে সাগরের জানা-অজানা সম্পদ। বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার অত্যন্ত প্রহরী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নৌবহরে প্রথম এ দুটি সাবমেরিন যুক্ত হওয়ার সুবাদে ইতিমধ্যে সূচিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের অতল গহ্বরে বাংলাদেশের কার্যকর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যুগ।

সে প্রেক্ষাপটে বানৌজা শেখ হাসিনার দুর্ভেদ্য এ ঘাঁটি আগামী দিনে নৌবাহিনীর সাবমেরিন বহরের নিরাপদ আশ্রয়স্থলের পাশাপাশি হয়ে উঠবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিনারদের প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সুরক্ষায় এবং সমুদ্র উপকূলের পাশাপাশি অতল সাগররাজ্যে বৃদ্ধি পাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পদচারণা।

বানৌজা শেখ হাসিনা নৌঘাঁটি কমিশনিংয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করল। এক নবদিগন্তের সূচনা ঘটল দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়। আরো একটু সুগম হলো ২০৪১ সালের মধ্যে স্বনির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথ।

সাবমেরিন ঘাঁটি 'বানৌজা শেখ হাসিনা'
কমিশনিং উপলক্ষ্যে প্যারেডে অংশগ্রহণরত
নৌসদস্যদের একাংশ



আটলান্টিক মহাসাগর ছিল অতীতের মহাসাগর,
প্রশান্ত মহাসাগর বর্তমানকালের, আর
ভারত মহাসাগর হচ্ছে আগামী দিনের মহাসাগর।

নৌ-সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল

অথৈ জলধি একদিকে ব্যবধান তৈরি করে, মিলনের সেতুবন্ধনও সে গড়ে অন্যদিকে। সুদূর অতীত থেকে দূরতীক্রম্য সাগর পাড়ি দিয়েছে দুঃসাহসী নাবিকেরা। যোজন দূরত্বে অবস্থিত ভিনদেশি-ভিনভাষী জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন গড়ে দিয়েছে সাগর। ভূগাঠনিক কালক্রমে বিশ্বের কনিষ্ঠতম মহাসাগর, ভারত মহাসাগর। এ অঞ্চলে লিটোরাল দেশগুলোর মধ্যকার নৌসহযোগিতার গুরুত্ব নিয়েই এ অবতারণা।

তিন তিনটি মহাদেশের উপকূল ছুঁয়ে বিরাজ করছে ভারত মহাসাগর। এর তীর রেখাজুড়ে আছে ৫৬টি দেশ। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ এই মহাসাগরের অতলে মজুত রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম তেলের ভাণ্ডার।

অথৈ জলধি একদিকে ব্যবধান তৈরি করে, মিলনের সেতুবন্ধনও সে গড়ে অন্যদিকে। সুদূর অতীত থেকে দূরতীক্রম্য সাগর পাড়ি দিয়েছে দুঃসাহসী নাবিকেরা। যোজন দূরত্বে অবস্থিত ভিনদেশি-ভিনভাষী জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন গড়ে দিয়েছে সাগর। ভূগাঠনিক কালক্রমে বিশ্বের কনিষ্ঠতম মহাসাগর, ভারত মহাসাগর। এ অঞ্চলে লিটোরাল দেশগুলোর মধ্যকার নৌসহযোগিতার গুরুত্ব নিয়েই এ অবতারণা।

তিনটি মহাদেশের উপকূল ছুঁয়ে বিরাজ করছে ভারত মহাসাগর। এর তীর রেখাজুড়ে আছে ৫৬টি দেশ। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ এই মহাসাগরের অতলে মজুত রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম তেলের ভাণ্ডার।

ভারত থেকে কোরিয়া অবধি বিস্তৃত ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলটি এ সময়ে বিবেচিত হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে। কিন্তু এই সম্ভাবনাটি জন্ম দিচ্ছে দুটি বিপরীতমুখী পরিস্থিতির। একটি হচ্ছে, সুপ্ত সম্ভাবনা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে দেশগুলো সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে; অন্যদিকে সুপ্ত সম্ভাবনা নিজের কুক্ষিগত করতে অবিশ্বাস ও অনাস্থা নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতে পারে দেশগুলো। নিঃসন্দেহে, এই সংশয় কাটিয়ে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (আইওআর) নৌসহযোগিতার শক্তিশালী অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হলে উপকৃত হবে উপকূলীয় (লিটোরাল) প্রতিটি দেশ।

আঞ্চলিক কিংবা অধি-আঞ্চলিক নৌসহযোগিতার কোনোটাই সম্ভব নয় এর নেপথ্যের রাজনৈতিক

সদিচ্ছা কিংবা আইনগত ভিত্তি ব্যতিরেকে। বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক নৌসহযোগিতার সাংবিধানিক ভিত্তি হিসেবে ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন ল অব দ্য সি (আনকনজ) প্রণয়ন করেছে জাতিসংঘ। এ ধারাবাহিকতায় বিগত সময়ে অসামরিক হুমকি মোকাবিলার ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে আঞ্চলিক নৌসহযোগিতার।

সাগরে তেলের নিঃসরণের দরুন তৈরি হওয়া দূষণের হুমকি, অবৈধ অভিবাসন, চোরাচালান, সশস্ত্র দস্যুতা, যোগাযোগের নিরাপত্তা, সম্পদের সমন্বয়-এসবের কোনোটারই সৃষ্ট ব্যবস্থাপনা একক কোনো দেশের পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রতিটি দেশকে এগিয়ে আসতে হবে। উপকূলীয় দেশগুলোর নৌবাহিনীর মধ্যে

নৌসহযোগিতার মনোভাব এবং আস্থার সম্পর্ক তৈরি হলেই একমাত্র সম্ভব হবে এতদাঞ্চলের সামগ্রিক নৌনিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এ প্রেক্ষাপটে আমাদের আশু করণীয় হবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপকূলীয় দেশগুলোর মধ্যে নৌসহযোগিতার একটি বলিষ্ঠ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা, তার সম্প্রসারণ ও বিস্তার ঘটাতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং আগামী বিকাশের পথে তাকে এগিয়ে নেওয়া।

বৈশ্বিক ভূরাজনীতিতে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল যে একটি কৌশলগত বিশেষ অবস্থান দখল করে আছে, এর নেপথ্যে বেশকিছু কারণ রয়েছে। সেগুলোর ওপর একবার আলোকপাত করা যাক এবার-

১. বিশ্বের মোট ভূভাগের চার ভাগের এক ভাগ মাত্র পড়েছে এ অঞ্চলে, যদিও এখানেই বসবাস বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের।

২. বিশ্বের কৌশলগত মোট কাঁচামালের ৬৫ ভাগ, মোট গ্যাসের ৩১ ভাগ এবং মোট তেলের অর্ধেক সঞ্চিত রয়েছে এখানে।

৩. ৫৬টি উপকূলীয় দেশ রয়েছে ভারত মহাসাগরের পরিসীমা বরাবর, যেসব দেশের অধিকাংশই উন্নয়নশীল।

৪. সন্ধাসের চারগভূমি হিসেবে পরিচিতি রয়েছে এ অঞ্চলের।

৫. বিশ্বের মোট প্রাকৃতিক দুর্যোগের ৭০ শতাংশই ঘটে এই অঞ্চলে।

ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব

ভারত মহাসাগর বিশ্বের মহাসাগরগুলোর মধ্যে যদিও তৃতীয় বহুতম, তথাপি ভূরাজনৈতিক, ভূকৌশলগত এবং ভূঅর্থনৈতিক মূল্য বিবেচনায় এর গুরুত্ব সর্বাধিক। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের তীরবর্তী দেশগুলোতে বসবাস করে বিশ্বে জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ, বিশ্বের মোট তেল, লোহা, টিন এবং খনিজ সম্পদের চার ভাগের তিন ভাগ।

ভারত মহাসাগরের উপকূলীয় মাত্র ১০টি দেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিশ্বের মোট তেলসম্পদের ৬৫ ভাগ।

আন্তর্জাতিক শিপিং বাণিজ্যের 'ট্রানজিট লাউঞ্জ' হিসেবে ভূমিকা পালন করে ভারত মহাসাগর। বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সি লাইনস অব কমিউনিকেশন (স্লক) চলে গেছে এই ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে।

প্রতি বছর ভারত মহাসাগর ও সংলগ্ন নৌপথ ধরে যাতায়াত করে এক লাখের বেশি জাহাজ। বৈশ্বিক বাণিজ্যের ৩০ ভাগ এবং বিশ্বের মোট কনটেনার ট্রাফিকের অর্ধেক পরিবাহিত হয় এ মহাসাগরের বুকের ওপর দিয়ে।

এখানেই পড়েছে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চোক পয়েন্টগুলো, যেমন-হরমুজ প্রণালী, মালাক্কা প্রণালী এবং বাবেল মান্দেব। এই চোক পয়েন্টগুলো যেহেতু বৈশ্বিক বাণিজ্য এবং জ্বালানী প্রবাহের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এগুলোর ওপর



আন্তর্জাতিক শিপিং বাণিজ্যের 'ট্রানজিট লাউঞ্জ' হিসেবে ভূমিকা পালন করে ভারত মহাসাগর। বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সি লাইনস অব কমিউনিকেশন (স্লক) চলে গেছে এই ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে

নজরদারির স্বার্থেই অধি-আঞ্চলিক নৌবাহিনীর উপস্থিতি বেড়েছে ভারত মহাসাগরে।

ভারত মহাসাগরীয় স্লকের ওপর নির্ভরশীল চীন, জাপান, ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশ। সমুদ্রসম্পদের সম্ভাব্যহারে এর লিটোরাল দেশগুলোর গৃহীত বিবিধ উদ্যোগের মাঝে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে সুনীল অর্থনীতির ধারণা। অন্যদিকে, অপ্রথাগত হুমকি বেড়েছে এ অঞ্চলে। বিদেশি শক্তির উপস্থিতি বেড়েছে, যদিও তাতে শান্তি ও স্থিতি নিশ্চিত হয়নি ভারত মহাসাগরে। বরং ভারত মহাসাগর এখনো পরিগণিত হয় বিশ্বের অন্যতম সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে।

ভারত মহাসাগরে অপ্রথাগত হুমকি

বহুমাত্রিক ও জটিল নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একাধিক অপ্রথাগত হুমকির মুখে রয়েছে ভারত মহাসাগর। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. জলদস্যুতা ও জাহাজে ডাকাতি : বিশ্বজুড়েই সমুদ্র পরিবেশে অন্যতম হুমকি জলদস্যুতা। কিছুদিন আগেও বৈশ্বিক বাণিজ্যে এক প্রকার টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছিল সোমালিয়ার সাগরে বাণিজ্য জাহাজে অস্ত্রধারী জলদস্যু হামলা।
২. অস্ত্রবাণিজ্য এবং মাদক ব্যবসা : চোরাচালান এবং অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচার জন্য কুখ্যাত 'গোন্ডেন ক্রিসেন্ট' এবং 'গোন্ডেন ট্রায়ান্সল' এই ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই অবস্থিত।
৩. মানব পাচার ও অবৈধ অভিবাসন।
৪. সমুদ্র অঞ্চলে সন্ত্রাসী তৎপরতা।
৫. আইইউইউ ফিশিং বা অবৈধ মৎস্য আহরণ।
৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নৌদুর্ঘটনা।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নৌসহযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে করণীয়

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে উপকূলীয় দেশগুলোর উচিত হবে পারস্পরিক নৌসহযোগিতা বাড়াতে এখনই তৎপর হওয়া। এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য বিষয়বালির মধ্যে থাকতে পারে দৃশ্যমুক্ত সমুদ্র নিশ্চিত করা, সমুদ্রসম্পদের সম্ভাব্যহার, সমুদ্র শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সমুদ্র বাণিজ্যের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এর আলোকে সহযোগিতার নীতিমালা এবং ক্ষেত্রসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো :

নৌসহযোগিতার ধারণা

সমুদ্র অঞ্চলে সামরিক গুরুত্ববহ যেকোনো ধরনের সহযোগিতামূলক উদ্যোগই নৌসহযোগিতার আওতাভুক্ত। একে নিম্নমাত্রা, মধ্যমাত্রা এবং উচ্চমাত্রার সহযোগিতা হিসেবে বিভাজন করা চলে।

নিম্ন মাত্রার নৌসহযোগিতার মধ্যে পড়ে আস্থা নির্মাণমূলক কার্যক্রম, যেমন-জাহাজ পরিদর্শন, ফ্লিট রিভিউ, দুই দেশের বাহিনীর সদস্য বিনিময়, দুটি নৌবাহিনীর মধ্যে আলোচনা এবং বহুপক্ষীয় নৌ-সম্মেলন।

মধ্যম মাত্রার কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে আরও উচ্চাভিলাষী কার্যক্রম, তথ্য/গোপন তথ্য বিনিময়, যৌথ ডকট্রিন প্রতিষ্ঠা, অনুশীলন ও শান্তিকালীন কার্যক্রমের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রণয়ন করা, দ্বিপক্ষীয় চুক্তি, জলদস্যুতা বিরোধী অভিযান এবং মেরিটাইম গবেষণার ক্ষেত্রে নৌসহযোগিতা।

উচ্চপর্যায়ের নৌসহযোগিতা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কো-অপারেটিভ মেরিটাইম সার্ভেল্যান্স কার্যক্রমের যৌথ মহড়া, আঞ্চলিক নৌবাহিনী প্রস্তুত রাখা,



বিশ্বজুড়েই সমুদ্র পরিবেশে অন্যতম হুমকি জলদস্যুতা। কিছুদিন আগেও বৈশ্বিক বাণিজ্যে এক প্রকার টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছিল সোমালিয়ার সাগরে বাণিজ্য জাহাজে অস্ত্রধারী জলদস্যু হামলা

কো-অপারেটিভ সি লাইনস অব কমিউনিকেশন (স্লক) সুরক্ষা এবং মাইন প্রতিরোধী কার্যক্রম

ভারত মহাসাগরে নৌসহযোগিতার নীতিমালা

১. সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্যবহার।
২. সমুদ্র বিষয়ে জাতীয় সামর্থ্য প্রতিষ্ঠা।
৩. সকল উপকূলীয় দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

ভারত মহাসাগরে নৌসহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

১. জলদস্যুতা নিয়ন্ত্রণ।
২. দূষণ নিয়ন্ত্রণ।
৩. অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্য।
৪. মাদক চোরাচালান।
৫. জৈব ও অজৈব প্রাণিসম্পদ।
৬. সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।
৭. মেরিন পরিবেশ।
৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।
৯. নজরদারি ও সমুদ্র প্রহরা।

সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য, সেটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যকার অভিন্ন স্বার্থসমূহ চিহ্নিত করা। এ বিষয়ে নিচের ক্ষেত্রগুলো বিবেচনার মধ্যে নেওয়া যেতে পারে :

১. যৌথ অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম।
২. যৌথ জলদস্যু-প্রতিরোধী টহল ও কার্যক্রম।
৩. অ্যাসিমিট্রিক আন্তঃসীমান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যৌথ/বহুজাতিক বাহিনী।
৪. তথ্য বিনিময়।
৫. সি লাইনস অব কমিউনিকেশন (স্লক) সুরক্ষায় যৌথ অভিযান।

৬. যৌথ/বহুজাতিক দুর্যোগ ও ত্রাণ কার্যক্রম
৭. যৌথ পরিবেশ সুরক্ষা/নজরদারি কার্যক্রম
৮. মানবিক সহায়তা
৯. সমুদ্রবিজ্ঞান গবেষণা/ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ
১০. কারিগরি সহযোগিতা ও সামর্থ্য নির্মাণ কার্যক্রম
১১. প্রশিক্ষণ ও শিক্ষণ
১২. কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজারস (সিবিএম) (আস্থা নির্মাণ পদক্ষেপ) :
- ক. জৈব ও অজৈব প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় উপকূলীয় দেশগুলোর মধ্যে বহুপক্ষীয় বৈঠক।
- খ. বন্দর পরিদর্শন এবং নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া।
- গ. স্লক এবং মেরিটাইম নিরাপত্তার জন্য মেরিটাইম নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ও তথ্য বিনিময়।
- ঘ. মেরিন পরিবেশ সুরক্ষায় আঞ্চলিক মেরিটাইম কাউন্সিল গঠন।
- ঙ. আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি সামরিক ও অসামরিক মেরিটাইম গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা।

মেরিটাইম সহযোগিতার সুফল

১. নৌবাহিনীগুলোর মধ্যে ইন্টার-অপারেবিলিটি প্রতিষ্ঠা করে।
২. সামর্থ্য বৃদ্ধি করে।
৩. সক্ষমতা বিনিময় করে।
৪. নৌবাহিনীগুলোর মধ্যে আস্থার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।
৫. ব্যবধান ও বিভেদ বিলোপ করে।
৬. মেরিটাইম নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে।
৭. আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

কার্যকর সহযোগিতার ক্ষেত্রে

চ্যালেঞ্জসমূহ

বিশ্বব্যাপী কার্যকর নৌসহযোগিতার ক্ষেত্রে যেসব ইস্যু চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়, সেগুলো হচ্ছে :

১. অনাস্থা

উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবল ভারতকেন্দ্রিকতা সমন্বিত অগ্রগতির সামনে এক ধরনের বাধাস্বরূপ। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের বড়ভাই-সুলভ আচরণের দরুন অনুরূপ অবিশ্বাসের পরিবেশ জন্ম নেওয়ার অন্যান্য উদাহরণ রয়েছে প্রচুর। এর দরুন ক্ষুদ্র প্রতিবেশীকুলের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরি হয়। এসবের বাইরে সাবেক ঔপনিবেশিক মানসিকতা, জাতিসত্তা, ধর্মীয় আবেগ ইত্যাদিও কখনো কখনো অবিশ্বাস ও বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. পেশি প্রদর্শনী

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পরাশক্তির সাম্প্রতিক একচ্ছত্র মহড়ার দরুন এতদাঞ্চলে সব ধরনের শান্তি ও স্থিতির সম্ভাবনা হুমকির মুখে পড়েছে। এছাড়া ভারত-পাকিস্তান বৈরিতার পরিণতিতে অতীতে প্রকাশ্য এবং গোপন, উভয় ধরনের সংঘাতে জড়িয়েছে উভয়পক্ষ।

সহযোগিতার ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয়

নৌসহযোগিতার পূর্বশর্তাবলির অন্যতম হচ্ছে-

১. কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজারস (সিবিএম)

সিবিএমের মাধ্যমে দুটি রাষ্ট্র পরস্পরের আরও কাছাকাছি আসার সুযোগ লাভ করবে। ইরানের রাজধানী তেহরানে সম্প্রতি শেষ হওয়া আইওআর-আইআরসি সম্মেলনেও মেরিটাইম নেতৃত্বের মুখে শোনা গেছে এই আহ্বান।

২. বহুপাক্ষীয় বৈঠকের মাধ্যমে উষ্ণ সম্পর্কের সূচনা

উপযুক্ত এজেন্ডা নির্ধারণের লক্ষ্যে উদ্যোগী হওয়ার এখনই প্রকৃষ্ট সময়। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সংলাপ ও মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ তৈরি হবে। উদাহরণ হিসেবে এখানে উত্তর এশীয় দেশগুলোর কথা বলা যেতে পারে। এসব দেশ এ জাতীয় মেরিটাইম বৈঠক আয়োজনের মধ্য দিয়েই একপর্যায়ে ‘কাউন্সিল ফর সিকিউরিটি কো-অপারেশন ইন এশিয়া প্যাসিফিক (সিএসক্যাপ)’ এবং ‘ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক নেভাল সিম্পোজিয়াম (ডব্লিউপিএনএস)’ প্রতিষ্ঠা করে।

৩. জোট গঠন

মেরিটাইম সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরেকটি কার্যকর পদক্ষেপের নাম জোট গঠন।

৪. নৌবাহিনী পর্যায়ে সহযোগিতা

সামরিক পর্যায়ে যোগাযোগ, বহুজাতিক বন্দর পরিদর্শন, প্রশিক্ষণের জন্য সদস্য-বিনিময় কার্যক্রম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বিস্তারের পথ উন্মোচিত হতে পারে।

৫. বহুজাতিক মহড়া এবং ফ্লিট রিভিউ

নৌবাহিনীগুলোর মধ্যে আস্থা নির্মাণের অন্যতম কার্যকর মাধ্যম বহুজাতিক ফ্লিট রিভিউ আয়োজন করা। সম্প্রতি প্রথমবারের মতো একটি ফ্লিট রিভিউ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। তাছাড়া একই ধরনের বহুজাতিক মহড়াগুলোতেও নিয়মিত অংশগ্রহণ রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর; যেমন-‘লিমা’ নামে মালয়েশিয়ার ফ্লিট রিভিউ, আন্দামান সাগরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় নৌবাহিনীর আয়োজিত ‘মিলান’ মহড়া এবং আরব সাগরে অনুষ্ঠিত ‘আমান’ অনুশীলন।

বাংলাদেশের প্রাপ্তি

১. জলদস্যুতা প্রতিরোধ

এতদাঞ্চলে জলদস্যুর উপদ্রব এক জটিল সংকট হয়ে বিরাজ করেছে দীর্ঘকাল। সম্প্রতি পরিস্থিতির ব্যাপক

উন্নতি ঘটেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের কারণে। তবে চূড়ান্ত সাফল্য পেতে হলে আমাদের সমুদ্রবন্দরে, বহিনৌঙরে কিংবা বঙ্গোপসাগরে সব ধরনের চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধে শতভাগ সাফল্য অর্জন করতে হবে।

২. অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতার (এসএআর) সমন্বয়

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) বঙ্গোপসাগরের উত্তরপ্রান্তবর্তী অংশে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে ভূমিকা পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে বাংলাদেশের হাতে। আমাদের ওপর অর্পিত এ গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাকর দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে আমাদের।

৩. মেরিটাইম সংস্থাগুলোর মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা

বঙ্গোপসাগরে বিবিধ ধরনের দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে এ মুহূর্তেও সক্রিয় রয়েছে ৫৫টি দেশ-বিদেশি সংস্থা এবং সরকারের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়। অভিন্ন স্বার্থসাপেক্ষে এই সকল সংস্থাগুলোকে একটিমাত্র ছাতার নিচে আনা সম্ভব হলে তাদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ।

৪. আঞ্চলিক ফোরামে সরব হওয়া

সমুদ্রবিষয়ক আঞ্চলিক ফোরামসমূহে সমুদ্র সংক্রান্ত সমস্যা ও তা নিরসনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আরও সরব হতে হবে আমাদের। উন্নত দেশগুলো এক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে অনেকটা পথ। প্রয়োজনে এসব দেশের নিকট থেকে আমরা কাঙ্ক্ষিত পরামর্শ ও সহযোগিতা পেতে পারি।

শেষ কথা

এক মেরুকেন্দ্রিক বর্তমান বিশ্বে অদলবদল ও পরিবর্তনের ধারা অতিক্রম করছে বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্র সহযোগিতার ক্ষেত্রে এই ‘রিয়েল পলিটিক’ উপেক্ষা করে থাকাটা অসম্ভব। সমুদ্র সংক্রান্ত আইন

প্রবর্তনের ফলশ্রুতিতে বহুমাত্রিক প্রাপ্তির পথ খুলে গেছে সমুদ্র উপকূলীয় ‘লিটোরাল’ দেশগুলোর সামনে। এর দরুন আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটেও রেষ্ট্রিগুলোর মধ্যে সেটি লিটোরাল কিংবা ল্যান্ডলকড যেমনই হোক না কেন, সহযোগিতা বৃদ্ধির নতুন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। ভারত মহাসাগরে তেমনি অজস্র ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে বিস্তৃত হতে পারে এ নৌসহযোগিতা; যেমন-সুনামি সংকেত, সমুদ্রবিজ্ঞান, সমুদ্র পরিবেশ, জৈব এবং অজৈব সম্পদ ইত্যাদি।

অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যু থাকা সত্ত্বেও ভারত মহাসাগরে আঞ্চলিক সহযোগিতা সুসংহত করার ক্ষেত্রে বিবিধ সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে এখনও। কোনো একটি দেশের পক্ষে এককভাবে এর সুরাহা সম্ভব নয়; ভারত মহাসাগরের, বিশেষত বঙ্গোপসাগরের অন্যতম লিটোরাল দেশ হিসেবে নৌসহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারের এক অনন্য দায় রয়েছে বাংলাদেশেরও।

সমুদ্র থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখলে চলবে না, বরং সমুদ্রসম্পদ এবং মানুষের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে নতুন সেতুবন্ধ। আর সে লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সমুদ্র সংক্রান্ত অবকাঠামোসমূহ সক্রিয় করে তোলা এবং এক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই সক্রিয় সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি কার্যকর সংহতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

নৌবাহিনীগুলোর মধ্যে আস্থা নির্মাণের অন্যতম কার্যকর মাধ্যম বহুজাতিক ফ্লিট রিভিউ (আইএফআর) আয়োজন। সম্প্রতি বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রথমবারের মতো আইএফআর-২০২৩ আয়োজন করে, যা দেশে-বিদেশে নৌবাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের বাজার হবে জাহাজনির্মাণ খাত



➤ অবসরে গেল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাবমেরিন

রুশ নৌবাহিনী সম্প্রতি তাদের নর্দার্ন ফ্রিটে থাকা পারমাণবিক শক্তিচালিত টাইফুন-ক্লাস ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন (এসএসবিএন) 'দিমিত্রি দনস্কয়' (টি-২০৮)-এর ডিকমিশনিং সম্পন্ন করেছে। এটি ছিল রাশিয়ার ছয়টি টাইফুন-ক্লাস সাবমেরিনের সর্বশেষ সাবমেরিন। একই সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম ডুবোজাহাজ ছিল এটি।

রাশিয়ার প্রজেক্ট ৯৪১ আকুলার অধীনে দিমিত্রি দনস্কয়কে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের প্রথম স্ট্র্যাটেজিক নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিন ছিল এটি। ১৯৮১ সালের ২৯ ডিসেম্বর এর কমিশনিং করা হয়। ডিকমিশনিংয়ের পর এখন সাবমেরিনটিকে সেভারোডভিনস্ক নৌঘাঁটিতে নিয়ে সেখানে একই প্রজেক্টের আরও দুটি সাবমেরিনের সঙ্গে সেটিকে রিসাইকেল করা হবে।

➤ প্রথম নারী ক্যারিয়ার পাইলট নিয়োগ দিয়েছে চীন

নিজেদের ক্যারিয়ার এডিশ্যন কর্মসূচির অধীনে প্রথমবারের মতো একজন নারী পাইলটকে নিয়োগ দিয়েছে চীনের পিপল'স লিবারেশন আর্মি নেভি। চীনা নৌবাহিনীর ক্যারিয়ার পাইলট হওয়ার শর্ত হলো, প্রার্থীর বয়স ২৪ বছরের নিচে, অবিহাতি, শরীর ট্যাটুবিহীন ও কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্গত হতে হবে।

এতদিন নিজেদের ক্যারিয়ার পাইলট প্রোগ্রামে কেবল সামরিক একাডেমিগুলো থেকে উত্তীর্ণ স্নাতকদেরই নিয়োগ দিত চীনা নৌবাহিনী। এবারই প্রথম কোনো অসামরিক কলেজের গ্র্যাডুয়েটকে আবেদনের সুযোগ দিল তারা। এই পরিবর্তনের সঙ্গে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে প্রথমবারের মতো কোনো নারীর পাইলট হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার ঘটনা।

➤ অ্যান্টওয়ার্প, রটারডাম দিয়ে মাদক চোরাচালান বেড়েছে

ইউরোপের বৃহত্তম বন্দর নেদারল্যান্ডসের রটারডাম। আর দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর হলো বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প। ইউরোপের এ দুটি শীর্ষ বন্দর এখন মাদক, বিশেষ করে কোকেন চোরাচালানের বড় গেটওয়ে হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালে অ্যান্টওয়ার্প বন্দরে রেকর্ড ১১০ টন কোকেন জব্দ করেছে কর্তৃপক্ষ। একই সময়ে রটারডামে জব্দ হয়েছে ৫০ টন কোকেন। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, কোকেনের বৈশ্বিক উৎপাদনের প্রায় ৫ শতাংশ কেবল এই দুটি বন্দরেই জব্দ করা হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, লাতিন আমেরিকার সঙ্গে দারুণ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও ইইউতে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থানের কারণেই এই দুটি বন্দর বেশি ব্যবহার করে মাদক কারবারিরা।

যুদ্ধজাহাজসহ অন্যান্য নৌ-জাহাজের বৈশ্বিক বাজার ২০৩০ সাল নাগাদ ৬ হাজার ৫৮০ কোটি ডলারে উন্নীত হবে। বর্তমানে এই বাজারের আকার ৪ হাজার ৪২০ কোটি ডলার। এক দশকের এই প্রবৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেবে দেশীয়ভাবে নৌ-জাহাজ তৈরির কর্মসূচি। গ্লোবালডেটার সাম্প্রতিক 'দ্য গ্লোবাল নেভাল ভেসেল অ্যান্ড সারফেস কম্বাট্যান্টস মার্কেট ২০২৩-২০৩৩' শীর্ষক বাজার গবেষণা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে দেশে নৌশক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে বহুরের আধুনিকায়নের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া পুরনো নৌ-জাহাজগুলোকেও প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। এসব কার্যক্রমের কারণে

আগামী দশ বছরে বাজারের আকার উল্লেখজনকভাবে বাড়বে।

গত বছর নিজেদের দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী 'আইএনএস বিক্রান্ত'-এর কমিশনিং করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী। বিক্রান্তের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এই প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে নির্মিত কোনো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার পেল ভারত। কেবল ভারতই নয়, তাদের পাশাপাশি ব্রাজিল, তুরস্ক ও অস্ট্রেলিয়ার মতো উদীয়মান নৌশক্তিগুলোও দেশীয়ভাবে জাহাজ নির্মাণের সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে।

টেরিটোরিয়াল জলসীমা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও নির্বিচারে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ উপকূলীয় দেশগুলোর জন্য সমুদ্র নিরাপত্তা জোরদারকরণের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে। এগুলো নৌজাহাজের বাজারকে চাপা করতে নিয়ামক ভূমিকা রাখবে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

গ্লোবালডেটার অ্যারোস্পেস অ্যান্ড ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েট অ্যানালিস্ট বিনায়ক আর কামাথ বলেছেন, 'নৌ-প্রতিরক্ষা খাতকে শক্তিশালী করা এবং আমদানির ওপর থেকে নির্ভরতা কমাতে দেশীয়ভাবে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ

কার্যকর ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে স্থানীয় ইয়ার্ডগুলো যুদ্ধজাহাজে নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন কার্যকর ফিচার যোগ করা এবং সম্পূর্ণ জীবৎকালে এতে থাকা উইপন সিস্টেমের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা অর্জন করে।'

নিজস্ব সক্ষমতা অর্জনে দেশগুলোর সাফল্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তুরস্কের উদাহরণ দিয়ে কামাথ বলেন, 'জাতীয় যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ কর্মসূচির (এমআইএলজিইএম) অধীনে তুরস্ক এখন প্রায় সব ধরনের জাহাজই দেশে নির্মাণ করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আমরা ভারত, চীন, অস্ট্রেলিয়াসহ কয়েকটি দেশকে সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে নৌ-জাহাজ নির্মাণের একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করতে দেখেছি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী এক দশকে নৌ-জাহাজ নির্মাণ খাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে ফ্রিগেট নির্মাণ। যুক্তরাষ্ট্রের কনস্টেলেশন-ক্লাস, অস্ট্রেলিয়ার হান্টার-ক্লাস ও কানাডার টাইপ ২৬ ফ্রিগেট কর্মসূচি এই খাতের প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে গ্লোবালডেটা জানিয়েছে।

গিনি উপসাগরে আটক জলদস্যুদের বিচারের আওতায় আনার উদ্যোগ ক্যামেরুনের

বিভিন্ন সময়ে উপকূলীয় দেশগুলোর জলসীমায় জলদস্যুদের আটক করা হলেও উপযুক্ত আইনের অভাবে মাঝেমধ্যেই তারা ছাড়া পেয়ে যায়। এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে তাদের সমুদ্র নিরাপত্তা আইন সংস্কার করতে বলেছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। এর মাস ছয়েকের মধ্যে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করল ক্যামেরুন, যেটি গিনি উপসাগরে তাদের জলসীমায় আটক জলদস্যুদের বিচার এবং জাহাজগুলোর সাধারণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে।

ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট পল বিয়া গত ২৭ ডিসেম্বর আইনটিতে স্বাক্ষর করেন। গিনি উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে ক্যামেরুন হলো দ্বিতীয় রাষ্ট্র, যারা জলদস্যুতা ও অন্যান্য সামুদ্রিক অপরাধ দমনে একটি জাতীয় আইনি পরিকাঠামো চালু করল। এর আগে নাইজেরিয়া ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো একই ধরনের একটি আইন চালু করে।

অবশেষে আন্তর্জাতিক জলসীমার পরিবেশগত সুরক্ষায় এক হচ্ছে বিশ্ব



দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের আলোচনার মধুর সমাপ্তি হতে চলেছে। গভীর সাগরে আন্তর্জাতিক জলসীমার বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষায় অবশেষে কোমর বেঁধে নামছে পুরো বিশ্ব। জাতিসংঘের ইন্টারগভর্নমেন্টাল কনফারেন্স (আইজিসি) অন মেরিন বায়োডাইভার্সিটি অব এরিয়াজ বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশনের সাম্প্রতিক বৈঠকে এ-বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে একমতত্ব পৌঁছেছে সদস্য দেশগুলো।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি-৩ মার্চ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল আইজিসির পঞ্চম সেশনের দ্বিতীয় দফার

আলোচনা। এতে একটি হাই সিজ ট্রিটি গ্রহণে সম্মতি দেয় দেশগুলো। পরের দিন ৪ মার্চ 'বায়োডাইভার্সিটি বিয়ন্ড ন্যাশনাল জুরিসডিকশন (বিবিএনজে)' শীর্ষক এই চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। চুক্তিটির আওতায় ২০৩০ সাল নাগাদ পৃথিবীর ৩০ শতাংশ মহাসাগর সংরক্ষিত ঘোষণা করা হবে।

আইএসজির পঞ্চম সেশন এখনো শেষ হয়নি। ৩ মার্চের বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তি গ্রহণের লক্ষ্যে সেশনটি মূলতবি ঘোষণা করা হয়। সাধারণ পরিষদ আগামী ১৯ ও ২০ জুন এই সেশনের আলোচনা চালিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাসচিবের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। আইসিজির সভাপতির সঙ্গে আলোচনার পর তারিখটি চূড়ান্ত করা হবে।

বৈঠক শেষে আইজিসির সভাপতি রেনা লি বলেন, 'অবশেষে আমাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হলো'। গ্রিন পিসের পরামর্শক লরা মেলার বলেন, 'জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এটি একটি ঐতিহাসিক দিন।'

সাগরে জলদস্যুতা পরিস্থিতির উন্নতি, নজরদারি অব্যাহত রাখার আহ্বান আইএমবি



২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে সামুদ্রিক জলদস্যুতা ১২ দশমিক ৮৮ শতাংশ কমেছে। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরোর (আইএমবি) সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে। এই সুখবর দেওয়ার পাশাপাশি গত বছর অর্জিত অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য নজরদারি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছে আইএমবি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে জলদস্যুতার ঘটনার সংখ্যা কমার পাশাপাশি ভয়াবহতাও কমেছে। আলোচ্য সময়ে সশস্ত্র হামলা, অপহরণ, হাইজ্যাকিংয়ের ঘটনা অনেকটাই কম ছিল। ২০২২ সালে জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতির মোট ১১৫টি ঘটনা ঘটেছে। ২০২১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৩২টি। অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় ২০২২ সালে জলদস্যুতা কমেছে ১২ দশমিক ৮৮

শতাংশ। অগ্রগতি আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে, যখন জানা যাবে যে ২০২০ ও ২০১৮ সালে জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেছিল প্রায় ২০০টি।

গত বছর মোট ঘটনার দুই-তৃতীয়াংশ ঘটেছে পাঁচটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে, বিশেষ করে সিঙ্গাপুরের আশপাশের জলসীমায়। আইএমবি জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বিশেষ করে সিঙ্গাপুর প্রণালী বর্তমানে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। পাঁচ বছর আগেও যেখানে এই প্রণালীতে মাত্র তিনটি জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে ২০২২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮।

বছর দুয়েক আগেও গিনি উপসাগর ছিল নাবিকদের কাছে রীতিমতো আতঙ্কের নাম। ২০১৮ সালে সেখানে জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেছিল ৮২টি। ২০২০ সালে ৮৪টি। গত বছর থেকে এই অঞ্চলটি অনেকটাই নিরাপদ হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালে সেখানে জলদস্যুতার খবর পাওয়া গেছে মাত্র ১৯টি।

আইএমবি বলেছে, সাগরে জলদস্যুতা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন প্রচেষ্টার সফল ধরে রাখতে হলে নজরদারির উদ্যোগগুলোকে চালু রাখতে হবে।

পাচার প্রতিরোধে উপসাগরীয় অঞ্চলে বাড়ছে এসইউভি সক্ষমতা

মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় মাদক ও অস্ত্র পাচার প্রতিরোধে আনম্যানড সারফেস ভেসেলের (ইউএসভি) বহুজাতিক বহর সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) সদস্য দেশগুলো। অঞ্চলটিতে দায়িত্বরত মার্কিন নৌবাহিনীর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ কথা বলেছেন।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে ইউএস নেভাল ফোর্সেস সেন্ট্রাল কমান্ডের ভাইস এডমিরাল ব্র্যাড কুপার বলেন, ‘বাহরইন ও কুয়েত এরই মধ্যে সি ড্রোন সংগ্রহের বিষয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে। জিসিসির বাকি দেশগুলোও একই পথে রয়েছে।’

উল্লেখ্য, জিসিসির বাকি সদস্যগুলো হলো সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও ওমান।

গত বছর মার্কিন কর্মকর্তারা দাবি করেছিলেন, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ জিসিসি দেশগুলোর ইউএসভির বহরের আকার ১০০টিতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশগুলো পারস্য উপসাগরে তাদের নজরদারি আরও বাড়াতে পারবে।

বিক্রান্তে হালকা যুদ্ধবিমান ও মিগ-২৯কে অবতরণের সফল পরীক্ষা সম্পন্ন

ভারতের প্রথম দেশীয়ভাবে নির্মিত বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্তে সম্প্রতি সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে নির্মিত একটি সিঙ্গেল-ইঞ্জিন লাইট কন্সট্রাক্ট এয়ারক্রাফটের অবতরণ পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একই দিন রাশিয়ায় তৈরি একটি মিগ-২৯কে ফাইটার জেটও শর্ট-টেকঅফ-বাট-অ্যারেস্টেড-রিকোভারি মোডে সফলভাবে ক্যারিয়ারটিতে অবতরণ করে। দুটি অবতরণ পরীক্ষাতেই এয়ারক্রাফটগুলো চালিয়েছেন ভারতীয় পাইলটরা।

বিষয়টিকে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন হিসেবে অভিহিত করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী। এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে নির্মিত এয়ারক্রাফট ও বিমানবাহী রণতরীর নকশা, উন্নয়ন, নির্মাণ ও পরিচালনায় ভারতের সক্ষমতা প্রমাণ হয়েছে বলে বাহিনীটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

হাইপারসনিক মিসাইল সরবরাহ করবে লকহিড মার্টিন

মার্কিন নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনীর কাছে হাইপারসনিক মিসাইল সরবরাহ করবে লকহিড মার্টিন। এ বিষয়ে সম্প্রতি কোম্পানিটির সঙ্গে প্রায় ১২০ কোটি ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। লকহিডের কাছ থেকে একই মিসাইল নিলেও নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনী সেগুলো উৎক্ষেপণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লঞ্চার সিস্টেম ব্যবহার করবে।

নৌবাহিনীর মিসাইলগুলো ইন্টিগ্রেট করা হবে জুমওয়াল্ট-ক্রাস ডেস্ট্রয়ারের সঙ্গে। এক্ষেত্রে যেন কোনো সমস্যা না হয়, সেজন্য নৌবাহিনীকে সংশ্লিষ্ট সহায়ক সেবা (যেমন- লঞ্চার সিস্টেম, উইপন কন্ট্রোল, অল-আপ রাউন্ডস ও ইন্টিগ্রেশন) সরবরাহ করবে লকহিড। চুক্তিতে সেই শর্তের কথা উল্লেখ রয়েছে।

পারমাণবিক-বহিত্ত্ব বিষয়ে এইউকেইএস চুক্তিতে যোগ দিতে চায় নিউজিল্যান্ড

অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত নিরাপত্তা চুক্তি এইউকেইএস-এ যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে নিউজিল্যান্ড। প্রতিরক্ষাবিষয়ক উদীয়মান প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান গ্লোবালডেটা এ কথা জানিয়েছে।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ২০২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এইউকেইএস চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। পারমাণবিক অস্ত্র সমুদ্রকরণ, সাইবার হামলা, সমুদ্র নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে অভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলা এই চুক্তির মূল লক্ষ্য। তবে পারমাণবিক বিষয়ে যুক্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই নিউজিল্যান্ডের। কেবল সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো বিষয়গুলোয় চুক্তির শর্ত মেনে চলায় আগ্রহী তারা।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদারে নতুন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা ইউইউ

ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, প্রযুক্তি এবং পরিবেশগত হুমকি থেকে সমুদ্রসীমাকে সুরক্ষিত রাখতে নতুন নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এটি বর্তমানে ইইউ কাউন্সিলের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

ইইউ কমিশনার ভিরগিনিয়ুস সিনক্যাভিচুস জানান, সামুদ্রিক নিরাপত্তার ওপর জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব মোকাবিলায় নতুন নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করা হবে। এছাড়া সামুদ্রিক নজরদারি জোরদারে আধুনিক ও শক্তিশালী যন্ত্রপাতির ব্যবহার, সাইবার ও বহুমাত্রিক হুমকি মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক অবকাঠামোর সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করা হবে।

লাতিন আমেরিকায় পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে নেভাল শিপবিল্ডিং

গত কয়েক দশক ধরে মন্দা বিরাজ করছে লাতিন আমেরিকার নেভাল শিপবিল্ডিং খাতে। চাহিদা না থাকায় অঞ্চলটির যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ সক্ষমতাও স্তিমিত হওয়ার পথে ছিল। তবে হঠাৎই পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে খাতটিতে। আর এর সুবাদে জেগে উঠছে এই অঞ্চলের জাহাজ নির্মাতারাও। তাদের পাশাপাশি সুবিধা পাচ্ছে ইউরোপীয় জায়ান্টরাও।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে চলিতে অনুষ্ঠিত হয় লাতিন আমেরিকার প্রধান মেরিটাইম শো ‘এক্সপোনেভাল’। নেভাল ফ্রপ, থালেস, ফিনক্যান্ডিয়েরি, এমবিডিএ, নাভাসিয়া, দামেন শেলভে, সাব, থাইসেনক্রুপ মেরিন সিস্টেমস, কংসবার্গ, বিএই সিস্টেমস, ইন্দ্রা, বাবককের মতো ইউরোপীয় জায়ান্টরা এই আয়োজনে অংশ নেয়। তাদের প্রযুক্তি আর লাতিন আমেরিকার আঞ্চলিক চাহিদা-এই দুয়ের সংমিশ্রণে গতিশীল হতে শুরু করেছে আটলান্টিকের দুই পাড়ের নেভাল শিপবিল্ডিং।

গত নভেম্বরে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ডিফেন্স

শিপবিল্ডার কোটেকমারকে কলম্বিয়ার নৌবাহিনীর জন্য পাঁচটি ফ্রিগেট নির্মাণের কার্যাদেশ দিয়েছে দেশটির সরকার। এগুলোর প্রথমটির নির্মাণে ব্যয় হবে ৪৪ কোটি ডলার। পাঁচটির পেছনে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২০০ কোটি ডলার। এই প্রকল্পে প্রধান সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবে রয়েছে নেদারল্যান্ডসের দামেন শেলভে। এছাড়া কোটেকমার কলম্বিয়ার নৌবাহিনীর জন্য দুটি মিসাইল প্যাট্রোল করভেট নির্মাণ করছে।

ব্রাজিলের সান্তা ক্যাটারিনায় থাইসেনক্রুপের শিপইয়ার্ডে গত সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছে ৩ হাজার ৪০০ টনের একটি তামান্দারে-ক্রাস ফ্রিগেটের নির্মাণকাজ। এই ক্রাসের আরও তিনটি ফ্রিগেট নির্মাণ করবে ইয়ার্ডটি। ২০০ কোটি ডলারের এই প্রকল্পটির চুক্তি হয় ২০২০ সালের শুরুতে। কার্যাদেশ পায় আওয়সা আজুইস কনসোর্টিয়াম, যেটি জার্মানির থাইসেনক্রুপ ও ব্রাজিলীয় ডিফেন্স কোম্পানি এমব্রায়েরের একটি যৌথ উদ্যোগ।

► সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে

সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বর্তমানে স্মরণকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এনওএ) সূচকে সম্প্রতি এ তথ্য উঠে এসেছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জেরে কয়েক দশক ধরেই গোটা পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত তাপমাত্রার সিংহভাগ শোষণ করছে সাগর-মহাসাগরগুলো। যার ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা। বছরের এই সময়ে সাধারণত যে গড় তাপমাত্রা বিরাজ করে, বর্তমানে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরিভাগের তাপমাত্রা তার চেয়ে অন্তত এক ডিগ্রি ফারেনহাইট বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলে তিন বছর ধরে 'লা নিনা' বিরাজ করছে।

► পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক নৌ-মহড়া আমান-২৩ অনুষ্ঠিত

পাকিস্তান নৌবাহিনীর আয়োজনে বহুজাতিক নৌ-মহড়া আমান-২৩ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। উত্তর আরব সাগরে গত ১০-১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এই মহড়ায় প্রায় ৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

হারবার ফেজ ও সি ফেজের মহড়ার পর শেষ দিনে আন্তর্জাতিক ফ্রিট রিভিউ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা এবং প্রতিরক্ষা ও নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন প্রতিনিধিরা এই ফ্রিট রিভিউ উপভোগ করেন। এরপর পাকিস্তান নৌবাহিনী ও বিদেশি নৌজাহাজের অংশগ্রহণে আমান ফরমেশন প্রদর্শিত হয়। এই ফরমেশনে চীনা নৌবাহিনীর একটি গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার অংশ নেয়।

► আটলান্টিকে বিপুল কোকেন জন্ম করেছে স্প্যানিশ পুলিশ

আটলান্টিক মহাসাগরে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে বাহিনীগুলোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি মহাসাগরের স্প্যানিশ জাহাজ থেকে সাড়ে ৪ টন কোকেন জন্ম করেছে দেশটির পুলিশ। স্পেনের মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণাধীন এলাকা ক্যানারি আইল্যান্ডস উপকূলে অভিযান চালিয়ে এই কোকেন জন্ম করে দেশটির ন্যাশনাল পুলিশ কোর ও কাস্টমস সাওথেল্যান্ড সার্ভিস।

জন্মকৃত কোকেন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপে পাচার করা হচ্ছিল। এই ঘটনায় ওরিয়ন ফাইভ নামের জাহাজটির ২৮ জন ক্রুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জাহাজটিতে থাকা গবাদিপশুর বিষয়ে করণীয় নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

শান্তিকালীন নৌ-মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি

অস্ট্রেলিয়া সরকার সম্প্রতি প্রায় ৭০ কোটি ডলার ব্যয়ে উচ্চপ্রযুক্তির সি মাইন ক্রয়ের ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে দেশটি সর্বশেষ নেভাল মাইন কিনেছিল সেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, স্মার্ট সি মাইন ক্রয় প্রকল্পটি তাদের সমুদ্রসীমার সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

স্মার্ট সি মাইন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামরিক ও অসামরিক জাহাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। ফলে অন্য কোনো দেশ অস্ট্রেলিয়ার জলসীমায় চুপিসারে সাবমেরিন বা অন্য নৌ-জাহাজ পাঠালে এসব সি মাইন সেগুলোকে প্রতিহত করতে পারবে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর দেশগুলো উচ্চপ্রযুক্তির সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে। পরিবর্তনশীল ভূরাজনৈতিক পরিবেশ মোকাবিলায় বিশ্বজুড়েই সামরিক বাহিনীগুলো উচ্চপ্রযুক্তির সরঞ্জাম ক্রয়ে বাজেট বাড়িয়ে দিয়েছে।

সারা বিশ্বেই এখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৌ-সক্ষমতা পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে অটোনমাস উইপন সিস্টেমস ও লার্জ আনম্যানড সারফেস ভেসেল (ইউএসভি)। অনেক দেশের নৌবাহিনীকেই বর্তমানে বাজেট-সংক্রান্ত ও নৌসদস্য সংগ্রহের সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই সমস্যার উৎকৃষ্ট সমাধান হতে পারে ইউএসভি। পানির নিচেও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে একই ধরনের তাড়না কাজ করছে। চীনসহ কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ভেহিকলস (ইউইউভি) কর্মসূচি নিয়ে জোরকদমে এগোচ্ছে। দক্ষিণ চীন সাগর ও ভারত মহাসাগরে সামরিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে নিয়মিত ইউইউভি ব্যবহার করছে চীন।

মেরিন জার্নালে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রতিবেদনে ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসের নেভাল হিস্টোরিয়ান ড. ডানলি দেখিয়েছেন আনম্যানড ভেসেল ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ব্যবহার বৃদ্ধি কীভাবে শান্তিপূর্ণ

সময়ে নৌবাহিনীগুলোর কার্যক্ষমতার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, 'স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশেষ করে লার্জ ইউএসভির ব্যবহার বাড়ার ফলে নৌবাহিনীগুলোর সক্ষমতা বেড়েছে। এগুলোর ফলে ক্রু নিয়োগের প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।'

অবশ্য নৌবাহিনীর সব কার্যক্রমেই যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাজ করবে, তা নয়। যেমন- নৌ-কূটনীতির মতো কার্যক্রমে মানুষের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পোর্ট ভিজিট, বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমে ক্রুড প্লাটফর্ম ও নৌসদস্যদের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি।

ড. ডানলি বলেন, 'বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আনম্যানড প্লাটফর্ম কেবল যে নৌবাহিনীর বাজেট-সংক্রান্ত সমস্যাই দূর করবে, তা নয়। বরং তা বাহিনীর সক্ষমতা আরও ব্যাপক পরিসরে বাড়িয়ে দেবে। বিশেষ করে শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি দারুণ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।'

রয়েল নেভির এমএএস কার্যক্রমে ভূমিকা রাখছে প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থাগুলো



ব্রিটিশ রয়েল নেভির মেরিটাইম অটোনমাস সিস্টেমস (এমএএস) কার্যক্রমে তহবিল সরবরাহ ও কৌশলগত অংশীদারত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে দেশটির প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থাগুলো। রয়েল নেভির ভবিষ্যৎ বছরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে এমএএস। গ্রিমাট্রিক অপারেশনসহ লজিস্টিকস অ্যান্ড সাপোর্ট (এলএএস) কার্যক্রমেও বড় ভূমিকা রাখবে এটি। এমএএস নিয়ে এই গবেষণা ও বিনিয়োগ রয়েল নেভির এমএএস সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তিসহ রয়েল নেভির বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ এমএএস সক্ষমতা নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগতভাবে পরামর্শ সেবা দিয়ে যাচ্ছে

ডিফেন্স সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ল্যাবরেটরি (ডিএসটিএল)। অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারে (এএসডব্লিউ) এমএএস প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হলে যুক্তরাজ্যের জলসীমা ও পানির নিচের ঝুঁকি থেকে রয়েল নেভির বহরকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে ডিএসটিএলের পাশাপাশি গবেষণা চালাচ্ছে ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সিলারেটর (ডিএএসএ)।

আন্ডারওয়াটার ভেহিকলে এমএএসের সর্বোচ্চ সুবিধা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে রয়েল নেভির সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে ডিএসটিএল ও ডিএএসএ। প্লিমাথভিত্তিক স্পেশালইজড সাবমার্জিবল ম্যানুফ্যাকচারার এমসাবসও তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তারা এক্সট্রা লার্জ আনক্রুড আন্ডারওয়াটার ভেহিকল (এক্সএলইউইউভি) ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছে, যেখানে এমএএস স্থাপন করা হচ্ছে।

এই সম্মিলিত প্রকল্প পরবর্তী প্রজন্মের স্বয়ংক্রিয় এএসডব্লিউর জন্য একটি টেস্টবেড হিসেবে কাজ করবে।

২০২৩-২৭ মেয়াদের জন্য প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা

ঘোষণা দক্ষিণ কোরিয়ার



দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি ২০২৩ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য মধ্যমেয়াদি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এই পাঁচ বছরে দেশটির সরকার প্রায় ২৬ হাজার ৮৮০ কোটি ডলার এই খাতে ব্যয় করবে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, আলোচ্য সময়ে কোরিয়ার প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়বে বার্ষিক ৬ দশমিক ৮ শতাংশ হারে।

কোরিয়া সরকার তাদের 'বাজেট ফর ইম্প্রুভিং ডিফেন্স ক্যাপাবিলিটিজ' কর্মসূচির জন্য প্রায় ৮ হাজার ৬১০ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছে। ২০২৭ সালের মোট প্রতিরক্ষা বাজেটের তুলনায় তা হবে ৩৬ শতাংশ। আলোচ্য পাঁচ বছরের জন্য কোরিয়ার প্রতিরক্ষা খাতের

পরিচালন ব্যয় বাড়িয়ে প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৭ হাজার ৯৭০ কোটি ডলার। সরকার 'কোরিয়ান ট্রায়াড সিস্টেম' সংগ্রহে তাদের প্রতিরক্ষা বাজেটের বড় একটি অংশ ব্যয় করবে। এই সিস্টেমের একটি হলো 'কিল চেইন'। এটি উত্তর কোরিয়ার যেকোনো হামলার লক্ষণ দেখামাত্রই তা প্রতিহত করার সক্ষমতা রাখবে। এই কাজে ২০টি এফ-৩৫এ স্টেলথ ফাইটার ও কোরিয়া ট্যাকটিক্যাল সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল (কেটিএসএসএম) ব্যবহৃত হবে। এগুলো সংগ্রহের জন্যও অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

উত্তর কোরিয়ার যেকোনো পারমাণবিক ও গণবিস্ফোরক অস্ত্রের ঝুঁকি মোকাবিলায় লক্ষ্যে ২০২৪ সালে 'স্ট্র্যাটাজিক কম্যান্ড' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের। বিশেষ করে ৩ হাজার ৬০০ টনের মাঝারি আকারের সাবমেরিন সংগ্রহের মাধ্যমে নিজেদের স্ট্রাইকিং সক্ষমতা বাড়াবে সিউল। ইউএভিগুলো সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য ব্যালিস্টিক মিসাইল (এসএলবিএম) সংযুক্ত থাকবে।

অবৈধ মৎস্য আহরণের বিরুদ্ধে একসাথে লড়াইে থাইল্যান্ড-ভিয়েতনাম

অবৈধ, অসুরক্ষিত এবং অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণের বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই করবে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। এ লক্ষ্যে নতুন একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে দেশ দুটি। এটি অনুযায়ী, জলজ প্রাণী, অবৈধ মাছ শিকার এবং বন্দরে আসা ট্রান্সশিপমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়, ট্রেসেবিলিটি এবং ক্যাচ সার্টিফিকেট যাচাইকরণে ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। এছাড়া অবৈধ মাছ শিকারের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে একে অপরকে জনশক্তি, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তাও প্রদান করবে তারা।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবৈধ, অসুরক্ষিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণের কারণে বছরে আনুমানিক ৬০০ কোটি ডলার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সচেতন অবস্থানের কারণে প্রতিটি দেশের আঞ্চলিক জলসীমায় এ ধরনের কার্যক্রম ঠেকানো গেলেও ইইজেড ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় বহুপক্ষীয় সহযোগিতার প্রয়োজন।

► ইউএসডি ও এআই ইন্টিগ্রেশন মহড়া সম্পন্ন করেছে যুক্তরাষ্ট্র-ইউএই

যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) মেরিটাইম ফোর্স সম্প্রতি আনম্যানড সারফেস ডেসেল (ইউএসডি) ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিষয়ক ইন্টিগ্রেশন এক্সারসাইজ সম্পন্ন করেছে। আরব সাগরে আয়োজিত এই যৌথ মহড়ায় ইউএই নৌবাহিনীর পাঁচটি ও যুক্তরাষ্ট্রের চারটি ইউএসডি অংশ নেয়।

সম্ভাব্যাপী মহড়ায় অংশ নেওয়া ইউএসডিগুলো আরব আমিরাতের উপকূলীয় জলসীমায় কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং সেগুলোয় স্থাপিত ক্যামেরা ও সেন্সর ব্যবহার করে তাদের আশপাশে চলাচলরত জাহাজগুলোর ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করে। পরে এসব ছবি ও ভিডিও মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত অপারেশনাল সেন্টারে পাঠানো হয়।

► ভবিষ্যৎ নৌযুদ্ধে নিয়ামক ভূমিকা রাখবে সিইসি : থ্যালেস

সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর সাগর অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেখানে ঝুঁকির (যেমন ব্যালিস্টিক মিসাইল) মাত্রা, গতি, শক্তি ইত্যাদি বেড়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এককভাবে কারও পক্ষে এই অঞ্চলের সংবেদনশীল অবকাঠামোর সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে কোলাবোরোটিভ এনগেজমেন্ট ক্যাপাবিলিটিজ (সিইসি)।

গত পাঁচ বছরে সিইসি সক্ষমতা বাড়ানো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই সক্ষমতার কেন্দ্রে রয়েছে বিভিন্ন সেন্সর ও সিস্টেমের নেটওয়ার্কিং। ফরাসি বহুজাতিক আইটি কোম্পানি থ্যালেস মনে করছে, ভবিষ্যৎ নৌযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হবে এই সিইসি।

► বৃহদাকার সাবমেরিন ড্রোন তৈরি করবে জার্মানি

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজুড়ে আনম্যানড আন্ডারওয়াটার ভেহিকলের (ইউইউভি) আকার বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীনসহ অন্যান্য জায়গায় যেসব নতুন ইউইউভির নকশা করা হচ্ছে, সেগুলোর সবই মূল ধারার সার্ভিসে থাকা সাবমেরিন ড্রোনগুলোর চেয়ে বড় আকৃতির। এই ধারাবাহিকতায় জার্মানি জাহাজনির্মাণাধীনে থাইসেনক্রুপ মেরিন সিস্টেমস তাদের মোডিফাইয়েবল আন্ডারওয়াটার মাদারশিপ (এমইউএম) নির্মাণ প্রকল্প গুরুত্ব প্রদান করেছে।

চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়েই এমইউএমের প্রোটোটাইপ নির্মাণ শুরু করবে থাইসেনক্রুপ। এই প্রোটোটাইপের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ২৫ মিটার (৮২ ফুট), যা এখন পর্যন্ত নির্মিত যেকোনো ইউইউভির চেয়ে অনেক বেশি।

বেলজিয়ামে ন্যাটোর মাইন-প্রতিরোধী নৌ-মহড়া অনুষ্ঠিত

বেলজিয়ামে ন্যাটোর মাইন-প্রতিরোধী নৌ-মহড়া 'ডায়নামিক মুভ ২৩-১' সফলভাবে শেষ হয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি ওস্টেন্ডে বেলজিয়ান নেভি একাডেমিতে শুরু হওয়া এই মহড়া চলে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২২টি দেশের বিশেষজ্ঞরা মহড়াটিতে অংশ নেন। দুই সম্ভাব্যাপী এই মহড়া আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্ট্যান্ডিং ন্যাটো মাইন কাউন্টারমেজারস গ্রুপের মাল্টিন্যাশনাল টিমের মাইন-প্রতিরোধী সক্ষমতা বৃদ্ধি।

ডায়নামিক মুভ হলো কৌশলগত নেভাল মাইন কাউন্টারমেজারস (এনএমসিএম) মহড়া। এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে ন্যাটো অ্যালায়েড মেরিটাইম কম্যান্ড (মারকম)। বছরে দুবার এই মহড়া আয়োজন করা হয়। বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত মহড়াটি ছিল ২০২৩ সালের প্রথম মহড়া।

সাগরে জলদস্যুতার ঝুঁকি কমাতে পারে শিপ আইডি ও লোকেশন ডেটা এনক্রিপশন

২০০১ সালের নাইন ইলেভেন ঘটনার পর শিপ লোকেশন অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন রিপোর্টিংয়ের বিষয়ে কঠোর নিয়ম চালু করেছিল জাতিসংঘের সমুদ্রবিষয়ক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)। এর ফলে সাগরে চলাচলরত জাহাজগুলোকে ট্র্যাকিংয়ের বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে গেছে।

তবে এর সঙ্গে সঙ্গে একটি ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে। কেবল যে ভালো উদ্দেশ্যেই জাহাজের অবস্থান ও পরিচিতিমূলক তথ্য ব্যবহৃত হচ্ছে এমনটি নয়। বরং উন্মুক্ত চ্যানেলে প্রকাশিত জাহাজের পরিচিতিমূলক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জলদস্যুরা ও সাইবার অপরাধীরাও সুবিধাভোগী হচ্ছে।

২০২২ সালে অবশ্য সাগরে জলদস্যুতা অনেকটাই কমে এসেছে। তবে একটি জলদস্যুতার ঘটনাও সমুদ্র শিল্পের জন্য বড় লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এদিকে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সুবাদে এই খাতে যত বেশি

ডিজিটলাইজেশন হচ্ছে, সাইবার হামলার ঝুঁকিও তত বেশি বাড়ছে।

তাহলে এই ঝুঁকি এড়াতে কি জাহাজের অবস্থান ও পরিচিতিমূলক তথ্যের প্রবাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে? সমুদ্র শিল্প, বিশেষ করে শিপিং খাতের গতিশীলতার জন্য এই তথ্যপ্রবাহ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ শিপ লোকেশন অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন রিপোর্টিং বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ হলো এই গতিশীলতা রোধ করে দেওয়া।

তাহলে উপায়? এক্ষেত্রে সেরা সমাধান হতে পারে জাহাজের আইডি, অবস্থান ও অন্যান্য তথ্য এনক্রিপ্টেড করে তারপর উন্মুক্ত সোর্সে প্রকাশ করা। এই ডেটা এনক্রিপশনের ফলে কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই প্রকাশিত তথ্যে প্রবেশাধিকার পাবে। অন্যাক্ষিকৃত কোনো পক্ষ তা জানতে পারবে না। ফলে জাহাজগুলোও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে তাদের ট্র্যাকিং ডিভাইস বন্ধ না করেই নিবিড় চলাচল করতে পারবে।

চীন সাগরে টাইফুন বিজয়ী দুর্ধর্ষ ‘বানৌজা নির্ভয়’



প্রত্যেক নাবিককে জীবনে কমপক্ষে একবার বা একাধিকবার সাগরের রুদ্ধমূর্তির মুখে পড়তে হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন চেজার বানৌজা নির্ভয়ে অবস্থানকালে আমার নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া ঠিক তেমনি এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা আজ এখানে বলছি।

বাংলাদেশের জলসীমায় শত্রুর সাবমেরিন তাড়া করার জন্য কেনা ‘বানৌজা নির্ভয়’ জাহাজটি চীনের ক্যান্টন বন্দর থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের উদ্দেশ্যে তার প্রথম যাত্রা যেদিন শুরু করে, পঞ্জিকার পাতায় সেদিন তারিখ ছিল ১৯৮৫ সালের ১৩ অক্টোবর।

বন্দর ছাড়ার পরপরই খবর পেলাম ফিলিপাইন সাগর থেকে ধেয়ে আসছে ‘সিসিল’ নামের এক শক্তিশালী টাইফুন। আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে পথিমধ্যে চীন সাগর পার হওয়ার আগেই! ত্বরিত স্বদেশে নৌসদর দপ্তর ও কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে চীন সরকারের কাছে জোরালো অনুরোধ পাঠালাম যাতে দ্রুত আমাদের জাহাজটিকে তারা নিকটস্থ হাইনান-তাও দ্বীপে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, চীন সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি মিলল না। প্রতিক্রিয়াটুকুও জানা গেল না তাদের। কেননা, সামরিক ও কৌশলগত প্রেক্ষাপটে হাইনান-তাও

দ্বীপটি চীনের কাছে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল একটি দ্বীপ। অনন্যোপায়ে আমরা তখন হাইনান-তাও দ্বীপ এবং ভিয়েতনামের মাঝামাঝি একটি নিরাপদ জায়গা খুঁজতে লাগলাম, যেখানে অন্তত বাড়টি না-থামা পর্যন্ত আশ্রয় নিতে পারব। ক্রু বলতে তখন আমাদের জাহাজে রয়েছেন ৯ জন নৌ-কর্মকর্তা, ৪৮ জন নাবিক এবং ৬ জন চীনা বিশেষজ্ঞ।

বাংলায় প্রবাদ আছে, অভাগা যদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়! ভাগ্য বিরস থাকলে যা হয় আর কী। নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানোর আগেই দুপুর দুটার কিছু সময় পর বিপুল আকোশে আমাদের মাত্র ৪০০ টনি ছোট্ট জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবিক টাইফুন সিসিল-৮৫।

দমকা হাওয়াসহ ঝোড়ো বাতাসের গতিবেগ এতক্ষণ ছিল ঘণ্টায় ১০০ মাইল। হঠাৎ করে তা ছুটতে শুরু করল ঘণ্টায় ১১৫ মাইল বেগে। ভীষণরূপে রুদ্ধ প্রকৃতির নির্মম রোষে উত্তাল সমুদ্রের বৃকে আকাশচুম্বী ঢেউয়ের তোড়ে ছোট্ট জাহাজটি মুহূর্মুহু খাবি খেতে শুরু করল। একবার ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসে তো, পরমুহূর্তে প্রবল বেগে ধাবিত হয় অতলের পানে। মনে হয় এই বৃষ্টি হারালাম চিরতরে নিচের নিকস কালো অন্ধকারে।

পাহাড়সম ঢেউয়ের ভয়ঙ্কর রূপ চাক্ষুষ দেখে আতঙ্কে প্রতিটি নাবিকের হৃৎকম্পন জ্যামিতিক হারে বাড়তে শুরু করল। জীবনের মায়ায় যে যার মতো করে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করলেন। অনেকেই উঁচু গলায় আজান দিতে লাগলেন। অনেকেই সৃষ্টিকর্তার কাছে জীবনের সকল দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা শুরু করলেন। কেউ কেউ গলা ছেড়ে কাঁদছিলেন। এমন পরিস্থিতি, কাউকে সাহুনা দেবার মতো কেউ ছিলেন না; সবাই নিজ নিজ যন্ত্রণায় অস্থির।

ভয়াল সাগরের ভয়ংকর প্রলয়রূপ দেখে এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন নাবিক অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বিরতিহীন টালমাটাল জাহাজের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সহ্য করতে না পেরে বাটপট বেশ কয়েকজন ব্রিজ ছেড়ে নিচে নেমে গেলেন। একদিকে ইঞ্জিনরুমের কর্মীরা অদম্য যুদ্ধ চালিয়ে জাহাজের প্রপালশান ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সচল রাখছেন।

‘টাইটানিক’ শব্দটির সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। টাইটানিক জাহাজটির নামকরণ করা হয়েছিল গ্রিক উপকথার সৃষ্টির দেবতা টাইটান এর নামানুসারে। জাহাজটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল, যাতে এটি যেকোনো ধরনের ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়েও সমুদ্রের বৃক চিরে চলতে

পারবে। এতে ১৬টি বিশেষভাবে তৈরি জলরোধী কম্পার্টমেন্ট ছিল, যার চারটি বগি সম্পূর্ণভাবে পানিতে নিমজ্জিত হলেও, এটি সমুদ্রের বুকে ভাসতে পারবে বলে মনে করা হতো। তাই টাইটানিক কখনই ডুবে যাবে না বলে বিশ্বাস করতেন এর নির্মাতারা। কিন্তু একটি আইসবার্গের সাথে সংঘর্ষে এর ছয়টি কম্পার্টমেন্ট এমনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে জাহাজটি সম্পূর্ণভাবে পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে করে নিয়ে যায় কমপক্ষে পনেরশ মানুষের জীবন ও তাদের রঙিন স্বপ্ন।

বিভিন্ন কারণে সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে থাকে। বিরূপ আবহাওয়া তার মধ্যে অন্যতম, মোট দুর্ঘটনার ৭৫ শতাংশই যার সৃষ্টি। শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ ও সামুদ্রিক ঢেউয়ের কারণে বেশির ভাগ জাহাজ ডুবে যায়। শক্তিশালী ঝড়ের মধ্যেও বিপদাপন্ন একটি জাহাজের সর্বোত্তম আশা নিহিত থাকে, জাহাজ পরিচালনায় ক্যাপ্টেনের অন্তর্নিহিত শক্তি, দৃঢ় মনোবল এবং দক্ষতার ওপরে। কঠিন এ ধরনের মুহূর্তে শুধু জাহাজটি নয়, এতে অবস্থানরত প্রতিটি মানুষই বাঁচতে চায়। তাই তো জীবন-মৃত্যুর এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আশায়, হাজারো সীমাবদ্ধতার মাঝেও তারা টিকে থাকার লড়াই করে। সেই সময় সেখানে অবস্থানরত প্রতিটি স্বপ্নময় মানুষের জীবনও জাহাজটির সাথে সাথে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। বিস্তীর্ণ জলরাশির মাঝে যেকোনো দুর্ঘটনায়, যেকোনো সময়ই মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ হতে পারে।

সাধারণত দুর্ঘটনার প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনো উদ্ধারকারী দল এগিয়ে না এলে ধরে নেওয়া হয় সম্ভবত আর কেউ আসবে না উদ্ধার করতে। গত কয়েক বছরে এভাবেই বার্ষিক প্রায় ৫০টি বড় বড় জাহাজ সাগরের অতলে হারিয়ে গেছে। যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে হলে দক্ষতা ও সাহসিকতার পাশাপাশি ভাগ্যকেও প্রসন্ন হতে হয়। ভারী সামুদ্রিক ঝড়ে একটি বিশাল ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজ রোলিংয়ের ফলে ডুবে যেতে পারে। তাই জাহাজটির 'বাও' বা অগ্রভাগ উঁচু করে অবশ্যই ঢেউয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুতগতিতে নিয়ে যেতে হয়, যাতে দ্রুতবেগে ছুটে আসা বায়ুপ্রবাহ ও সামুদ্রিক ঢেউ জাহাজটির গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে না পারে। এসব কারণ বিবেচনা করেই মেরিন অ্যালাইন্স অ্যান্ড রিপোর্টিং স্কিম (মার্স) বেশির ভাগ দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে জাহাজে ক্যাপ্টেনের করা ভ্রুটিকে চিহ্নিত করেছেন।

জাহাজের কমান্ডিং অফিসার চিফ জিআইকে (বোটসোয়াইনমেন্ট) নির্দেশ দিলেন, চিফ কোয়ার্টার মাস্টার (ঝড়ো আবহাওয়ায় স্টিয়ারিং হুইল চালানোর কাজে অভিজ্ঞ) যেন মনোবল না হারিয়ে ফেলেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে। জাহাজের বাও ঘোরানোর সময় পানি যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে। চিফ জিআই নিজেও কোয়ার্টার মাস্টারের (কাণ্ডারি) মনোবল বাড়াতে কমান্ড ব্রিজে অবস্থান নিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই তিনি প্রচণ্ড আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন। বিশ্বংসী উর্মিমালার মাঝখানে ক্ষুদ্র জাহাজের খোলা ব্রিজ থেকে চারপাশের প্রলয়কাণ্ড দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যেই একটা ঝড়ো হাওয়া

এক খাবলা দিয়ে ব্রিজের শামিয়ানাটি চোখের পলকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। প্রবল রোলিংয়ের কারণে ওভারবোর্ড ভেসে যাবার ভয়ে বাকি যারা ছিলেন, তারাও ব্রিজ ছেড়ে নিচে নেমে গেলেন।

সেই বিপদের মুহূর্তে অসীম সাহসিকতার সাথে এগিয়ে এসে বেসামাল জাহাজের হাল ধরলেন যে মানুষটি, তিনি জাহাজের নির্বাহী শাখার সর্বকনিষ্ঠ অফিসার সাব-লেফটেন্যান্ট এম আমিনুর রহমান খান। পিছু হটতে হটতে কারো পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায়, তখনই সে প্রকৃত মরিয়া হয়ে ওঠে। সাব-লেফটেন্যান্ট খানের সামনে দুটি পথ-বীরের মতো লড়ে বাঁচার চেষ্টা করা অথবা হাল ছেড়ে অমোঘ মৃত্যুর হাতে সঁপে দাও নিজে। অতএব, মরতেই যদি হয়, বীরের মতো লড়াই করে মরারই শ্রেয়! এই প্রতিজ্ঞায় তিনি বাঁপ দিলেন এক অসম যুদ্ধে।

দুপুর থেকে টানা লড়াইয়ের পর সন্ধ্যা ৭টার দিকে ক্ষান্ত দিলেন ক্ষণিকের জন্য। আমার হাতে স্টিয়ারিং তুলে দিলেন। কিছুক্ষণ পর বিশ্রাম নিয়েই ফিরবেন। আমি যদিও একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং এ কারণে জাহাজ নেভিগেটিং ও স্টিয়ারিং করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা কম, কিন্তু সংকটকালে বিকল্প না থাকায় আমাকেও হাল ধরতে হলো। ধরলামও!

সেই মুহূর্তে ব্রিজে টোপাস চন্দ্র শীল আমার একমাত্র সঙ্গী।

চুক্তি অনুযায়ী বানৌজা নির্ভর্যকে কঠোর নিরাপত্তায় সিঙ্গাপুর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়ার দায়িত্ব ছিল ২০ হাজার টনি চীনা বণিক জাহাজ এমভি লুফাংয়ের ওপর। ঘড়ির কাঁটার সময় রাত ৯টা। এসিএম রুমে ভিএইচএফ সেটটি বেজে উঠল হঠাৎ। চীনা জাহাজ লুফাং ভিএইচএফের মাধ্যমে নির্ভর্যকে 'কল' করছে। কিন্তু আমার স্টিয়ারিং পজিশন থেকে নড়াচড়ার উপায় নাই। ভিএইচএফ সেটটি পাশের রুমে। কলটি ধরতে ব্যর্থ হলাম। সামনে তাকিয়ে ভয়াবহ নজরে দেখলাম, সাড়া না পেয়ে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে উল্টোদিকে রওনা হচ্ছে লুফাং।

কিছুই করার নেই; লুফাং এবং নির্ভর্যের মধ্যে দূরত্ব দ্রুত বাড়ছে। আমি টোপাস শীলকে বললাম, দ্রুত একজন অফিসারকে খবর দিতে যেন এক্ষুণি তিনি লুফাংয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তেমন কোনো অফিসার বা নাবিককে খুঁজে পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে শীলের হাতে স্টিয়ারিং ধরিয়ে দিয়ে ছুটে পাশের রুমে গিয়ে লুফাংয়ের সাথে যোগাযোগ করলাম। লুফাং নির্দেশ দিল কোর্স বদলানোর জন্য, কারণ সামনের পথ অনিরাপদ। লুফাংয়ের নির্দেশমতো কিয়ৎকাল পরই জাহাজ ঘুরিয়ে তার পিছু নিলাম।

ঢেউয়ের উচ্চতা যদি জাহাজের বিমের সমান উঁচু বা তারও বেশি হয়, তখন এমনিতেই সেই ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে জাহাজ চালানো দুঃসাধ্য ও কষ্টকর। তার ওপর তখন যদি হঠাৎ করে জাহাজের দিক বদলানোর প্রয়োজন ঘটে, তার বিপদের ঝুঁকি বেড়ে যায় কয়েক হাজার গুণ। এ সময় বেসামাল ঢেউয়ের এক টোকাতেই জাহাজ ছিটকে পড়তে পারে, নিমেষে হারিয়ে যেতে পারে অতলগর্ভে।

জাহাজের ওপরের ছাদশূন্য খোলা ব্রিজ থেকেই আমাকে জাহাজ পরিচালনার কাজটি করতে হচ্ছে। চারদিক থেকে প্রবল বেগে পানির ছাঁট এসে সহস্র খুদে বর্শার মতো সারা গায়ে বিধছে। পাহাড়ের মতো উঁচু ঢেউ একের পর এক এসে জাহাজের ডেক ভাসিয়ে গড়িয়ে যাওয়ার আগে আপাদমস্তক ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাকে। হিমেল বাতাস আর ভেজা পোশাকে ক্রমশ শীতল হয়ে আসছে শরীর। টোপাস শীল বেশ কয়েকবার ছুটে গিয়ে ভেতর থেকে শুকনো পোশাক এনে দিলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই সব ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল। অবশেষে শুধু একটি লুঙ্গি কোমরে বেঁধে খালি গায়েই নেমে পড়লাম। কায়মনোবাক্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কেবল একটাই প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে আরেকটু শক্তি দেন যাতে আমি শুধু জাহাজ চালানোর কাজটাই অন্তত চালিয়ে যেতে পারি।

চারপাশ প্রগাঢ় অন্ধকার, কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমার একমাত্র ভরসা রাডার ডিসপ্লে, লুফাংকে অনুসরণ করে চলেছে। রাত ১০টার সময় সাব-লেফটেন্যান্ট খান বিশ্রাম শেষে ব্রিজে এলেন। আমি কেবিনে গেলাম। খান একাই সেই কঠিন পরিস্থিতিতে স্টিয়ারিং চালিয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে বিপদসীমা পার করে আমরা ভিয়েতনামের কাছাকাছি এলাম। বাড়তিও ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করেছে। সকালের আলো ফুটতে শুরু করার পরপরই আমরা বন্দরের নিরাপদ জেটিতে নোঙর করলাম।

গত রাতের ঝড়ে জাহাজের জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। টানা ২০ ঘণ্টা বানৌজা নির্ভর্যের সাথে নৌসদর দণ্ডরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সবাই ধরেই নিয়েছে সলিল সমাধি ঘটেছে নির্ভর্যের। এনএইচকিউর আস্থানে বাংলাদেশের সব মসজিদে মুসল্লিরা দোয়া করেছেন। যদিও নাবিকদের পরিবারগুলোকে তখনও কিছু জানানো হয়নি। নির্ভর্যের নিখোঁজ থাকার সংবাদটি জানানো হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারপ্রধানকেও।

দীর্ঘ ৫০ বছরের রেকর্ড অনুযায়ী, সাগরে এ যাবৎ যত টাইফুন হয়েছে তার মধ্যে সিসিল-১৯৮৫ ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে আমরা টাইফুনকে হারিয়ে দিয়েছি। এই সিসিলের আঘাতেই ফিলিপাইনের ইলোইলোতে ৭০টি মাছ ধরার নৌকা ডুবে যায়।

বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসেই বিরূপ আবহাওয়াজনিত কারণে দক্ষিণ চীন সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে দুর্ঘটনার পরিমাণ বেশি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন নৌবাহিনীর বেশকিছু জাহাজ দুটি শক্তিশালী টাইফুনের মুখোমুখি হয় যাতে ৮০০ জনেরও বেশি আমেরিকান প্রাণ হারান। ১৯৪৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'কোবরা' নামে প্রথম টাইফুনটি আঘাত হানে। এতে তিনটি ডেস্ট্রয়ার ডুবে যায়, ৯টি জাহাজের এবং বিমানবাহিনীর বিমানবাহী জাহাজের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রাণ হারান ৭৯০ জন নাবিক। ১৯৪৫ সালের ৫ জুন 'কনি' নামে টাইফুন মার্কিন তৃতীয় ফ্লিটে আঘাত হানে এবং এতে ৬ জন প্রাণ হারান। ৩০টি জাহাজ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই বছরের ২৪ অক্টোবর



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বানৌজা নির্ভয় এর ডি-কমিশনিং অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ

‘লুইস’ নামে আরেকটি টাইফুন আঘাত হানে। এতে ১২টি মার্কিন জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায়, ২২২টি জাহাজ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং দ্বীপের আশপাশের বেশির ভাগ সামরিক স্থাপনা ধ্বংস হয়ে যায়। উক্ত টাইফুনে ৩৬ জন আমেরিকান নিহত, ১০০ জন গুরুতর আহত এবং ৪৭ জন নিখোঁজ হন।

প্রতিটি মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে, বছরের পর বছর কেটে যায় অথচ এসব ঘটনা স্মৃতি হয়ে মনের মণিকোঠায় সযত্নে জমা থাকে। সত্যিই স্মৃতি কখনো মরে না। তাই তো ৩৭ বছর পর আজও বানৌজা নির্ভয়ে ঘটে যাওয়া সেই অসাধারণ ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়।

আমি মৃত্যুর সন্নিকটে ছিলাম বলে হয়তো জীবনের প্রতি আমার আশা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আমি যে অন্য অনেকের মতো বলতাম ‘আমি মরতে ভয় পাই না’, অন্তত সেই মুহূর্তের জন্য বাস্তবে বেঁচে থাকার একটি হৃদয়বিদারক আকাঙ্ক্ষা ছিল। বিপদের সর্বোচ্চ মাত্রা উপলব্ধি করে প্রায় চোখের জল প্রতিরোধ করতে পারিনি কিন্তু আমি আমার ২৭ বছরের সংগৃহীত সাহসের সাথে বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি।

সাগরের সেই ভয়ানক হিংস্রতা ভেসে ওঠে দুচোখের পাতায়। সাগরের কত রূপ দেখেছি। কখনো শান্ত কখনোবা অশান্ত। পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হিসেবে আমরা দেহের মৃত্যুকে বিবেচনা করে থাকি। কিন্তু মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো জীবন থাকতেও মৃতের মতো বেঁচে থাকা। একজন মানুষের সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ হলো তার

ভেতরের প্রাণশক্তি ও সাহসের মৃত্যু। বিপদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বেঁচে থাকা নয় বরং মহান সৃষ্টিকর্তার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে লড়াই করার নামই প্রকৃত জীবন।

একজন নাবিকের জীবন সবসময় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকিতে পূর্ণ। এই জীবনের একমাত্র সত্যতা হলো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। চেষ্টা করাটা কর্তব্য। কখনো সে সফল হতে পারে আবার কখনো না-ও হতে পারে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার অসীম করুণা ও দয়া ছিল, তিনি সিসিল-৮৫ এর প্রবল বায়ুপ্রবাহ ও সুউচ্চ ঢেউয়ের মধ্যেও জাহাজটিকে অক্ষত রেখেছিলেন। এটি কোনো অংশেই সম্মুখযুদ্ধের চেয়ে কম ছিল না। যেকোনো যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করে আত্মরক্ষা বা আত্মত্যাগের গর্ব করার সুযোগ থাকে। কিন্তু এখানে আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। তাই তো স্বদেশ থেকে বহুদূরে ঘটে যাওয়া এই সম্মুখযুদ্ধে, শক্তিশালী টাইফুনের বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করা জাহাজটির অতুলনীয় অবদানের কথা ভেবে, আজও আমার মাথা আপনা থেকেই নিচু হয়ে যায়।

একটি শান্ত সমুদ্র কখনো দক্ষ নাবিক তৈরি করতে পারে না। একজন নাবিকও রাতারাতি আপনা-আপনি দক্ষ হতে পারে না। আসলে প্রয়োজনেই সবকিছুর সৃষ্টি হয়। সমুদ্র যতই অশান্ত হোক না কেন, আমাদের গর্বিত বানৌজা নির্ভয়ের মতো একটি জাহাজ থাকে, তাহলে সমুদ্রের অশান্ত জলরাশি কখনোই একে বিব্রত করতে পারবে না। কিংবদন্তি তো তারাই যারা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সব আঁধার কাটিয়ে পথ দেখিয়ে যান।

নিষ্ঠুর সমুদ্রে বানৌজা নির্ভয় ঠিক কতটা শক্তিশালী ছিল, আগামী প্রজন্মকে এটি দেখানোর জন্য, নৌযানের পরাক্রমের জীবন্ত স্মৃতি বহনকারী নির্ভয়-এর ইতিহাস অক্ষত থাকা উচিত। জীবন মানে বাড় কেটে যাবার জন্য অপেক্ষা করা নয়, বরং বাড় থেকে বাঁচার উপায় খোঁজা। সাগরে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হতবিস্ত্র না হয়ে, টিকে থাকতে কী করতে হবে, এটি জানা এবং শিখে রাখা জরুরি।

বানৌজা নির্ভয় ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ চীন সাগরে প্রথম এবং ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয়বারের মতো শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হয়। দ্বিতীয়বারের ঘূর্ণিঝড়ে তার সাথে তার বানৌজা দুর্জয়ও ছিল। ঝড়ের পর চট্টগ্রাম বন্দরে তাকে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বানৌজা দুর্জয়কে উদ্ধার করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

দীর্ঘ ৩৬ বছরের গৌরবময় ভ্রমণ শেষে ২০২২ সালের ২০ জানুয়ারি ঘটনাবল্ল কর্মজীবনের ইতি টানল টাইপ ০৩৭ সাবমেরিন চেজার বানৌজা নির্ভয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাঙালি জাতির জন্য নিঃস্বার্থভাবে একটি বীরত্বপূর্ণ জীবন পার করার পর বিদায় নিল বানৌজা নির্ভয়।

ক্ষুদ্র সাগরে সশরীরে আর কখনো সে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে না। মৃত্যু হয়তো একটি জীবনকে শেষ করে কিন্তু নাবিকের সাথে তার সম্পর্ক কখনো শেষ হওয়ার নয়। তার এই শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়েই নতুন একটি ‘সিস্টার শিপ’ জাহাজের জন্ম হবে। তার কর্মসূচী এবং ডিএনএ স্থানান্তরিত হবে নতুন জাহাজের মধ্যে পুনরায় যার নাম হবে বানৌজা নির্ভয়। আর এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তার ঐতিহ্য ও কর্মসূচী বেঁচে থাকবে। শুরু হলে শেষ হবেই, পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নতুন আসবেই এটিই পৃথিবীর ধারা। বিদায় শব্দটি বেদনাবিধুর। তবুও জীবনচক্রে বারবার ঘুরে ফিরে আসে বিদায়ের আবেগঘন মুহূর্ত। জীবনপথের বাঁকে বাঁকে কত যে বিদায় আছে।

বিদায়, বানৌজা নির্ভয়, বিদায়...! জাতির সংকটে আলোর দিশারী!

লেখক পরিচিতি :

কমডোর জসিম উদ্দীন ভূঞা, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ) ১৯৭৭ সালে ২য় ক্যাডেট ব্যাচে যোগদান করেন। বিএনএ-তে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর তিনি সাবেক যুগোস্লাভ নেভাল একাডেমি থেকে অরও প্রশিক্ষণ নেন এবং জাগেরব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি এমডি ডিউ, সিএসডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা ও সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়াল) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ সালে অবসর গ্রহণের আগে তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালের প্রতিষ্ঠাতা প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। বর্তমানে তিনি জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির পরিচালক এবং একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুদান হিসেবে কর্মরত আছেন।



বানোজা শেখ মুজিব ঘাঁটিতে নবনির্মিত মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

বানোজা শেখ মুজিব ঘাঁটিতে মসজিদ উদ্বোধন

বানোজা শেখ মুজিব ঘাঁটির নবনির্মিত মসজিদের শুভ উদ্বোধন হয়েছে ২৪ মার্চ। নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনতলাবিশিষ্ট নান্দনিক এই মসজিদের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল, ঢাকা নৌঅঞ্চলের জ্যেষ্ঠ ও মনোনীত কর্মকর্তাগণ এবং ঘাঁটির জেসিও'স, পিও'স, লিডিং ও তদনিম্ন পদবির নাবিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন জুমার নামাজের পর নৌবাহিনীর সকল সদস্য, ঘাঁটি এবং স্থাপনার উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মোংলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মোংলা কমফোর্ট ওয়েস্টের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। ১২ জানুয়ারি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স), সহকারী নৌপ্রধান (ম্যাটেরিয়াল), সহকারী নৌপ্রধান (লজিস্টিক্স), কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল এবং খুলনা নৌঅঞ্চলের জ্যেষ্ঠ ও মনোনীত কর্মকর্তাগণ, ঘাঁটির

জেসিও'স, পিও'স, লিডিং ও তদনিম্ন পদবির নাবিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নৌসদরে বহুতল পার্কিং ও নাবিক নিবাস উদ্বোধন

নৌসদরে বহুতল পার্কিং ও নাবিক নিবাসের উদ্বোধন করেন নৌপ্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। ৮ জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল, ঢাকা নৌঅঞ্চলের জ্যেষ্ঠ ও মনোনীত কর্মকর্তাগণ এবং ঘাঁটির জেসিও'স, পিও'স, লিডিং ও তদনিম্ন পদবির নাবিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বানোজা হাজী মহসীনে উন্নয়নকাজের উদ্বোধন

বানোজা হাজী মহসীনে নবনির্মিত গেট, পিওএল স্টেশন, প্যারেড গ্রাউন্ডসহ একাধিক সংস্কারকাজের উদ্বোধন করেছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানে প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল, ঢাকা নৌঅঞ্চলের জ্যেষ্ঠ ও মনোনীত কর্মকর্তাগণ এবং ঘাঁটির জেসিও'স, পিও'স, লিডিং ও তদনিম্ন পদবির নাবিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নৌ-ইউনিট শাহীনবাগে নাবিক নিবাস উদ্বোধন

১৪ ফেব্রুয়ারি নৌ-ইউনিট শাহীনবাগে নাবিক নিবাসের উদ্বোধন করেছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল, ঢাকা নৌঅঞ্চলের জ্যেষ্ঠ ও মনোনীত কর্মকর্তাগণ এবং ঘাঁটির জেসিও'স, পিও'স, লিডিং ও তদনিম্ন পদবির নাবিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নৌ ইউনিট শাহীনবাগে নাবিক নিবাস এর উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'এইচএমএস তামার' বাংলাদেশে শুভেচ্ছা সফরে আগমন উপলক্ষে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের চিফ স্টাফ অফিসার জাহাজের অধিনায়ককে স্বাগত জানান

আন্তর্জাতিক সমরাস্ত্র প্রদর্শনীতে নৌপ্রধানের যোগদান

সংযুক্ত আরব আমিরাতের নৌবাহিনী প্রধানের আমন্ত্রণে ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্স এক্সিবিশন (আইডিইএক্স-২০২৩) এবং নেভি ডিফেন্স এক্সিবিশনে (ন্যাভডেক্স) অংশ নিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি নৌপ্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ঢাকা ত্যাগ করেন। এ সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) এবং কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানান। আন্তর্জাতিক এ সমুদ্র মহড়া এবং প্রদর্শনীতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর জাহাজ, উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি, পর্যবেক্ষক, সমরবিশারদ এবং সামরিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থানকালে নৌবাহিনী প্রধান প্রদর্শনী দুটিতে আয়োজিত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন। নৌবাহিনী প্রধান সংযুক্ত আরব আমিরাতের নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল পাইলট সাঈদ বিন হামদান আল-নাহিয়ানসহ বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ নৌকর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। নৌপ্রধানের এ সফর সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া অন্যান্য দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আরও জোরদার করবে।

বানৌজা ঈসা খানে সেরা চৌকস প্রশিক্ষক সম্মাননা প্রদান

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর করেছেন। সফরের অংশ হিসেবে তিনি ৫ জানুয়ারি বানৌজা ঈসা খান প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকদের মাঝে

সনদপত্র বিতরণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নৌপ্রধান বলেন, সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এবং প্রশিক্ষকদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। এই সম্মাননা নৌসদস্যদের অবদানকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতির পাশাপাশি সকল প্রশিক্ষকের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদানে আন্তরিকতাও বৃদ্ধি করবে।

যুক্তরাজ্য নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ এইচএমএস তামারের শুভেচ্ছা সফর

যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ এইচএমএস তামার সাত দিনের শুভেচ্ছা সফরে ১৫ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে এসে পৌঁছে। জাহাজটি বাংলাদেশের জলসীমায় এসে পৌঁছলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ ওমর ফারুক সফরকারী দলকে স্বাগত

বানৌজা ঈসা খান প্যারেড গ্রাউন্ডে সেরা চৌকস প্রশিক্ষকদের সনদপত্র প্রদান করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল



জানায়। চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে নৌবাহিনীর সুসজ্জিত বাদকদল ঐতিহ্যবাহী রীতিতে বাদ্য পরিবেশন করে জাহাজটিকে অভিবাদন জানায়। কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের চিফ স্টাফ অফিসার ক্যাপ্টেন এম ফয়জুল হক জাহাজের অধিনায়ককে স্বাগত জানান। বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের ডিফেন্স অ্যাট্যাশেসহ নৌবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। জাহাজের অধিনায়ক কমান্ডার এলিয়ট-স্মিথ টেইলোর নেতৃত্বে ১৬ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৫৯ জন সদস্য শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে অবস্থানকালে সফরকারী জাহাজের অধিনায়ক কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্লিট ও চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের উর্ধ্বতন প্রতিনিধিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া জাহাজটির কর্মকর্তা ও নাবিকগণ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি, বানৌজা নিভীক, স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিক্স, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিএন আশার আলো স্কুল এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেন। জাহাজটির এ শুভেচ্ছা সফর বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সফর শেষে জাহাজটি ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

বানৌজা নিশানের টর্পেডো ফায়ারিং

২৬ ফেব্রুয়ারি বানৌজা নিশান বঙ্গোপসাগরে সফলভাবে এক্সারসাইজ টর্পেডো ফায়ারিং সম্পন্ন করেছে। এক্সারসাইজে বানৌজা নিশানের সাথে বানৌজা বঙ্গবন্ধু, বানৌজা দুর্গম ও বিএন হেলিকপ্টার অংশ নিয়েছে। কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্ট কমান্ডার মোস্তাক আহমেদ, (জি), এনপিপি, পিএসসি, বিএন বানৌজা ওমর ফারুক থেকে টর্পেডো ফায়ারিং পর্যবেক্ষণ করেন।

বানৌজা ঈসা খান অধিনায়কের প্রশংসাপত্র প্রদান

বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির হ্যাঙ্গারে ৩১ জানুয়ারি ১৫ জন নাবিককে অধিনায়কের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করায় এ প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কর্তব্যরত ব্যক্তি ছাড়া সকল কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ঘাঁটির অধিনায়ক সকলের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে বেসিক ট্রেনিংয়ে সনদ বিতরণ

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে ১ জানুয়ারি ওডি/ইউটি সমমান ক্লাস ২০২২/এ ব্যাচের নাবিকদের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসিক কোর্স সম্পন্নকারী ২৩৫ জন নবীন নাবিকসহ ঘাঁটির সকল অফিসার এবং শিপস কোম্পানি প্যারেডে অংশ নেন। ঘাঁটির অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্যারেড পরিদর্শন এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী নাবিক এবং সেনাবাহিনী ও বিজিবির টোকস সদস্যদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। এদিন সন্ধ্যায় ড্রিলশেডে নবীন নাবিকদের বিদ্যায় উপলক্ষ্যে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ইউটি ডাইনিং হলে বিদায়ী নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। এতে ঘাঁটির সকল অফিসার, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং ভেতরে বসবাসরত সর্বস্তরের নৌসদস্যরা অংশ নেন।

পটেনশিয়াল ডিভিশনাল অফিসার কোর্স

বিএনএ অডিটোরিয়ামে ২৯ জানুয়ারি তৃতীয় পটেনশিয়াল ডিভিশনাল অফিসার কোর্সের উদ্বোধন করেন একাডেমির ট্রেনিং কমান্ডার। এ সময় তিনি কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৬ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি একাডেমির সেন্ট্রাল কনফারেন্স রুমে কোর্সের সমাপনী ও

সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমান্ডার জাহাঙ্গীর আদিল সামদানী, (ট্যাজ), এনজিপি, এনডিসি, পিএসসি বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান ও তাদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

বিএনএ'তে ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা

১৪ জানুয়ারি ও ১১ মার্চ দুবার বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বন্ধুর ও অজেয় পথে সাহসের সাথে এগিয়ে চলা এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে লড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এই প্রতিযোগিতা। ট্রেনিং কমান্ডারসহ একাডেমির অন্যান্য কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মিডশিপম্যানদের ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল কোর্স

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে মিডশিপম্যান ২০২০/বি ব্যাচের এক্সওবিসি ও এসওবিসি ক্লাসের ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল কোর্স ১২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়। কোর্সে এক্সওবিসির ১৯ জন এবং এসওবিসি ক্লাসের ১১ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এসওবিসি ক্লাসের

প্রশিক্ষণ ২৫ ফেব্রুয়ারি ও এক্সওবিসি ক্লাসের প্রশিক্ষণ ১১ মার্চ শেষ হয়েছে।

বেসিক স্কুবা ডাইভিং কোর্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

২৩ ফেব্রুয়ারি বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে বেসিক স্কুবা ডাইভিং কোর্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ২০ জন ডুবুরি প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।

এমইএসসি ক্লাস কোর্সের সনদ বিতরণ

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির লেকচার হলে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮তম মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশলাইজেশন কোর্স (এমইএসসি) ক্লাস কোর্স সমাপনী এবং সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঘাঁটির অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। পরে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

এনবিসিডি সিমুলেটর পরিদর্শন

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত সেমিস্টার-২ এর ক্যাডেটরা ১ মার্চ বানৌজা ঈসা খানে অবস্থিত এনবিসিডি সিমুলেটর পরিদর্শন করেছেন। এ সময় ক্যাডেটরা জরুরি মুহুর্তে যেমন আগুন নেভানোর জন্য কী করা উচিত এবং জাহাজে ছিদ্র ধরা

পটেনশিয়াল ডিভিশনাল অফিসার কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি





নৌকমান্ডো ও ইউকে নেভাল স্পেশাল ফোর্সের যৌথ অংশগ্রহণে ডাইভ এসএমইই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

পড়লে কীভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোল করা যায়, তা দেখেন এবং প্রশিক্ষণে অংশ নেন। সেমিস্টার-২ এর টার্ম কমান্ডার, ডিভিশনাল অফিসার এবং টার্ম টিউটরসহ অন্যান্য প্রশিক্ষকগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সিপিও লিডারশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্সের সনদ বিতরণ

জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ২৩ ফেব্রুয়ারি সিপিও লিডারশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স ২০২২/এ এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বানৌজা দীপা খানের ট্রেনিং কমান্ডার এ এইচ এম মাহবুবুর রহমান, (এন), পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র বিতরণ করেন।

বিএনএ'তে অ্যাপুলেট পরিধান অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির অধিনায়কের কার্যালয়ে ১ জানুয়ারি পদোন্নতিপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট (এসডি), সাঃ লেঃ (এসডি), অ্যাস্টিং সাঃ লেঃ (এসডি), ও মাস্টার চিফ পেটি অফিসারদের অ্যাপুলেট পরিধান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় বিভিন্ন শাখার বিভাগীয় প্রধানগণ, ক্যাডেট গানার ও নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরে নবীন অফিসারদের উদ্দেশে অধিনায়ক কমডোর জাহাঙ্গীর আদিল সামাদানী, (ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। পরে ৮

জানুয়ারি একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে উইন্টার টার্ম-২০২২ এর ফলাফল ঘোষণা এবং মিডশিপম্যান ও অফিসার ক্যাডেটদের অ্যাপুলেট পরিধান অনুষ্ঠিত হয়। পরে মিডশিপম্যান ও অফিসার ক্যাডেটগণের উদ্দেশে একাডেমির অধিনায়ক দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

অ্যাডভান্স ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ কোর্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

অ্যাডভান্স ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ (সিডি-২) 'কিউ' কোর্সের ব্যবহারিক

প্রশিক্ষণ ১২ মার্চ বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে শুরু হয়। এতে অংশ নেন ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী। ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণ ২৩ মার্চ শেষ হয়েছে।

ক্যাডেটদের পিএলএক্স ও এনইএক্স মহড়া

৫ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে প্র্যাক্টিক্যাল লিডারশিপ এক্সারসাইজ (পিএলএক্স) এবং নিউ এন্ট্রি এক্সারসাইজ (এনইএক্স) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব এক্সারসাইজে যুদ্ধাবস্থায় বিভিন্ন অপারেশনের বাস্তবিক জ্ঞান

দেওয়া হয়, যা ক্যাডেটদের আরও বেশি দক্ষ করে গড়ে তুলবে। এ সময় সেমিস্টার-১, সেমিস্টার-২, সেমিস্টার-৩ ও ডিইও ক্লাসের টার্ম কমান্ডার এবং টার্ম টিউটরসহ প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নৌকমান্ডো ও ইউকে নেভাল স্পেশাল ফোর্সের যৌথ প্রশিক্ষণ

১৮ ও ১৯ জানুয়ারি সোয়াডস কমান্ডের অধীনে ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপের তত্ত্বাবধানে নৌকমান্ডো ও ইউকে নেভাল স্পেশাল ফোর্সের যৌথ অংশগ্রহণে ডাইভ এসএমইই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় দুই দেশের নৌসদস্যদের ডাইভিং মেডিসিন ও ডাইভিং ডিজিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্যাসিভ ডিফেন্স এক্সারসাইজ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ন্যায় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতেও প্যাসিভ ডিফেন্স এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩ মার্চ। এক্সারসাইজে একাডেমির সকল কর্মকর্তা, ক্যাডেট এবং নাবিক অংশ নেন। শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে ঘাঁটিকে রক্ষা করে নিরাপত্তা বজায় রাখার বাস্তবিক কৌশল অনুশীলন করা হয় এই এক্সারসাইজে।

জেসিও'স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সিপিও লিডারশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোর্স সমাপনান্তে সনদ বিতরণ করেন ট্রেনিং কমান্ডার



জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন



লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে ব্যানকন-১৩ এ কর্মরত নৌসদস্যদের অংশগ্রহণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান

লেবাননে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

যথাযথ মর্যাদায় লেবানন ইউনিফিলে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রাম ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস পালন করেছে। বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণোৎসর্গকারী শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং দেশের সুখ-সমৃদ্ধি ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে ভূমধ্যসাগরে টহলরত অবস্থায় জাহাজের ফ্লাইট ডেকে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে কালারস থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং জাহাজকে সুসজ্জিত করা হয়। ব্যানএফএমইউ জুবা ও মালাকালেও দিবসটি পালন করা হয়েছে।

লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা

২২ জানুয়ারি লেবাননে বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে ব্যানকন-১৩ বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে। ক্যাম্পে ৫০৪ জন বাংলাদেশিকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেওয়া হয়। লেবাননের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ অত্যন্ত দুর্লভ ও ব্যয়বহুল। এমন

পরিস্থিতিতে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ পেয়ে প্রবাসীরা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ক্যাম্প শেষে লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর আল মুস্তাহিদুর রহমান কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ব্যানকন-১৩ কে ধন্যবাদ জানান এবং জাহাজের মেডিকেল টিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বানৌজা সংগ্রামে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও নৌবাহিনী প্রধানের স্বাধীনতা দিবসের বাণী সকলস্তরের নৌসদস্যদের পাঠ

করে শোনানো হয়। এছাড়া জাহাজের ফ্লাইট ডেকে শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে জাহাজে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়। জুবা ও মালাকালেও একইভাবে দিবসটি পালিত হয়েছে।

এভালুয়েশন ফাস্ট কোয়ার্টার

বৈরুত বন্দরে অবস্থানকালে বানৌজা সংগ্রামে ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো এভালুয়েশন ফাস্ট কোয়ার্টার অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে এমটিএফ হেডকোয়ার্টার্স থেকে এভালুয়েশন দল জাহাজে আসেন এবং এভালুয়েশনের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

বানৌজা সংগ্রামে সিওই পরিদর্শন

২৭ মার্চ ইউনিফিল হেডকোয়ার্টার্স থেকে কন্টিনজেন্ট অন ইকুইপমেন্ট (সিওই) পরিদর্শন প্রতিনিধিদল ইউনিফিল লেবাননে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রামে পরিদর্শনে আসেন। এ সময় বানৌজা সংগ্রাম জাহাজের সিওই কর্মকর্তা পরিদর্শনকারী দলকে ব্রিফিং প্রদান করেন। পরে প্রতিনিধিদলটি জাহাজের মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) এবং লেটার অব অ্যাসিস্ট্যান্স (এলওএ) অনুযায়ী জাহাজের সকল যন্ত্রের সচলতা নিরীক্ষা করে সচল পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে।

লেবাননে বৈরুত বন্দরে অবস্থানকালে বানৌজা সংগ্রামে প্রথমবারের মতো এভালুয়েশন ফাস্ট কোয়ার্টার কার্যক্রমে এমটিএফ প্রতিনিধিদল





ব্যানএফএমইউ (জুবা) পরিদর্শন করেন নবনিযুক্ত সেক্টর কমান্ডার এবং বাংলাদেশ কান্ট্রি সিনিয়র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহ আল মামুন

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন করেছে ব্যানএফএমইউ জুবা ও মালাকাল। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ও প্রামাণ্যচিত্র ‘চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু’ ঘাঁটির কনফারেন্স রুম ও শিপস কোম্পানি ডাইনিং হলে প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া নৌসদস্যের ডাইনিং হলে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় ঘাঁটির সকল কর্মকর্তা ও নাবিক উপস্থিত ছিলেন। কন্টিনজেন্টের মসজিদসমূহে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। একই কর্মসূচি ইউনিফিল লেবাননেও পালিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৭ মার্চ ব্যানএফএমইউ জুবা ও মালাকালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে নৌসদস্যদের ডাইনিং হলে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘাঁটির সকল অফিসার ও নাবিক উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র ‘চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু’ ও স্ট্রিচি প্রদর্শন করা হয়। ঘাঁটির মসজিদসমূহে যোহর

নামাজের পর বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মিলাদ মাহফিল ও দোয়া এবং নৌসদস্যদের জন্য প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এছাড়া সূর্যাস্তের পর কন্টিনজেন্টের কোয়ার্টার ডেক, গার্ডরুম ও মেইন গেটে আলোকসজ্জা করা হয়। ইউনিফিল লেবাননেও জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

ডেপুটি ফোর্স কমান্ডারের ব্যানএফএমইউ মালাকাল পরিদর্শন

২৪ জানুয়ারি আনমিসের ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল রবার্ট ইয়াম আফরাম ব্যানএফএমইউ মালাকাল পরিদর্শন করেন। অধিনায়ক ব্যানএফএমইউ মালাকাল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরে ব্যানএফএমইউ মালাকাল কনফারেন্স রুমে অপর অফিসার অপারেশনাল ব্রিফিং করেন। ব্রিফিং শেষে ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার এলপিসিতে করে রিভারাইন প্যাট্রোলে অংশ নেন। পরিদর্শন শেষে তিনি মালাকাল কন্টিনজেন্টের সার্বিক কাজের মানে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

চায়না ব্যাটালিয়ন কন্টিনজেন্ট কমান্ডারের ব্যানএফএমইউ পরিদর্শন

২১ ফেব্রুয়ারি চায়না ব্যাটালিয়ন কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ব্যানএফএমইউ জুবা পরিদর্শন করেন। অধিনায়ক ব্যানএফএমইউ জুবা তাকে অভ্যর্থনা

জানান। পরে ব্যানএফএমইউ জুবা কনফারেন্স রুমে অপর অফিসার কন্টিনজেন্ট কমান্ডারকে অপারেশনাল ব্রিফিং প্রদান করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি জুবা কন্টিনজেন্টের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নবনিযুক্ত সেক্টর কমান্ডারের জুবা পরিদর্শন

নবনিযুক্ত সেক্টর কমান্ডার জুবা এবং বাংলাদেশ কান্ট্রি সিনিয়র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহ আল মামুন, এসপিপি, এনডিসি, পিএসসি, ১৫ মার্চ ব্যানএফএমইউ জুবা পরিদর্শন করেন। এ সময় তাকে ব্যানএফএমইউ জুবা কন্টিনজেন্ট অধিনায়ক গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরে কনফারেন্স রুমে কন্টিনজেন্টের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের উপর তাকে ব্রিফিং করা হয়। নবনিযুক্ত সেক্টর কমান্ডার সকলের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন। এ সময় সেক্টর কমান্ডার জুবা ও অন্যান্য পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাবৃন্দ আনমিসে ব্যানএফএমইউ জুবা সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছে বলে জানান।

সুদানে নৌকন্টিনজেন্টের রিভারাইন প্যাট্রোল

জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বিভিন্ন সময় সুদানের ২৫টি স্থানে রিভারাইন প্যাট্রোল পরিচালিত হয়েছে। প্রতিটি প্যাট্রোলে ৩টি করে এলপিসি অংশ নিয়ে ৩৭৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এসব প্যাট্রোলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে

আনমিসের উপস্থিতি, এলাকা পরিচিতি, স্থানীয় জনসাধারণের গতিবিধি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, কি লিডারশিপ এনগেজমেন্ট এবং ইউএনপিলাস সংস্থাসমূহের যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রতিটি রিভারাইন প্যাট্রোল চলাকালে নদীপথে ব্যানএফএমইউ মেরিন ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে।

অপারেশন লাইফলাইন

অপারেশন লাইফলাইন-৫৬ (লেগ-১) এর কনভয় মাঙ্গালা বন্দর থেকে ৬ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে ২০ জানুয়ারি ব্যানএফএমইউ মালাকালের ল্যান্ডিং সাইটে পৌঁছায়। ৩১ জানুয়ারি অপারেশন লাইফলাইন-৫৬ (লেগ-২) এর কনভয় ব্যানএফএমইউ মালাকাল থেকে যাত্রা করে ১৭ ফেব্রুয়ারি মাঙ্গালা বন্দরে পৌঁছায়। এছাড়া অপারেশন লাইফলাইন-৫৭ (লেগ-১) এর কনভয় মাঙ্গালা বন্দর থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করে ১১ মার্চ ব্যানএফএমইউ মালাকালের ল্যান্ডিং সাইটে পৌঁছায়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অপারেশন লাইফলাইনের প্রতিটি লেগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্ট ব্যানএফএমইউ মালাকালে ইউএনের রসদ ও জ্বালানি সরবরাহকারী বার্জ কনভয়গুলোকে ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথে সার্বক্ষণিক ফোর্স প্রটেকশন দিয়ে আসছে।

আনমিসের চিফ অব স্টাফের ব্যানএফএমইউ মালাকাল পরিদর্শন

২০ ফেব্রুয়ারি আনমিসের চিফ অব স্টাফ পল এগুনসোলা এবং ইউএন হাউসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ব্যানএফএমইউ মালাকাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের শুরুতে প্রতিনিধিদলকে কন্টিনজেন্ট অধিনায়কের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়। এ সময় প্রতিনিধিদলকে মালাকাল কন্টিনজেন্টের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের উপর ব্রিফিং করা হয়। পরে তারা ব্যানএফএমইউ সদস্যদের সাথে ২১ ফেব্রুয়ারি ‘শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩’ পালন এবং ভাষাশহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ব্যানএফএমইউ মালাকাল কন্টিনজেন্টের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেছে প্রতিনিধিদল।



বানোজা সমুদ্র জয় এর ব্যবস্থাপনায় সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে হওয়ায় সেখানে বসবাসরত প্রায় সাড়ে সাত হাজার মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল। পর্যটকদের ব্যাপক আগমনের কারণে সেখানে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের পৃষ্ঠপোষকতায় বানোজা সমুদ্র জয় ২৮ জানুয়ারি দিনব্যাপী বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ ও চিকিৎসাসেবা দিয়েছে এই দ্বীপে। দ্বীপটির স্থায়ী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি

ভ্রমণে আসা পর্যটকরাও চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন। চিকিৎসা নেওয়া বেশির ভাগ রোগীই নারী, শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠ। সাধারণ সর্দি, জ্বর, কাশি, মাথাব্যথা ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি রোগ যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা ও ওষুধ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা নিতে আসা অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই চর্ম রোগের সংক্রমণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ক্যাম্পেইনে ৪৮৭ জন রোগীর মাঝে ৮১ ধরনের ৩১ হাজার ৮৪৬টি ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পেইন সুন্দরভাবে পরিচালনায় সেন্ট মার্টিনে দায়িত্বরত

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কন্টিজেন্টের সদস্যরা ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিএন স্কুল কর্তৃপক্ষ সর্বাঙ্গিক সহায়তা করেছে। স্থানীয় জনসাধারণ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নৌবাহিনী ভবিষ্যতেও এ ধরনের সেবা অব্যাহত রাখবে।

বঙ্গোপসাগরে ফিশিং বোট থেকে ১৫ জেলে জীবিত উদ্ধার

বঙ্গোপসাগরে আটদিন ধরে ভাসমান অবস্থায় থাকা একটি ফিশিং বোট থেকে ১৫ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। নৌবাহিনী

জাহাজ অনুসন্ধান ৫ জানুয়ারি কক্সবাজারের দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভেসে থাকা 'নিশি পদ্মা' নামের ফিশিং বোট থেকে জেলেদের উদ্ধার করে। এ সময় জেলেদের প্রয়োজনীয় পানি, খাবার ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উদ্ধারকৃত ১৫ জেলে ও ফিশিং বোটটি কক্সবাজারের ইনানীসংলগ্ন জেটিতে নিয়ে এসে বোটের মালিক মো. জসিম উদ্দিনের প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় তারা নৌবাহিনীর উদ্ধার তৎপরতা ও তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে ২৮ জানুয়ারি বানোজা সমুদ্র জয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে। অভিযানে জাহাজটিতে প্রশিক্ষণরত ১৬ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীসহ ১০৫ জন প্রশিক্ষণার্থী মিডশিপম্যান, অফিসার ক্যাডেট ও জর্ডান, তানজানিয়া ও মালদ্বীপের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা এবং জাহাজের সকল কর্মকর্তা ও নাবিক মিলে ১৫০ জন নৌসদস্য অংশ নেন। বানোজা সমুদ্র জয়ের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম মিজানুর রহমান, (জি), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন অভিযানের উদ্বোধন করেন। নৌবাহিনীর এ অভিযান স্থানীয় দ্বীপবাসী বেশ উত্সাহিত হন। তারা মনে করেন, কিছু স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকদের অসচেতনতার কারণে যত্রতত্র ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বর্জ্য দ্বীপের সৌন্দর্য ও

বঙ্গোপসাগরে ইঞ্জিন বিকল হওয়া ফিশিং বোট থেকে ১৫ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী





কক্সবাজারে উপজেলা প্রশাসনের নিকট নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্মিত ব্যারাক হাউস হস্তান্তর

জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ অভিযানের মাধ্যমে সেন্ট মার্টিনের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেন।

অভিযানের অংশ হিসেবে র্যালির মাধ্যমে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব এবং দূষণরোধে করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো হয়। দ্বীপটির উত্তর-পূর্ব সৈকত থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়। নৌসদস্যরা সৈকত থেকে প্রায় ৮০ কেজি বর্জ্য সংগ্রহ করেন। নৌবাহিনীর সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানীয় মানুষ, পর্যটক, সাংবাদিক ও জনপ্রতিনিধি অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ডের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা তুলে ধরেন নৌসদস্যরা।

কক্সবাজারে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্মিত ১৪টি ব্যারাক হাউস হস্তান্তর

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার ঘটিভাঙ্গায় গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য নির্মিত ১৪টি ব্যারাক হাউস ১ মার্চ স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ও প্রধানমন্ত্রীর

কার্যালয়ের অধীনে এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এই ব্যারাক হাউসসমূহ নির্মাণ করেছে। প্রতিটি ব্যারাক হাউসে ৫টি করে মোট ৭০টি ইউনিট রয়েছে। যার প্রতিটিতে একটি করে পরিবার থাকতে পারবে। প্রতিটি ব্যারাক হাউসে পৃথক পৃথক রান্নাঘর ও বাথরুমের সুবিধা রয়েছে। হস্তান্তরের সময় নৌবাহিনীর প্রতিনিধি ও জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় এ ব্যারাক হাউসসমূহ নির্মাণের কাজ শুরু করে। পাশাপাশি কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের অধীনে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় ৬০টি, ভোলা জেলার লালমোহন ও মনপুরা উপজেলায় ২২টি এবং চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায় ২০৮টি প্রকল্পের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। নির্মাণ শেষ হলে আরও ১ হাজার ৪৫০টি ভূমিহীন পরিবারের বাসস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর

চট্টগ্রামে ছোট কুমিরা এলাকায় ইউনিটেস্ক তুলার গুদামে আগ্নেয়াস্ত্র নৌবাহিনীর অংশগ্রহণ



আওতায় বাগেরহাট, ভোলা, নোয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা, বরিশাল ও বালকাঠি জেলায় নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ব্যারাক হাউস নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

চট্টগ্রামে তুলার গুদামের আগুন নেভানোয় নৌবাহিনীর তৎপরতা

১১ মার্চ চট্টগ্রামের ছোট কুমিরা এলাকায় ইউনিটেস্ক তুলার গুদামে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার সময় আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন লাগার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বানৌজা ভাটিয়ারীর ৪ জন কর্মকর্তা, ১০ জন নাবিক, ফায়ার ব্রিগেডের ২টি ট্রাক এবং ২০ জন ফায়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিএনএ এবং লোকাল ফায়ার সার্ভিসের সাথে সমন্বয় করে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরদিন ১২ মার্চ নৌবাহিনী ও সিভিল ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সময় ঘাঁটির অধিনায়ক ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে উপস্থিত প্রিন্ট মিডিয়ায় আগুন নেভানোয় ঘাঁটির কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ব্রিফ করেন। আগুন কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটে নি বলে জানান।

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় জনগণ আগুন নেভানোর কাজে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অংশগ্রহণ ও কর্মতৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেওয়া নৌসদস্যদের নৌবাহিনী প্রধানের পক্ষে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ধন্যবাদ জানান।



কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল এর তত্ত্বাবধানে বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির ব্যবস্থাপনায় ঢাকা নৌঅঞ্চলের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান ও প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ

নৌঅঞ্চলের বার্ষিক বনভোজন

বানৌজা শেখ মুজিব মাঠে ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা নৌঅঞ্চলের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বনভোজনে প্রধান অতিথি হিসেবে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা নৌঅঞ্চলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তা, নাবিক, কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এতে অংশ নেন। শিশুদের জন্য নাগরদোলা, ঘোড়ার গাড়ি, ম্যাজিক শো, দোলনা ও অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল বনভোজনে, ছিল র‍্যাফেল ড্রয়ের আয়োজনও। বনভোজনের একই আয়োজন চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের তত্ত্বাবধানে সকল জাহাজ ও ঘাঁটিতেও হয়েছে।

বিদায়ী কমান্ডার বিএন ফ্লিটের সম্মানে প্রীতিভোজ

২৩ জানুয়ারি বিদায়ী কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি এর বিদায় উপলক্ষে বানৌজা বঙ্গবন্ধুতে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। প্রীতিভোজে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, বিদায়ী কমান্ডার বিএন ফ্লিট এবং চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল জ্যেষ্ঠ

কর্মকর্তাগণসহ বিএন ফ্লিটের সকল জাহাজের অধিনায়কবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নৌবাহিনী প্রধানের বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ও প্রেসিডেন্ট

বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ২০ থেকে ২৩ জানুয়ারি বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেন। এ সময় নৌবাহিনী প্রধান ঘাঁটির মসজিদ, জেও'স এবং এসএম ব্যারাক, পিও'স কোয়ার্টার এবং ফায়ারিং রেঞ্জ নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন। একই সময় প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ নৌপরিবার শিশু

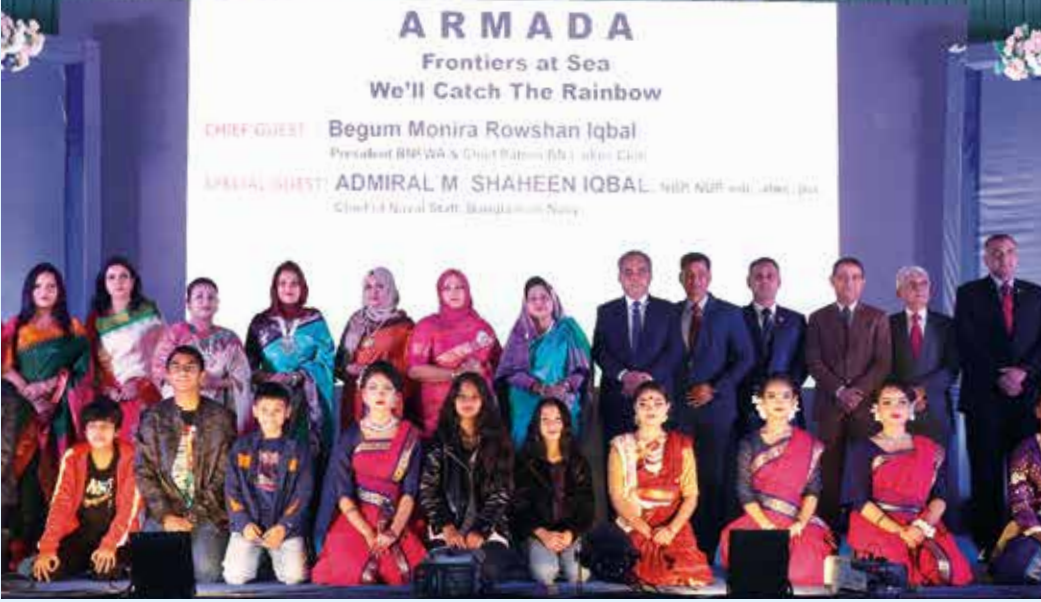
নিকেতন কান্টাইয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নবনিযুক্ত কমান্ডার বিএন ফ্লিটের দায়িত্ব গ্রহণ

২৬ ডিসেম্বর রিয়ার এডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান, ওএসপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি আনুষ্ঠানিকভাবে কমান্ডার বিএন ফ্লিট হিসেবে দায়িত্ব

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম এর চলমান বিভিন্ন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





বিএনএফডব্লিউএ খুলনা শাখা আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নৌবাহিনী প্রধান ও বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট

গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে বিএন ফ্লিট হেডকোয়ার্টারে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএন ফ্লিটের সকল স্টাফ অফিসার ও ফ্লিটের জাহাজের অধিনায়কগণ উপস্থিত ছিলেন।

নৌবাহিনী প্রধানের খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ১১ থেকে ১৩ জানুয়ারি খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেছেন। সফরকালে তিনি ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল বানোজা তিতুমীর মাল্টিপারপাস ড্রিলশেডে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও ডিনার পার্টিতে অংশ নেন। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ১২ জানুয়ারি নৌবাহিনী প্রধান বানোজা মোংলায় আইএফআর-২০২২ এর সফল সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতিভোজে অংশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

নৌবাহিনী প্রধানের বানোজা শের-ই-বাংলা প্রকল্প পরিদর্শন

২৯ জানুয়ারি নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি 'বানোজা শের-ই-বাংলা পটুয়াখালী স্থাপন' প্রকল্প

পরিদর্শন করেছেন। নৌপ্রধান প্রকল্প এলাকায় পৌঁছলে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল ও অধিনায়ক বানোজা শের-ই-বাংলা তাকে অভ্যর্থনা জানান। পরিদর্শনকালে তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজখবর নেন। তিনি ঘাঁটি পরিদর্শন শেষে কমিশনিং করার লক্ষ্যে যথাসময়ে ঘাঁটি প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেন এবং একটি ফলদ গাছের চারা রোপণ করেন।

এদিকে ২ ফেব্রুয়ারি সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি এবং ৯ ফেব্রুয়ারি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (পূর্ত ও উন্নয়ন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহফুজ আলম, পিএসসি, পি ইঞ্জি. বানোজা শের-ই-বাংলা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তাদের পরিদর্শন ও নির্দেশনার ফলে প্রকল্পের কাজ আরও গতি পাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বানোজা শের-ই-বাংলা প্রকল্পের চলমান কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল



রংপুর ক্যাডেট কলেজ ক্যাডেটদের বানোজা বঙ্গবন্ধু পরিদর্শন

১৫ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে রংপুর ক্যাডেট কলেজের একাদশ শ্রেণির ৫০ জন ক্যাডেটসহ ৬৮ সদস্যের একটি দল বানোজা বঙ্গবন্ধু পরিদর্শন করে। ক্যাডেটরা জাহাজের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। পরে ক্যাডেটদের জাহাজের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফ করা হয়।

আইএসএসবি প্রতিনিধিদলের বিএনএ পরিদর্শন

আইএসএসবির একটি প্রতিনিধিদল ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেছে। একাডেমির সেন্ট্রাল কনফারেন্স রুমে আইএসএসবি অধিনায়কের নেতৃত্বে আসা পরিদর্শক দলের সাথে কমান্ড্যান্ট, বিভিন্ন সেমিস্টারের টার্ম কমান্ডার, ডিভিশনাল অফিসার ও টিউটরবৃন্দ মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় একাডেমির ট্রেনিং কার্যক্রম, অফিসার ক্যাডেটগণের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানে করণীয় এবং অফিসার ক্যাডেট নির্বাচনে আইএসএসবির প্রারম্ভিক ভূমিকার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

বিদায়ী কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন

বিদায়ী কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি,

পিএসসি এবং চেয়ারম্যান বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম ১৭ জানুয়ারি বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেছেন। কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড পরিদর্শন করে নৌবাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অসামান্য অবদান রাখায় ঘাঁটির অধিনায়কসহ মনোনীত কর্মকর্তা ও জেসিওদের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। বিদায়ী ভাষণে তিনি ঘাঁটির সার্বিক নিরাপত্তায় সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের মান বাজায় রাখা এবং নাবিকদের বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। পরে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ঘাঁটির ইউটি ডাইনিং হলে সকল অফিসার, জেসিও, নাবিক এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গের সাথে বিদায়ী প্রীতিভোজে অংশ নেন। একই দিন চেয়ারম্যান বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রামের বিদায় উপলক্ষ্যে ঘাঁটির বিএনএফডব্লিউএ কমপ্লেক্সে আনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জমের কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপন

১৬ জানুয়ারি বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির ৪৭তম কমিশনিং দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে ফজরের নামাজের পর ঘাঁটির মসজিদ, নাবিক আবাসিক এলাকা মসজিদ এবং এমইএস (নৌ) কাপ্তাই মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। ঘাঁটির অধিনায়ক সকলের উদ্দেশ্যে দিবসের গুরুত্ব উল্লেখ করে বক্তব্য দেন এবং নির্বাহী কর্মকর্তা ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে কমিশনিং বাণী পাঠ করে শোনান। ঘাঁটির ড্রিলগার্ডে কর্মকর্তা, শিপস কোম্পানি ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ নিজ ক্লাসে শহীদ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনের জীবনীর ওপর একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। ইউটি ও শিপস কোম্পানি ডাইনিং হলে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে কালার্স থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ড্রেস ওভারঅল এবং সূর্যাস্ত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আলোকসজ্জা করা হয় ঘাঁটির এডমিন ব্লক, মেইন গেট ও মেইন মাস্ট।

বিএমএ লং কোর্স প্রশিক্ষণার্থীদের বিএন ফ্লিটের জাহাজ পরিদর্শন

৮৬তম বিএমএ লং কোর্সের ২৪৪ সদস্যের একটি দল প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ৫ মার্চ বিএন ফ্লিটের জাহাজ



ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের একাদশ শ্রেণির ক্যাডেটদের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন

পরিদর্শন করেছে। দলের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে কমান্ড মেসে বিএন ফ্লিটের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড এবং ক্যাপাবিলিটি সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়। পরে তারা বানোজা প্রত্যাশা ও স্বাধীনতা পরিদর্শন করেন।

ময়মনসিংহ ও ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা সফর

৬ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের একাদশ শ্রেণির ক্যাডেটদের শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে ৭৫ জনের একটি দল বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেছে। এদিকে ১১ মার্চ ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের একাদশ শ্রেণির ক্যাডেটদের ৭৯ জনের একটি দল এ ঘাঁটি সফর করে। সফরকালে ক্যাডেটরা ঘাঁটির ট্রেনিং স্কুল, মডেল রুম, চেম্বার রুম, ওয়ার্কশপ ও বোটপুল এলাকা ঘুরে দেখে। এ সময় ক্যাডেটদের ঘাঁটির ট্রেনিং কার্যক্রমের ওপর ব্রিফ করা হয়।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বিদায়ী স্ট্যাটিক প্যারেড

১৯ জানুয়ারি কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি এর বিদায় উপলক্ষ্যে বানোজা ঈসা খান প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্যারেডে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের জাহাজ ও

ঘাঁটিতে কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের দায়িত্বভার রিয়ার এডমিরাল আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি এর নিকট হস্তান্তর করেন। বিদায়ী কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সম্মানে ঘাঁটির হ্যান্ডারে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। পরে নৌবাহিনীর ঐতিহ্য অনুযায়ী স্ট্রিট লাইনিংয়ের মাধ্যমে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলকে বিদায় জানানো হয়।

ক্যাডেট কলেজসমূহের শিক্ষা সফর

শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে মার্চ মাসের বিভিন্ন সময় রাজশাহী, পাবনা, কুমিল্লা, মির্জাপুর ও ফেনী ক্যাডেট কলেজের একাদশ শ্রেণির ক্যাডেটরা চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর করেছে। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ৭২ জন ক্যাডেটের একটি দল ৭ মার্চ সফর করে। সফরকারী দল বিএন ফ্লিটের জাহাজ বানোজা প্রত্যয় পরিদর্শন করে। ১১ মার্চ পাবনা ক্যাডেট কলেজের ৮০ জন ক্যাডেট শিক্ষা সফরে এসে বানোজা দুর্জয় পরিদর্শন করে। ১৪ মার্চ কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের ৬৭ জন ক্যাডেট বানোজা দুর্জয় এবং মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ৬৮ জন ক্যাডেট

বানোজা নির্মূল পরিদর্শন করে। এছাড়া ১৭ মার্চ ফেনী ক্যাডেট কলেজের ৭৬ জন ক্যাডেটের একটি দল চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফরে এসে বানোজা দুর্জয় পরিদর্শন করে। সফরকালে প্রত্যেক দলকে জাহাজসমূহের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের ওপর ব্রিফ করা হয়।

চট্টগ্রামে জেসিও এবং পিওদের সাথে মতবিনিময়

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ১৩ ফেব্রুয়ারি জেসিও ও পিওদের সাথে মত বিনিময় করেছেন। এ সময় তিনি তাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য এবং কর্মক্ষেত্রের বিদ্যমান সমস্যা দূর করতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন ও অপারেশনাল কার্যক্রম গতিশীল করতে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান।

পবিত্র শব-ই-বরাত পালন

৭ মার্চ দিবাগত রাতে যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র শব-ই-বরাত পালন করেছে নৌবাহিনী। এ উপলক্ষ্যে নৌঅঞ্চলের মসজিদসমূহে এশার নামাজের পর মিলাদ মাহফিল এবং বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। মোনাজাতে দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে মহান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোয়া প্রার্থনা করা হয়।



লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১০৫তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন

লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ১০৫তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তারা ১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তারা একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, ওয়েস্ট পয়েন্ট ও রেডকিন পয়েন্ট ঘুরে দেখেন। পরে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে

কর্মকর্তাদের একাডেমির ট্রেনিং কার্যক্রমের ওপর ব্রিফ করা হয়।

নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন করেছেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএসও

১৫ ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) লে. জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, এনজিপি, পিএসসি নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে

তার সফরসঙ্গী ছিলেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ডিজি (অপস্ অ্যান্ড প্ল্যান) ও ডিজি (সিএমআর)। এ সময় নেভাল এভিয়েশনের সক্ষমতা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসহ উড্ডয়ন ও মেনেটেন্যান্স সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়। তিনি নেভাল এভিয়েশনের এমপিএ-যোগে সমুদ্র এলাকায় যান এবং উড্ডয়নকালে এমপিএ'র প্যাট্রোলিং, ইইজেট সার্ভিলেন্স এবং সার বিষয়ে সম্যক

ধারণা লাভ করেন। এছাড়া রাডার, ইও/আইআর এবং অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রাংশসংবলিত এমপিএ'র যথাযথ উড্ডয়ন ও অপারেশনাল সক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। পিএসও নেভাল এভিয়েশনের সকল কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন।

ফৌজদারহাট ও পাবনা ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা সফর

ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের অষ্টম শ্রেণির ক্যাডেটরা ৭ মার্চ বার্ষিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে বানোজা ঈসা খান ঘাঁটি সফর করেছে। আর পাবনা ক্যাডেট কলেজের একাদশ শ্রেণির ক্যাডেটরা সফর করেছে ১১ মার্চ। এ সময় তারা ঘাঁটির ট্রেনিং কমপ্লেক্সের স্কুলসমূহের মডেলরুম, ড্যামেজ কন্ট্রোল, ফায়ার ফাইটিং সিমুলেটর এবং নাবিক বিনোদনকেন্দ্র ঘুরে দেখে। পরে ক্যাডেটদের বানোজা ঈসা খান ঘাঁটির ট্রেনিং কার্যক্রমের ওপর ব্রিফ করা হয়।

সিএসডির সিএনআরডি পরিদর্শন

কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড (সিএসডি) ১৯ জানুয়ারি সিএনআরডি পরিদর্শন করেছেন। সিএনআরডির পরিচালক এ সময় তাকে ব্রিফ করেন। পরে সিএসডি সিএনআরডির বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট ও যন্ত্রাংশ পরিদর্শন করেন।

জেএসসি প্রশিক্ষণার্থীদের নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন

৭১তম বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্সের (জেএসসি) ২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ১ মার্চ নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে নেভাল এভিয়েশন কনফারেন্স রুমে তাদের মেরিটাইম এয়ার অপারেশন, রোল, অর্গানাইজেশন অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়। পরে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের এমপিএ এবং হেলিকপ্টারের স্ট্যাটিক ডিসপ্লে প্রদর্শন করা হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদলের বানোজা ঈসা খান পরিদর্শন

অর্থ মন্ত্রণালয়ের দুজন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ২৫ জানুয়ারি বানোজা ঈসা খান পরিদর্শন করেছে। তারা ঘাঁটির ট্রেনিং কমপ্লেক্সের স্কুলসমূহের মডেল রুম পরিদর্শন করেন। এ সময় তাদের ট্রেনিং কার্যক্রমের উপর ব্রিফ করা হয়। একই দিন তারা সোয়াডস ঘাঁটিও পরিদর্শন করেন।

নেভাল এভিয়েশন পরিদর্শন করেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান



সহকারী নৌপ্রধানের ডকইয়ার্ড পরিদর্শন

১৬ জানুয়ারি সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়াল) রিয়ার এডমিরাল এম মঈনুল হক, এনবিপি, এনপিপি, এনএসডব্লিউসি, পিএসসি ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেছেন। তিনি ডকইয়ার্ডে চলমান প্রজেক্ট, ক্যাল সেন্টার, সিএনআরডি ও আইএফএফ সেন্টার ঘুরে দেখেন। এ সময় ডকইয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চলের মতবিনিময়

বানৌজা তিতুমীরের ফেয়ারওয়ে মাস্টিপারপাস হলে ২৩ জানুয়ারি জেসিও'স ও পিও'সদের সাথে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি মত বিনিময় করেছেন। কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল তার বক্তব্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন, জাহাজ ক্রয় ও আধুনিকায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন। জেসিও'স ও পিও'সদের চাকরিতে দায়িত্বশীল এবং আরও মনোযোগী হওয়ার তাগিদ দেন তিনি। এ সময় কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল জাহাজ ও ঘাঁটির কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল কর্মকর্তা, জেসিও'স এবং পিও'স উপস্থিত ছিলেন।

চীনা প্রতিনিধিদলের বিএনএ পরিদর্শন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন ঘাঁটি বানৌজা শেখ হাসিনা ঘাঁটি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পলি টেকনোলজি ইন্স (পিটিআই) চীন, অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব সায়েন্স ও টেকনোলজি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফর ন্যাশনাল ডিফেন্সের (সাস্টেইন্ড) উচ্চপর্যায়ের ১১ সদস্যের প্রতিনিধিদল ২১ মার্চ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেছে। ঘাঁটির কমিশনিং উপলক্ষ্যে তারা বাংলাদেশে আসেন। এ সময় প্রতিনিধিদল একাডেমির বঙ্গবন্ধু



অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল কর্তৃক বানৌজা দ্বিসা থান ঘাঁটির মডেল রুম পরিদর্শন

কমপ্লেক্সের একাডেমিক উইং, ওয়েস্ট পয়েন্ট, রেডকিন পয়েন্ট, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেলরুম, ল্যান্ডুয়েজ ল্যাব, সায়েন্স ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাবসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। পরে একাডেমির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর তাদের ব্রিফ করা হয়।

বানৌজা তিতুমীর অধিনায়কের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য

২৯ জানুয়ারি বানৌজা তিতুমীরের ফেয়ারওয়ে মাস্টিপারপাস হলে ঘাঁটির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম শফিউল আজম, (এন), এনপিপি, এইচডিএমসি, পিএসসি, বিএন নবীন নাবিকদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করায় নবীন নাবিক ও তাদের অভিভাবকবৃন্দকে তিনি

অভিনন্দন জানান। তিনি চাকরি জীবনে উন্নতি, বিদেশে মিশন, শুভেচ্ছা সফরসহ অন্যান্য বিষয়ে নাবিকদের উপদেশ দেন। এ সময় নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সকল প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চলের দায়িত্ব হস্তান্তর

৯ মার্চ বিদায়ী কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি আনুষ্ঠানিকভাবে তার দায়িত্বভার নবাগত কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমান, এনইউপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি এর কাছে হস্তান্তর করেন। এ উপলক্ষ্যে সোলাম প্যারেড গ্রাউন্ডে কমান্ডার খুলনা

নৌঅঞ্চলের বিদায়ী স্ট্যাটিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। প্যারেডে কমখুলের সকল জাহাজ ও ঘাঁটির সকল কর্মকর্তা, নাবিক, অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশ নেন। বানৌজা তিতুমীর ড্রিলশেডে বিদায় উপলক্ষ্যে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এতে সকল কর্মকর্তা, নাবিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশ নেন। পরে নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী স্ট্রিট লাইনিংয়ের মাধ্যমে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চলকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হয়।

নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজ খুলনার বার্ষিক বনভোজন

৩ ফেব্রুয়ারি নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজ খুলনার ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে বানৌজা ওমর ফারুক, ধলেশ্বরী ও আবু বকর জাহাজ পরিদর্শন করেছে। এ সময় ছাত্র-ছাত্রীদের জাহাজের বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা দিতে ব্রিফ করা হয়।

নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল এন্ড কলেজ খুলনার বার্ষিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে কমফ্লোট ওয়েস্ট অধীন জাহাজ পরিদর্শন





বানোজা ঈসা খান এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক 'টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০২২' এর সমাপনী দিনে বিজয়ীদের মাঝে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন নৌবাহিনী প্রধান ও প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ

নৌবাহিনীর বার্ষিক টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বার্ষিক 'টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০২২' এর সমাপনী অনুষ্ঠান ৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে বানোজা ঈসা খান এরিয়া টেনিস ও স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডারসহ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন। পাঁচ দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও মোংলা অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত পাঁচটি দল অংশ নেয়। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় টেনিস এককে লে. কমান্ডার সৈয়দ ফজলে রাব্বি ২-১ সেটে লে. কমান্ডার শাহিল রহমানকে পরাজিত করেন। টেনিস দ্বৈতে ক্যাপ্টেন শেখ মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন ও ক্যাপ্টেন আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন জুটি

কমডোর আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার ও ক্যাপ্টেন এম আসাদুজ্জামান জুটিকে ২-০ সেটে পরাজিত করে শিরোপা লাভ করেন। এছাড়া ভেটেরান টেনিসের দ্বৈতে নৌপ্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও কমডোর এম আতিকুর রহমান জুটি রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক ও রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান জুটিকে পরাজিত করে বিজয়ী হন। স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় কমান্ডার এম ইয়াসির আরাফাত, কমডোর সামশেদ মোহাম্মদ জামিলকে ৩-২ গেমের পরাজিত করেন।

নৌপ্রধানের সাথে আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের সৌজন্য সাক্ষাৎ

আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ও অলিম্পিক কাউন্সিলের (এশিয়া) মহাপরিচালক ক্যাপ্টেন হোসেন আল-মুসালাম ও মার্চ নৌসদর দপ্তরে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি ও নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক কাবাডি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ভিনোদ কুমার তিওয়ারী, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকসহ নৌসদরের পিএসও ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সৌজন্য সাক্ষাৎকালে নৌবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ সফরের জন্য ক্যাপ্টেন হোসেন আল-মুসালামকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। এ সময় তারা পারস্পরিক কুশল বিনিময় এবং বাংলাদেশের সাঁতারের মান উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সাক্ষাৎ শেষে আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর ব্রিফ করা হয়। পরে তিনি নৌসদর সুইমিং কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত শেখ কামাল ২য় বাংলাদেশ যুব গেমসের সাঁতার প্রতিযোগিতা উপভোগ এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নৌবাহিনী প্রধানের সাথে আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশন এর প্রেসিডেন্ট ও অলিম্পিক কাউন্সিলের (এশিয়া) মহাপরিচালকের সৌজন্য সাক্ষাৎ



বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ হকি প্রতিযোগিতা

বানৌজা কে জে আলী, খাদেম, অপরাজেয়, অদম্য এবং অতন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ৪ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি বিএন ফ্লিট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বানৌজা মধুমতী, দুর্জয় এবং পদ্মা জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত সি আর্চিন দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাপ্টেন একেএম ইকরামুল হোসেন, (জি), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন।

কমচিট গলফ টুর্নামেন্ট

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল (কমচিট) গলফ টুর্নামেন্ট ৫ থেকে ৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির গলফ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বিভিন্ন ঘাঁটি ও জাহাজের অধিনায়কবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ অংশ নেন। ৯ জানুয়ারি একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে টুর্নামেন্ট শেষ হয়। কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বিএন ফ্লিট দল

১৩ মার্চ বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে নৌবাহিনীর বার্ষিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল খন্দকার মিসবাহ উল আজীম, এনপিপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি কমডাকা বনাম বিএন ফ্লিট দলের মাঝে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন। প্রতিযোগিতায় বিএন ফ্লিট দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পরে প্রধান অতিথি বিজয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রপি তুলে দেন।

বিএন অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বানৌজা ঈসা খান

বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির তত্ত্বাবধানে এরিয়া স্পোর্টস গ্রাউন্ডে বিএন অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত



বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী বার্ষিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলের মাঝে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল

হয়েছে ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি। প্রতিযোগিতায় বানৌজা ঈসা খান চ্যাম্পিয়ন ও বানৌজা তিতুমীর রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএন গলফ টুর্নামেন্ট

১০ম বাংলাদেশ নৌবাহিনী গলফ টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি ও বিএএফ শাহীন গলফ গ্রাউন্ডে ৯ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি। ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বিভিন্ন ঘাঁটি ও জাহাজের অধিনায়কবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ টুর্নামেন্টে অংশ নেন। ১২ ফেব্রুয়ারি নেভাল একাডেমির বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ব্যাংকুয়েট হলে পুরস্কার বিতরণী ও নৈশভোজের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান, এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএন হকি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাকা নৌঅঞ্চল

ডকইয়ার্ড স্পোর্টস গ্রাউন্ডে কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ডের

তত্ত্বাবধানে ১৬ ফেব্রুয়ারি বিএন হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় ঢাকা নৌঅঞ্চল বিজয়ী ও বানৌজা ঈসা খান রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কমখুল হকি প্রতিযোগিতা

বানৌজা তিতুমীরের ব্যবস্থাপনায় ২ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল (কমখুল) হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বানৌজা তিতুমীর স্পোর্টস গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বানৌজা তিতুমীর, বানৌজা মোংলা, সোলাম ও নেটস্ দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বানৌজা তিতুমীর নেটস্ দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সমাপনী অনুষ্ঠানে অধিনায়ক বানৌজা তিতুমীর ক্যাপ্টেন মো. শফিউল আজম, (এন), এনপিপি, এইচডিএমসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

চট্টগ্রামে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসব

দেশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রামেও অনুষ্ঠিত হয়েছে পাঠ্যপুস্তক উৎসব। বছরের প্রথম দিনে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মাঝে

বই বিতরণ করা হয়। কলেজ অধ্যক্ষ কমান্ডার মো. আশরাফুল আলম, (শিক্ষা), এনইউপি, বিএন, বই বিতরণ উৎসব উদ্বোধন করেন। বই বিতরণ শেষে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন। এ সময় সহকারী প্রধান শিক্ষক, কো-অর্ডিনেটর, স্কুল অ্যাডজুট্যান্ট ও পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসবের সভাপতিসহ বই বিতরণ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সরকারের সুপারিকল্পনার অংশ হিসেবে বছরের প্রথম দিনই শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন শিক্ষাবর্ষের বই বিতরণ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করা হয়। নতুন বছরের নতুন বই হাতে পেয়ে উল্লাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা।

বিএন স্কুল ও কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’ গানের শিরণ আর একুশের চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে বীর ভাষাশহীদদের আত্মার স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার শহীদ মোয়াজ্জম হলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস পালন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকার পরিচালনা পর্যদের সভাপতি এবং কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল খন্দকার মিসবাহ উল আজীম, এনপিপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি



কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চলের তত্ত্বাবধানে 'আশার আলো স্কুল' খুলনায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করেন রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন ও বেগম লুবনা আনোয়ার

এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে নুরতাজ আজীম উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলে কর্মরত নৌবাহিনীর সিনিয়র অফিসারবৃন্দ সপরিবারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অমর একুশ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দেয়ালিকা প্রদর্শনকরণ, চিত্রাঙ্কন, রচনা, আবৃত্তি, ছড়া পাঠ ও নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা প্রতিযোগিতা এবং দোয়া, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিনের শুরুতে কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকবৃন্দের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা হাতে ফুল নিয়ে কণ্ঠে অমর একুশের গান গেয়ে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করে। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিও শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে ৫২'র ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি এবং ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং ফলশ্রুতিতে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে অমর একুশে উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন আয়োজনে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথি। একই কমসূচি চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলা ও কাপ্তাই বিএন স্কুল ও কলেজের উদ্যোগেও পালিত হয়েছে।

নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক সক্ষমতা, নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, একতা ও সৌন্দর্যবোধের সঠিক বিকাশ ঘটানো এবং নিবেদিত প্রাণ মানুষ হিসেবে নিজেদের তৈরি করার উদ্দেশ্যে ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি নাবিক আবাসিক এলাকার মাঠে নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ ফেব্রুয়ারি অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে

প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এবং কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম, এনপিপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নুরতাজ আজীম। অন্যান্যের মধ্যে ফারহানা হেলেন জিলানী, ঢাকা অঞ্চলের কর্মরত নৌবাহিনীর সিনিয়র অফিসারবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ এবং

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে শহীদ দৌলত হাউস এবং রানার্স আপ হয় শহীদ রুহুল আমিন হাউস। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

খুলনা নৌঅঞ্চলে বই উৎসব

সারা দেশের মতো ১ জানুয়ারি খুলনা নৌঅঞ্চলের স্কুলসমূহে বই উৎসব হয়েছে। কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি এবং চেয়ারম্যান বিএনএফডব্লিউএ খুলনা বেগম লুবনা আনোয়ার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'আশার আলো খুলনা'য় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করেন। এছাড়া খুলনা নৌঅঞ্চলের অন্যান্য স্কুল ও কলেজসমূহের অধ্যক্ষগণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বই বিতরণ করেন। আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীরা নতুন বই পেয়ে উজ্জ্বাস প্রকাশ করে।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্যাপন

৭ মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক দিন। ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' তালিকায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণটি

নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শনে শিক্ষার্থীবৃন্দ



বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা রচনা, ছড়া পাঠ, কবিতা আবৃত্তি, নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর জীবনের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ও তাঁর ৭ মার্চ দেওয়া সেই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদর্শন, আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরেন বক্তারা। পরে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম, কাপ্তাই, খুলনা ও মোংলা বিএন স্কুল ও কলেজের উদ্যোগেও পালিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ১৭ মার্চ ‘স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙ্গিন’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকা বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দিনটি উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ, শেখ রাসেল দেয়ালিকার বিশেষ প্রকাশনা তৈরি, রচনা প্রতিযোগিতা, দোয়া, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও তরজমা পাঠ এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। আলোচনা পর্বের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম, কাপ্তাই, খুলনা ও মোংলা বিএন স্কুল ও কলেজের উদ্যোগেও পালিত হয়েছে।

বিএন স্কুল ও কলেজসমূহে গণহত্যা দিবস পালন

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএন কলেজ, ঢাকা ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন করেছে। দিনটি উপলক্ষে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, দোয়া এবং গণহত্যা ও মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলেজ অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান



নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনায় শীতবস্ত্র ও পথশিশুদের জন্য বৈকালিক স্কুলের উদ্বোধন করেন কলেজ অধ্যক্ষ

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমডোর আব্দুল মমিন মিঞা, (ই), পিএসসি, বিএন (অব.)। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত, তরজমা এবং বীর শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। এরপর প্রধান অতিথি গণহত্যা ও মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানার মাধ্যমে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন তিনি। প্রধান অতিথি শিক্ষার্থীদের করা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন গুরুত্বসহকারে শোনেন এবং উত্তর দেন। গণহত্যা দিবসের একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম, কাপ্তাই, খুলনা ও মোংলা বিএন স্কুল ও কলেজেও পালন করা হয়।

শীতবস্ত্র বিতরণ ও পথশিশুদের জন্য বৈকালিক স্কুলের উদ্বোধন

‘মানুষ মানুষের জন্য-জীবন জীবনের জন্য’ এই মানবতাবোধমূলক স্লোগানকে ধারণ করে নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকার সমাজ কল্যাণ সোসাইটি শীতবস্ত্র বিতরণ ও পথশিশুদের জন্য বিনা বেতনে বৈকালিক স্কুল চালু করেছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ঢাকা, টাঙ্গাইল, কুড়িগ্রাম এবং পঞ্চগড়ে শীতাত্তরদের মাঝে

শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়া কলেজ অধ্যক্ষ ১১ জানুয়ারি চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ও ড্রাইভার-হেলপারদের মাঝে কঙ্গল বিতরণ করেন। ২৬ জানুয়ারি সোসাইটির উদ্যোগে নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকার অভিভাবকদের জন্য নবনির্মিত ছাউনিতে পার্শ্ববর্তী বস্ত্রি এলাকায় বসবাসকারী সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের বিনা বেতনে পাঠদানের জন্য বৈকালিক স্কুল উদ্বোধন করেন কলেজ অধ্যক্ষ। উদ্বোধনকালে অধ্যক্ষ বলেন, মানুষের কল্যাণেই মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে, শিক্ষার্থীরা নিজেদের পড়াশোনার ফাঁকে বস্ত্রির পথশিশুদের শিক্ষার আলায় আলোকিত করেছে। এভাবে সবাই ভালো কাজে এগিয়ে এলে দেশ সামনে এগিয়ে যাবে, গোটা জাতি আলোকিত হবে। পাঠদানের পাশাপাশি বিনামূল্যে বই-খাতা, কলম-পেন্সিল দেওয়া হয় পথশিশুদের। এসব কার্যক্রম ছাড়াও সমাজ কল্যাণ সোসাইটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রাস্তাঘাট ও অবকাঠামো পরিস্কার রাখতে এবং অবৈধ পার্কিং বন্ধ করতে গণসংযোগ, মতবিনিময় ও পথসভা করে আসছে নিয়মিত।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় বিএন স্কুল ও কলেজসমূহে মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়েছে ২৬ মার্চ। দিবসটি উপলক্ষে নৌবাহিনী কলেজ, ঢাকা চিত্রাঙ্কন, রচনা, জাতীয় সংগীত, নির্ধারিত বক্তব্য, কুইজ, বিতর্ক

প্রতিযোগিতা, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এছাড়া ‘আমাদের বঙ্গবন্ধু’ এবং ‘বিশ্ববন্ধু বঙ্গবন্ধু’ শিরোনামে দুটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় কলেজে। প্রামাণ্যচিত্র দুটিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতির পিতা কীভাবে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর অবদান, যুদ্ধবিক্ষিপ্ত একটি দেশ থেকে কীভাবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে, সেসব উন্নয়নের পরিক্রমা এবং সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি আধুনিকায়নের পরিকল্পনার জন্য বর্তমান সরকারের ভূমিকা তুলে ধরা হয়। স্বাধীনতা দিবসের একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলে অবস্থিত বিএন স্কুল ও কলেজসমূহেও পালন করা হয়েছে।



বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ও সংঘের সাবেক চেয়ারম্যানগণ

বিএনএফডব্লিউএ'র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ১১ মার্চ বিএনএফডব্লিউএ'র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'স্মৃতির দর্পণে বর্ণিল মিলনমেলা' এবং মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ'র প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। অনুষ্ঠানে সাবেক নৌবাহিনী প্রধানগণ, বিএনএফডব্লিউএ'র সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং আঞ্চলিক চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিএনএফডব্লিউএ'র প্রেসিডেন্ট কেক কাটিং সিরিমনির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা ও কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ঢাকা নৌঅঞ্চলে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাবৃন্দ সজ্জাক উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১২ মার্চ নাবিক আবাসিক এলাকার নোঙ্গর ভবনে

বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়েও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১৪ ফেব্রুয়ারি বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা আয়োজিত অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে

বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনকারী চিলড্রেন ক্লাবের সদস্যসহ ১৩০ জন অতিথি এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ৯৩ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে আলোচনা

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা ১৫ ফেব্রুয়ারি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে আলোচনা সভা এবং অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। এছাড়া বিএনএফডব্লিউএ

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা আয়োজিত অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও নারী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা শাখা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা এবং সিজিএফডব্লিউএ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নৌপরিবারের সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পরে প্রধান অতিথি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১৫ মার্চ নৌসদরদ্ব সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা কর্তৃক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩ এর পুরস্কার বিতরণী এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত ১৩০ জন কর্মকর্তা-পত্নী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় অনুষ্ঠানে একটি সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মহিযসী নারীদের জীবনী বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএনএফডব্লিউএ এর প্রেসিডেন্ট সকলের উদ্দেশে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলে বই বিতরণ

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের

ব্যবস্থাপনায় ৮ জানুয়ারি নতুন বই বিতরণ, বার্ষিক মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবর্ষের নতুন বই বিতরণ করা হয়। এ সময় সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হস্তান্তর

১১ জানুয়ারি বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার নবাগত চেয়ারম্যান জেবুন নাহারের কাছে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন বিদায়ী চেয়ারম্যান

বেগম মেহজাবীন হক। একই দিন লেডিস ক্লাবের আয়োজনে বিদায়ী চেয়ারম্যানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় এবং নবাগত চেয়ারম্যানকে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান এবং বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার বিদায়ী ও নবাগত চেয়ারম্যান বক্তব্য প্রদান করেন। বিএনএফডব্লিউএ ও লেডিস ক্লাব ঢাকার পক্ষ থেকে বিদায়ী চেয়ারম্যানকে শুভেচ্ছা স্বারক উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটি ও ঢাকা শাখার

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলে পুরস্কার বিতরণ

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও বিএনএফডব্লিউএ'র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সেলাই প্রশিক্ষার্থীদের সনদ বিতরণ

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত সেলাই প্রশিক্ষণ ক্লাসের জুলাই থেকে ডিসেম্বর-২০২২ ব্যাচের প্রশিক্ষার্থীদের মাঝে কোর্স শেষে ২০ ফেব্রুয়ারি সনদ বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও প্রশিক্ষকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

২১ ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস পালন করেছে বিএনএফডব্লিউএ। এ উপলক্ষ্যে বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার নবাগত চেয়ারম্যান জেবুন নাহারের নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন বিদায়ী চেয়ারম্যান বেগম মেহজাবীন হক





ঐতিহাসিক '৭ মার্চ দিবস' উপলক্ষে নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি, ছড়া পাঠ, সুন্দর হস্তাক্ষর, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা শাখার বিএনএফডব্লিউএ চেয়ারম্যান। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। একই কর্মসূচি চট্টগ্রাম, খুলনা, মোংলা ও কাপ্তাই শিশু নিকেতন স্কুলের উদ্যোগেও পালিত হয়েছে।

বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যানের বিদায় সংবর্ধনা

বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার সাবেক চেয়ারম্যান বেগম শারমিন এরশাদের বিদায়ী সংবর্ধনা ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনএফডব্লিউএর চেয়ারম্যান বেগম আলেয়া আক্তার ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল কর্মকর্তাবৃন্দের স্ত্রীগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক '৭ মার্চ দিবস' উদযাপন

ঐতিহাসিক '৭ মার্চ দিবস' উদযাপন করেছে বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা। এ উপলক্ষ্যে সংঘ পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ প্রদর্শন এবং নান্দনিক হস্তাক্ষর, আবৃত্তি, ছড়া পাঠ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংঘের চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা। কার্যনির্বাহী কমিটির

সদস্যবৃন্দ, নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়েও দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়েছে।

চট্টগ্রামে ইনডোর গেমস ও বসন্ত বরণ উৎসব

বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রামের সার্বিক সহযোগিতায় ইনডোর গেমস-২০২২ উদ্বোধন ও বসন্ত বরণ উৎসব ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চেয়ারম্যান

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম বেগম আলেয়া আক্তার। এছাড়া চেয়ারম্যান বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম আইরিন জামান, ক্লাবের কার্যনির্বাহী সদস্যগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তাবৃন্দের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হস্তান্তর

৫ মার্চ বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যানের বিদায় উপলক্ষে দায়িত্বভার হস্তান্তর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এবং মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির। সংঘের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা ও কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে শীতবস্ত্র বিতরণ

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে ১ জানুয়ারি দুধ ও অসহায় শীতাত্তর মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংঘের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা। কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্য এ সময় উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণমূলক কর্মসূচির আওতায় শীতাত্তর মানুষের মাঝে এ সকল কন্মল বিতরণ করা হয়। কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্লিট, কমান্ডার সাবমেরিন, কমান্ডার সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড, কমান্ডার নেভাল এভিয়েশন, কমান্ডার সোয়াডস কমান্ড ও বিএন চিফ হাইড্রোগ্রাফার জনহিতকর এ কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যানের বিদায় সংবর্ধনা

১৯ জানুয়ারি বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার সাবেক চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানার বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানার নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন বিদায়ী চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির





বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা কর্তৃক পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

হয়েছে। অনুষ্ঠানে নবাগত চেয়ারম্যান বেগম আলেয়া আকতার, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং নৌঅঞ্চলের নির্ধারিত নাবিক স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী চেয়ারম্যানের সম্মানে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে।

চট্টগ্রামে পিঠা উৎসব

বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে এবং কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ও কমান্ডার বিএন ফ্লিটের সার্বিক সহযোগিতায় ২১ জানুয়ারি বিএন ফ্লিট স্পোর্টস কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি। ক্লাবের তৎকালীন চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা, কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি, ক্লাবের বর্তমান চেয়ারম্যান বেগম আলেয়া আকতার, তৎকালীন কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার তৎকালীন চেয়ারম্যান শারমিন এরশাদ এবং চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সত্বীক, বিএনএফডব্লিউএ

ও বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রামের সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পিঠা উৎসব উপলক্ষ্যে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করেছে বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন লেডিস ক্লাব। বাঙালি জাতির মহানায়কের জন্মবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ ঢাকার চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তা পরিবারের সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ক্লাবের চেয়ারম্যান জেবুন নাহার। প্রতিযোগিতায় ৫০ জন প্রতিযোগী অংশ

নেয়। পরে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই লেডিস ক্লাবের উদ্যোগেও দিবসটি উদ্‌যাপনে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঢাকায় শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা ২১ মার্চ শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। প্রতিযোগিতায় নাবিক পরিবারের সন্তানদের বয়সভিত্তিক ক, খ এবং গ গ্রুপে আলাদাভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে বিজয়ী শিশু নির্বাচন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংঘের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ যথাযথ মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে বিএনএফডব্লিউএ। বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠান, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সংঘের ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই শিশু নিকেতন স্কুলেও দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়া বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তা পরিবারের

সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ক্লাবের ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান জেবুন নাহার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ৬২ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

চট্টগ্রামে বিএনএফডব্লিউএ'র ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার বার্ষিক ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা ১৫ ফেব্রুয়ারি নাবিক আবাসিক এলাকা-২ এ বিএনএফডব্লিউএ কমপ্লেক্স ভবনে শুরু হয়। সংঘের চেয়ারম্যান বেগম আলেয়া আকতার প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নাবিক স্ত্রীগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় ২২১ জন বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেন।

চট্টগ্রামে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন

বানৌজা পতেঙ্গার উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন সিডব্লিউসি-২, নাবিক আবাসিক এলাকা-২ এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যানের পক্ষে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন শাখার জেনারেল সেক্রেটারি ডা. তাহসিন সাবির। অধিনায়ক বানৌজা ঈসা খান কমডোর এ এম সাজ্জাদ হোসেন, (জি), বিএসপি, পিএসসি, বিএন এবং সংঘের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ক্যাম্পেইনে উপস্থিত ছিলেন। ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

বিএসআরএম গ্রুপের চেয়ারম্যানের আশার আলো স্কুল পরিদর্শন

বিএসআরএম গ্রুপের চেয়ারম্যান আলী হুসাইন আকবর আলী ৭ মার্চ বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখা পরিচালিত আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান সচিব শিক্ষা ও আশার আলো স্কুলের অধ্যক্ষ। এ সময় স্কুলের কল্যাণ ও উন্নয়নে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ফলে বিএসআরএম প্রতি মাসে আশার আলো স্কুলে অনুদান হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন।



ইয়ালু নদীর যুদ্ধ (চীন-জাপান)

ব্যাটল অব ইয়ালু রিভার বা ইয়ালু নদীর যুদ্ধ হলো চীন-জাপান প্রথম যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৌযুদ্ধ। ১৮৯৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এই যুদ্ধে পরস্পর মুখোমুখি হয় চীনের বেইয়াং ফ্লিট ও ইম্পেরিয়াল জাপানি নেভি। এর ঠিক একদিন আগেই পিয়ংইয়ংয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করে জাপান। ইয়ালুর যুদ্ধে দুইপক্ষের নৌবহরের প্রকৃত সংখ্যা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও দুইপক্ষ প্রায় সমান শক্তির ছিল বলে ধারণা করা হয়। ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভির বিখ্যাত বিজয়গুলোর অন্যতম এই ইয়ালু নদীর যুদ্ধ।

শ্রেণাপট

কোরীয় উপদ্বীপে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় জাপানকে তাদের নৌশক্তি সুসংহত করতে হতো। সমুদ্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মূল ভূখণ্ড থেকে সেনা পরিবহনে খুব সুবিধা হতো তাদের। ইম্পেরিয়াল জাপানিজ আর্মির পঞ্চম ডিভিশনের লক্ষ্য ছিল কোরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল চেমুলপোতে অবতরণ করা। এর পেছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল তাদের। প্রথমত, চীনা বাহিনীকে উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে পুষ করা। আর দ্বিতীয়ত, বেইয়াং ফ্লিটকে ইয়েলো সির দিকে টেনে আনা, যেখানে জাপানিরা চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

এই কৌশলের সম্ভাব্য ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বপরিকল্পনা করে রেখেছিল জাপান। প্রথমত, যদি তাদের কন্বাইড ফ্লিট নিরক্ষুণ জয়লাভের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়, তবে জাপানি সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে শানহাই পাস ও তিয়ানজিনের মধ্যবর্তী উপকূলে অবতরণ করবে, যেন

তারা চীনা সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে এবং কোনো ব্যামেলা ছাড়াই যুদ্ধ শেষ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, যদি এই নৌযুদ্ধের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায় এবং কোনোপক্ষই সাগরের নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে, তাহলে জাপানি সেনাবাহিনী কোরিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। তৃতীয়ত, কন্বাইড ফ্লিট যদি পরাজিত হয় এবং এর জেরে সাগরের নিয়ন্ত্রণ হারায়, তাহলে সেনাবাহিনীর বড় একটি অংশ জাপানে থেকে যাবে এবং চীনা সামরিক হামলা প্রতিহত করার প্রস্তুতি নেবে। এ সময় কোরিয়ায় থাকা পঞ্চম ডিভিশনকে রিয়ারগার্ড অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হবে।

এদিকে কোরীয় উপদ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জাপানের সঙ্গে অনেকদিন বিরোধে থাকা চীন অঞ্চলটিতে নিজেদের শক্তি বাড়াতে সেখানে সেনা সমাবেশের পরিকল্পনা করল। সেনা পরিবহনের লক্ষ্যে তিনটি স্টিমার ভাড়া করল তারা। এই তিনটি ট্রপশিপকে এসকট করার কাজে নিয়োজিত ছিল নৌবাহিনীর

তিনটি জাহাজ। এগুলো হলো ক্রুজার জিউয়ান এবং দুটি গানবোট কোয়াং-ই ও সাও-কিয়াং। কোরিয়ার পুং আইল্যান্ডের কাছে এসে চীনা যুদ্ধজাহাজ তিনটি জাপানি বাহিনীর বাধার মুখে পড়ল। জাপানি পক্ষে ছিল তিনটি ক্রুজার-আকিতসুশিমা, ইয়োশিনো ও নানিওয়া।

পুং আইল্যান্ডে মুখোমুখি অবস্থানে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল চীনা ও জাপানি বাহিনী। তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই জাপানি বাহিনীর বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই সংঘর্ষ শেষ হয়। চীনা জাহাজগুলোর মধ্যে জিউয়ান পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কোয়াং-ই একটি পাথরে চড়ায় আটকে যায়। আর সাও-কিয়াংকে জাপানি বাহিনী জব্দ করে নেয়। অবশ্য এই ডামাডোলের মধ্যেও ২৫ জুলাই চীনের দুটি ট্রপশিপ নিরাপদে কোরিয়ায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। তবে তৃতীয় ট্রপশিপ কাওশিংকে আটক করে জাপানি ক্রুজার নানিওয়া। তাতে ১ হাজার ২০০ চীনা সৈন্য ছিল। তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলল জাপানি

বাহিনী। কিন্তু চীনারা তাতে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত ট্রুশিপ কাওশিংকে ডুবিয়ে দেয় জাপানি ক্রুজার নানিওয়া। এই ঘটনায় প্রায় ৮০০ চীনা সৈন্য মারা যায়।

পুং আইল্যান্ডের এই সংঘর্ষ ছিল চীন-জাপান প্রথম যুদ্ধের অধীনে প্রথম নৌযুদ্ধ। চীনা এডমিরাল ডিং রুচাং এর খবর পান পরের দিন ২৬ জুলাই, ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ জিউয়ারের ওয়েইহাই ঘাঁটিতে ফিরে আসার মাধ্যমে। এডমিরাল রুচাং অবশ্য কাওশিং ডুবে যাওয়ার কথা জানতেন না। তারপরও তিনি কোয়াং-ইর দুর্ধটনার খবর পেয়ে এবং জিওয়ানের শরীরে গোলাবারুদের ক্ষত দেখে যুদ্ধ শুরুর আঁচ করতে পারলেন। ওইদিন তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করেই ওয়েইহাই ঘাঁটি ত্যাগ করলেন ১১টি যুদ্ধজাহাজ ও সাতটি টর্পেডো বোট নিয়ে। যাত্রা করলেন কোরিয়া উপকূলের উদ্দেশ্যে। পরের দিন সকালে কোরীয় জলসীমায় প্রবেশের পর এডমিরাল রুচাং শত্রুর খোঁজ করতে থাকলেন। তবে হঠাৎ করেই আবহাওয়া প্রতিকূল হয়ে ওঠায় প্যাট্রোলিং করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে ২৮ জুলাই বহর নিয়ে ওয়েইহাইতে ফিরে গেলেন রুচাং। পরের দিন আবহাওয়া ভালো হলে চীনা যুদ্ধজাহাজগুলো আবার রসদ ভর্তি করে প্রস্তুতি নিতে থাকল। বেইয়াং ফ্লিটের মূল ফোর্সকে আবার সমুদ্রে পাঠানো হলো শত্রুর খোঁজে। এবার আর টর্পেডো বোট সঙ্গে গেল না। এই অভিযানটি তুলনামূলক দীর্ঘ সময় স্থায়ী ছিল-৩ আগস্ট পর্যন্ত। তবে এবারও জাপানি বাহিনীর দেখা পেল না চীনারা।

সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে চীনারা পিয়ংইয়াংয়ে আবার সেনা সমাবেশের সিদ্ধান্ত নিল। তায়েদং নদীর মোহনা পর্যন্ত সেনা পরিবহনের কাজে এসকট সার্ভিস দেওয়ার জন্য বেইয়াং ফ্লিটকে নিয়োজিত করা হলো। প্রায় সাড়ে চার হাজার অতিরিক্ত সেনা পাঠানো হলো সেখানে।

চীন-জাপান প্রথম যুদ্ধের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থলযুদ্ধ ছিল ব্যাটল অব পিয়ংইয়াং। ১৮৯৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধে জাপান জয়ী হয়। এই জয়ের ফলে চীনা সৈন্যদলকে উত্তরে ইয়ালু নদীর দিকে পুষ করতে সক্ষম হয় জাপানিরা। এর মাধ্যমে কোরীয় উপদ্বীপকে চীনা সামরিক প্রভাবমুক্ত করার পথে অনেকটাই এগিয়ে যায় জাপান।

মূল যুদ্ধ

ইয়ালু যুদ্ধে জাপানি কন্সাইন্ড ফ্লিট ছিল দুটি ফরমেশনে। তাদের ছিল একটি ফ্লাইং স্কোয়াড্রন, যেটিতে ছিল চারটি ফাস্ট ক্রুজার-ইয়োগিনো, তাকাচিহো, আকিতসুশিমা ও নানিওয়া। এই স্কোয়াড্রনের নেতৃত্বে ছিলেন ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভির এডমিরাল সুবয় কোজো। আর মূল ফ্লিটে ছিল ফ্ল্যাগশিপ ক্রুজার মাতসুশিমা, চিয়োদা, ইতসুকুশিমা ও হাশিদাতে এবং আয়রনক্ল্যাড ওয়ারশিপ ফুসো ও হিয়েই। এর নেতৃত্বে ছিলেন এডমিরাল ইতো সুকেইয়ুকি। এছাড়া দুটি ডিসপ্যাচ ভেসেলও ছিল সঙ্গে। এর একটি হলো কনভার্টেড লাইনার সাইকিও মারু, যেটির কমান্ডে ছিলেন সুইডিশ বংশোদ্ভূত

মার্চেন্ট নেভি ক্যাপ্টেন জন উইলসন। জাপানি ডিসপ্যাচ ভেসেলের আরেকটি ছিল গানবোট আকাগি।

এদিকে এডমিরাল ডিং রুচাংয়ের চীনা ফ্লিটের কেন্দ্রে ছিল শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ ডিংইউয়ান ও বোনইউয়ান। আর দুইপাশ থেকে আক্রমণের জন্য ছিল নবনির্মিত জিইউয়ান, গুয়াংজিয়া, বিইউয়ান, জিংইউয়ান, লাইইউয়ান ও জিংইউয়েন। চাওইয়াং ও ইয়াংওয়েই নামের দুটি অপেক্ষাকৃত পুরনো যুদ্ধজাহাজও ছিল বহরে। এছাড়া পিংইউয়ানের নেতৃত্বে চারটি জাহাজের আরেকটি বহর ইয়ালু নদীর উজানে একটি কনভয়ের এসকটের দায়িত্বে ছিল। সেটিও ১৭ সেপ্টেম্বর বেলা আড়াইটার দিকে এডমিরাল রুচাংয়ের বহরে যোগ দেয়।

এদিকে বেইয়াং ফ্লিট ইয়ালু নদীর মোহনা পর্যন্ত একটি কনভয়কে এসকটের দায়িত্ব শেষ করে লুশুনকোউ ঘাঁটিতে ফিরছিল। এ সময় তাদের ওপর জাপানি নৌবাহিনী হামলা করে। কাগজে-কলমে বেইয়াং ফ্লিটের কাছে তুলনামূলক শক্তিশালী জাহাজ ছিল। তাদের আয়রনক্ল্যাড ব্যাটলশিপ ডিংইউয়ান ও বোনইউয়ানকে সমানভাবে টেকা দেবে, এমন সক্ষমতা জাপানি বহরে ছিল না।

তবে এসব কিছুই ছিল কাগজে-কলমের হিসাব। বাস্তবে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, চীনের জাহাজগুলোর বেশিরভাগই ছিল বয়স্ক ও জীর্ণ। এসব জাহাজ সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো না। ক্রুদের শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনাও ছিল নিয়মিত। ইয়ালু যুদ্ধে চীনের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটাই-সব জাহাজই একেবারে ধ্বংসের আগ পর্যন্ত লড়ে যাবে। এছাড়া সব জাহাজকে ফ্লাগশিপের মুভমেন্ট অনুসরণ করার নির্দেশও দেওয়া ছিল। কারণ, চীনা বাহিনী যে সিগন্যাল বুক ব্যবহার করত, সেটি লেখা ছিল ইংরেজিতে। আর বেইয়াং ফ্লিটের খুব কম অফিসারই ইংরেজি পড়তে পারতেন।

মূল যুদ্ধের দিন অর্থাৎ ১৭ সেপ্টেম্বর সকালের দিকে একটু বেলা গড়ালে চীনা ও জাপানি বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হলো। চীনা বহরের পরিকল্পনা ছিল জাহাজগুলোকে পাশাপাশি এক লাইনে রেখে অগ্রসর হওয়ার। কিন্তু সিগন্যাল বুঝতে সমস্যা হওয়ায় এবং জাহাজগুলোর গতি ভিন্ন থাকায় শেষ পর্যন্ত তাদের ফরমেশন ছিল কৌণিক আকৃতির, যেখানে যুদ্ধজাহাজ ডিংইউয়ান ও বোনইউয়ান সামনে এবং বাকি জাহাজগুলো দুইপাশে মাছের লেজের মতো অবস্থানে ছিল। অন্যদিকে, জাপানের ফরমেশন ছিল উল্লম্ব লাইনের মতো। এর একেবারে সামনে ছিল ফ্লাইং স্কোয়াড্রন। আর তার পেছনে ছিল মূল স্কোয়াড্রন।

মুখোমুখি অবস্থানে শত্রুপক্ষের দেখা পাওয়া মাত্রই জাপানি এডমিরাল সুকেইয়ুকি ফ্লাইং স্কোয়াড্রনকে নির্দেশ দিলেন বেইয়াং ফ্লিটের লেজের ডানদিকে আঘাত হানার জন্য। জাপানের হামলার পর চীনা জাহাজগুলোও পাল্টা গোলাবর্ষণ শুরু করল। তবে এ সময় তাদের অবস্থান ছিল জাপানি বাহিনী থেকে পাঁচ হাজার মিটার দূরে। জাপানি জাহাজগুলোর ক্ষতি সাধনের জন্য এই দূরত্ব একটু বেশিই ছিল।

এদিকে জাপানিরা পরবর্তী বিশ মিনিটের মতো তাদের গোলাবর্ষণ বন্ধ রেখেছিল এবং বেইয়াং ফ্লিটের দিকে আড়াআড়িভাবে দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। এডমিরাল সুবয় কোজোর নেতৃত্বে ফ্লাইং স্কোয়াড্রন ঘণ্টায় ১৪ নটিক্যাল মাইল বেগে চীনা বহরের কেন্দ্র বরাবর এগিয়ে যাচ্ছিল। একেবারে কাছাকাছি গিয়ে শেষ মুহূর্তে ফ্লাইং স্কোয়াড্রন ডানদিকে ঘুরে যায় এবং চীনা বহরের তুলনামূলক দুর্বল ইউনিটে আঘাত হানে। সেখানে চীনা যুদ্ধজাহাজ চাওইয়াং ও ইয়াংওয়েইয়ের মারাত্মক ক্ষতি সাধনের পর ফ্লাইং স্কোয়াড্রন উত্তর দিকে যাত্রা করল, যেদিক থেকে ইয়ালু নদী ধরে চীনের রিইনফোর্সমেন্ট ফোর্স আসছিল যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য।

এদিকে জাপানের মূল স্কোয়াড্রন ফ্লাইং স্কোয়াড্রনকে অনুসরণ করে চীনা বহরের বাম বরাবর যেতে যেতে হঠাৎ করে টার্ন নেয় এবং শত্রুপক্ষকে পেছন দিক দিয়ে বৃত্তাকার পথে ঘিরে ফেলে। এদিকে ফ্লাইং স্কোয়াড্রন আবার দক্ষিণ বরাবর ফিরে আসতে শুরু করে। একটু বাদেই চীনা বহরকে ঘিরে ফেলল জাপানের দুটি স্কোয়াড্রন। চীনের মূল দুটি যুদ্ধজাহাজ ডিংইউয়ান ও বোনইউয়ানের যুদ্ধোপকরণ ছিল তুলনামূলক ভারী। এ কারণে তাদের গোলাবর্ষণে খানিকটা সময় লেগে যায়। অন্যদিকে, জাপানি যুদ্ধজাহাজের গানগুলো দ্রুত গোলাবর্ষণে সক্ষম ছিল। ফলে ডিংইউয়ান ও বোনইউয়ান ফায়ারিং শুরু করার আগেই ব্যাটলশিপ দুটির ডেকে অবস্থানরত ক্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দেয় জাপানিরা।

ওইদিন সন্ধ্যা নাগাদ সন্নিহন হয়ে পড়ল চীনাদের অবস্থা। একেবারে ভেঙে পড়ার পর্যায়ে বেইয়াং ফ্লিট। বহরের বেশির ভাগ জাহাজই হয় পালিয়ে গেল অথবা ডুবে গেল। এদিকে সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি জাহাজ ডিংইউয়ান ও বোনইউয়ানেরও গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেছে। মূলত জাপানি কৌশলের কাছেই হার মানতে বাধ্য হয় চীনারা। এই কৌশল মোকাবিলায় তাৎক্ষণিকভাবে তারা তাদের ফরমেশন পরিবর্তন করতে পারেনি। কেন পারেনি, সেই বিষয়ে সমরবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত যে, এই ব্যর্থতার কারণেই কাগজে-কলমে বেশি শক্তিশালী বহর নিয়েও জাপানিদের কাছে হারতে হয়েছিল চীনাদের।

ফলাফল

ইয়ালু নদীর যুদ্ধে পরিস্থিতিবেই পরাজয় হয়েছিল চীনের। দেশটির সরকার প্রথমে এই পরাজয় মেনে নিতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত সত্য লুকাতে পারেনি তারা। আর এই ব্যর্থতার জন্য ভাইসরয় লি হংব্যাং ও এডমিরাল ডিং রুচাংকে দায়ী করে সরকার। তাদের দুজনকেই পদাবনতি দেওয়া হয় এবং সব সম্মানসূচক পদক ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

অবশ্য সমরবিদরা কেবল এই দুজনকেই দোষ দিতে রাজি নন। বরং চীনের অতিরিক্ত বয়স্ক, জীর্ণ ও রক্ষণাবেক্ষণহীন যুদ্ধজাহাজগুলো এই পরাজয়ের বড় কারণ বলে মনে করেন তারা। পাশাপাশি ক্রুদের শৃঙ্খলাহীনতা ও সঠিক নৌ-কৌশলের ঘাটতিও ইয়ালু যুদ্ধে চীনাদের লজ্জাজনক পরাজয়ে অনুঘটক হয়েছে।



NOUPARIKROMA
a quarterly publication by
Bangladesh Navy

